শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—
৯১০১৬৩৫৯০৪, ৭৫৭৭৮৪৫৩৭৮

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

সমগ্র বরাক উপত্যকার সর্ববৃহৎ একমাত্র বিশুদ্ধ "গ্রহরত্ন" প্রতিষ্ঠান
রত্নলোক
GEMS & DIAMOND
JEWELLERY
Contact Us : +91 91015 76757
প্রতিটি গ্রহরত্ন কেনাকাটায় থাকছে SPECIAL DISCOUNT
শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৯৬ | শিলচর ◻ বুধবার ◻ ২২ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ৭ সফর ১৪৪৮ হিজরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

সেনার অভিযানে উদ্ধার ৫০০-র বেশি মানুষ

অসমে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, মৃত বেড়ে ৩১

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২১ জুলাই : অসমে টানা ভারী বৃষ্টির জেরে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যে মোট ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ৫ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। শুধু শিবসাগর জেলাতেই একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। এরমধ্যে চারজন মহিলা ও একটি শিশু রয়েছে। মঙ্গলবার চরাইদেও জেলায় এক পরিবারের মোট চার ব্যক্তি এবং গোলাঘাট জেলায় আরও চারজনের মৃত্যু ঘটেছে। এএসডিএমএ জানিয়েছে, বছরের প্রথম বন্যায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়। এতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১-এ। এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন জল রাহাত'-এর আওতায় উদ্ধারকাজ জোরদার করে ইতোমধ্যেই ৫০০-রও বেশি আটকে পড়া মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে।

বন্যাক্রান্তদের উদ্ধারে সেনা জওয়ানরা। শিবসাগরে মঙ্গলবার তোলা ছবি।

অসম রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ১৬টি জেলার ৪৫টি রাজস্ব চক্র বন্যার কবলে পড়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে শিবসাগর, চরাইদেও, যোরহাট ও গোলাঘাট। প্রায় ৫ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ১০ হাজার ৩৬২ হেক্টরেরও বেশি কৃষিজমি এখনও জলমগ্ন রয়েছে। মঙ্গলবারের পৃথক বুলেটিনে জানানো হয়েছে, অন্তত ১১টি জেলার ৭৫৮টি গ্রামের ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৮০০-রও বেশি মানুষ এখনও বন্যার প্রভাবের মধ্যে রয়েছেন। এর মধ্যে একমাত্র শিবসাগর জেলাতেই প্রায় ১ লক্ষ ৫৮ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পিয়ার কর্পসের অধীন রেড শিল্ড ডিভিশন ২০ জুলাই থেকে 'অপারেশন জল রাহাত' শুরু করেছে। শিবসাগর, চরাইদেও এবং যোরহাট জেলায় চারটি বিশেষ বন্যা ত্রাণ দল মোতায়েন করা হয়েছে। শিবসাগরের নাজিরা ও আমগুড়ি, চরাইদেওর সোনারি এবং যোরহাটের বিভিন্ন প্লাবিত এলাকায় সেনার উদ্ধারকারী দল নৌকা, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও ত্রাণসামগ্রী নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, প্লাবিত

এরপর ছয়ের পাতায়

টেক সিটিতে ডিজিটাল ডিজাইন কেন্দ্রের উদ্বোধন

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২১ জুলাই : অসমে উন্নত ডিজিটাল উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে টেক সিটি, বঙরায় 'ডিজিটাল ডিজাইন ও থ্রিডি প্রিন্টিং সেন্টার অব এক্সেলেন্স'-এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন উদ্যোগ (পিএম-ডিভাইন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি উন্নত ডিজিটাল নকশা, সংযোজনভিত্তিক উৎপাদন (অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং) এবং দ্রুত নমুনা তৈরির (র‍্যাপিড প্রোটোটাইপিং) সুবিধা এনে দেবে অসম ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন এই সেন্টার অব এক্সেলেন্স স্বাস্থ্য পরিষেবা, মহাকাশ প্রযুক্তি, জ্বালানি, কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উদ্ভাবন এবং নতুন পণ্য উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) সংস্থাগুলিও রাজ্যের মধ্যেই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পণ্য ও সমাধান তৈরি করতে পারবে, যা আমদানিনির্ভরতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অত্যাধুনিক এই কেন্দ্রটি শুধু

এরপর ছয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আইআইএম গুয়াহাটির শিক্ষাযাত্রা শুরু, প্রথম ব্যাচে ৫২ শিক্ষার্থী

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২১ জুলাই : দেশের ২২তম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) হিসেবে আইআইএম গুয়াহাটির আনুষ্ঠানিক শিক্ষাযাত্রার সূচনা হলো মঙ্গলবার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এমবিএ পাঠক্রমের প্রথম শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধন করে প্রতিষ্ঠানের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইআইএম গুয়াহাটির প্রতিষ্ঠা শুধু অসমের জন্য নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভবিষ্যতে এমন দক্ষ ব্যবস্থাপক ও নেতৃত্ব তৈরি হবে, যাঁরা রাজ্যের অর্থনীতি, শিল্প, উদ্যোগ এবং সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। তিনি আরও বলেন, বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে আইআইএম গুয়াহাটি রাজ্যের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নতুন সুযোগ করে দেবে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ অন্যান্যরা। মঙ্গলবার।

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, আটক রাহুল, প্রিয়ঙ্কা-অখিলেশরা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এবং ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে রাজধানী দিল্লিতে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে গেলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সহ একাধিক বিরোধী নেতাকে আটক করে। পরে তাঁদের মন্দির মার্গ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গভীর রাতে সেখানে পৌঁছান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

মঙ্গলবার দুপুরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনের সামনে দলের সাংসদ ও নেতা-কর্মীরা জড়ো হন। সেখান থেকে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গের উদ্দেশে মিছিল শুরু করেন। মিছিলে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও যোগ দেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের চারপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। মোতায়েন করা হয় দিল্লি পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের

এরপর ছয়ের পাতায়

সিজেপির পর এবার দিল্লিমুখী হাজারো কৃষক

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজধানী দিল্লি। এরইমাঝে ২০২৪-এর স্মৃতি ফিরিয়ে এবার দিল্লিমুখী হাজারো কৃষক। পঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়া এই কৃষকদের আটকাতে কোমর বেঁধে নেমেছে হরিয়ানা সরকার। কোনওভাবে যাতে তাঁরা রাজধানীতে পৌঁছতে না পারেন তার জন্য অতীতের ছকে সিল করে দেওয়া

হয়েছে শম্ভু বর্ডার। কংক্রিটের ব্লক, লোহার পেরেক ও বহুস্তরের ব্যারিকেড দিয়ে আন্তঃরাজ্য সীমান্তকে কার্যত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। জানা গেছে, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে এই আন্দোলন কৃষকদের।

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির লক্ষ্যে গত প্রায় একবছর ধরে দীর্ঘ আলোচনার পর সম্প্রতি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা হয়েছে। তবে এই চুক্তিতে তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে অভিযোগ কৃষকদের। আমেরিকার

এরপর ছয়ের পাতায়

নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস 'ঘোর পাপ', এমন ঘটনা বরদাস্ত নয় : মোদি

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : নিট-ইউজি ২০২৬-এর কথিত প্রশ্নফাঁসের ঘটনাকে 'ঘোর পাপ' বলে অভিহিত করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি বলেন, প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্র সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে এবং পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশ্নফাঁসের মতো ঘটনা দেশের লক্ষ লক্ষ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। তাই এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। তিনি জানান, এই ঘটনায়

এখন পর্যন্ত ১৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তারা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভবিষ্যতে যাতে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এ ধরনের অনিয়ম না ঘটে, সে জন্য রাজ্য সরকারগুলিকেও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে কেন্দ্র ও রাজ্যকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

এনডিএ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি জানান, প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরই পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্র সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিট-ইউজি ২০২৬ পুনরায় আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পুনঃপরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। রিজিজু বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রশ্নফাঁসের

এরপর ছয়ের পাতায়

বিরোধীদের হট্টগোলে পণ্ড সংসদের কাজকর্ম

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : সংসদের বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনেও বিরোধীদের তুমুল হই-হট্টগোলে ব্যাহত হলো লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস এবং দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত যুবকদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ সহ একাধিক ইস্যুতে বিরোধীদের বিক্ষোভে সংসদের বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনও অচল হয়ে রইল। মঙ্গলবার একাধিকবার মুলতুবির পর দিনের মতো লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন বুধবার সকাল ১১টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।

সকাল ১১টায় অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিরোধী সাংসদদের হট্টগোলে লোকসভার কাজ ব্যাহত হয়। প্রথমে দুপুর ১২টা এবং পরে দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করা হয়। দুপুর ২টোয় অধিবেশন ফের শুরু হলে সভার কাজে সহযোগিতা এবং নিজেদের আসনে ফিরে যাওয়ার জন্য সদস্যদের আবেদন করেন সংসদ প্রিসাইডিং আধিকারিক দিলীপ শইকিয়া। জনস্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ম ৩৭৭-এর অধীনে উত্থাপনের জন্য প্রায় ২০ মিনিট সময় দেওয়ার কথাও জানান তিনি। কিন্তু বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে দিতে ওয়েলে চলে আসায় পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। একাধিকবার শান্ত থাকার আবেদন সত্ত্বেও হট্টগোল অব্যাহত থাকায় দিনের মতো লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

এনআরসি থেকে বাদ ১৯ লক্ষের আপিল নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম নোটিশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : প্রায় সাত বছর ধরে অনিশ্চয়তায় দিন কাটানো অসমের চূড়ান্ত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) থেকে বাদ পড়া ১৯ লক্ষেরও বেশি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়া ব্যক্তিদের জন্য আইনে নির্ধারিত আপিল প্রক্রিয়া অবিলম্বে চালু করার দাবিতে দায়ের হওয়া এক আবেদনের

এরপর ছয়ের পাতায়

সংসদ অভিযানে লাঠিচার্জ, দিল্লি হাইকোর্টে মামলা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : সোমবার দিল্লিতে সাংসদ ভবন অভিযানের সময় পুলিশি 'অত্যাচার'-এর অভিযোগ তুলে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাটি দ্রুত শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি ডি কে উপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে উত্থাপন করা হয়। তবে মঙ্গলবারই শুনানি করতে রাজি হয়নি আদালত। এদিন আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার মামলাটির শুনানির নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, প্রতিটি বিষয় নিয়ে এভাবে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ঠিক নয়।

উল্লেখ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতৃত্বে ২০ জুন থেকে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ চলছে। এর মধ্যে ২৮ জুন থেকে পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক আমরণ অনশন শুরু করেন। প্রায় ২০ দিন অনশনের পর তাঁকে যন্তর মন্তর থেকে সরিয়ে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০ জুলাই বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দেন। সেই কর্মসূচিকে ঘিরে রাজধানীর একাধিক জায়গায় বিক্ষোভকারী ও দিল্লি পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এরপর ছয়ের পাতায়

সিকিমে সুড়ঙ্গ ধসে অসমের এক শ্রমিক সহ নিহত ১১

গ্যাংটক, ২১ জুলাই : সিকিমের নামচি জেলার সামারডুং এলাকায় নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১-এ দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন অসমের এক শ্রমিকও। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ থেকে ১১টি দেহ উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছে নামচি পুলিশ। এখনও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নামচি পুলিশের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া ১১টি দেহের মধ্যে সাতজনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বাকি তিনটি অজ্ঞাতপরিচয় দেহ সিংতাম জেলা হাসপাতাল এবং এসটিএনএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শনাক্ত হওয়া সাতজনের মধ্যে একজন অসমের বাসিন্দা, চারজন পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার, একজন পঞ্জাবের এবং একজন উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের বাসিন্দা। এছাড়া আরও একজন নিহত নামচি জেলার স্থানীয় বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ

এরপর ছয়ের পাতায়

সংসদে মাইক বন্ধের অভিযোগ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে সোমবারের পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তুলেও কথা বলতে না দেওয়ার অভিযোগ করলেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর অভিযোগ, বিষয়টি উত্থাপনের সময় তিনি কথা বলা শুরু করতেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সাংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেন, সংসদে অন্যায়, নিপীড়ন এবং চাপ সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁরা সময়

এরপর ছয়ের পাতায়

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় পাস ইউসিসি বিল

ভোপাল, ২১ জুলাই : মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় পাস হয়ে গেল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) বিল। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিধানসভায় পাস হয়েছে ইউসিসি বিল। তাঁর কথায়, 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাস হওয়াটা মধ্যপ্রদেশের সাড়ে আট কোটি মানুষের জন্য সত্যিই এক স্মরণীয় ও গৌরবময় দিন। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় এই আইন প্রণয়ন 'এক দেশ, এক সংবিধান, এক পতাকা, এক নেতা'; ড. ভীমরাও আম্বেদকর, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দেখানো এই আদর্শের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। এই পদক্ষেপ নারীদের বহুবিবাহজনিত দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেবে এবং তাঁদের অধিকার রক্ষায় সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করবে। আমি সমগ্র রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানাই এবং কংগ্রেসের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, তারা কেন সর্বদা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করে? কংগ্রেসের এই ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতার কারণেই স্বাধীনতার সময় দেশভাগ হয়েছিল।'

বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাস হওয়ার বিষয়ে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বিশ্বাস সারং বলেন, 'মধ্যপ্রদেশে নারীরা আর কোনও ধরনের নির্যাতন অথবা হয়রানির শিকার হবেন না। কোনও পুরুষই আর চারবার বিয়ে করতে

এরপর ছয়ের পাতায়

বন্যা : সমন্বয়ের অভাবকে দায়ী করলেন গৌরব

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২১ জুলাই : উজান অসমে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির জন্য অসম ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির, বিশেষ করে নাগাল্যান্ডের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবকে দায়ী করলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা যোরহাটের

সাংসদ গৌরব গগৈ। মঙ্গলবার বন্যাকবলিত টিয়ক এবং যোরহাট শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের পর তিনি অভিযোগ করেন, উজানে মেঘভাঙা বৃষ্টির বিষয়ে সময়মতো তথ্য আদান-প্রদান না হওয়ায় নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

গৌরব বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ

এরপর ছয়ের পাতায়

মণিপুরে ৪৬ জঙ্গির আত্মসমর্পণ, জমা পড়ল বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার

সাময়িক প্রসঙ্গ, ইম্ফল, ২১ জুলাই : মণিপুরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ) বা কেসিপি (পিডব্লিউজি)-র ৪৬ জন সক্রিয় সদস্য মঙ্গলবার একযোগে আত্মসমর্পণ করেছেন। যার মধ্যে চারজন মহিলা রয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সংগঠনটির এত বড় সংখ্যায় আত্মসমর্পণের ঘটনা এই প্রথম বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী।

ইম্ফল পূর্ব জেলার মন্ত্রীপুখরি গ্যারিসনে আয়োজিত 'হোমকামিং' অনুষ্ঠানে জঙ্গিরা আনুষ্ঠানিকভাবে মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দেন। আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের কাছ থেকে মোট ২৮টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি একে সিরিজের রাইফেল, চারটি একে-৫৬ রাইফেল, একটি ইনসাস এক্স-ক্যালিবার রাইফেল, একটি সেলফ লোডিং রাইফেল (এসএলআর), একটি ৯ মিমি কারবাইন, তিনটি .৩০৩ রাইফেল, একটি রকেট প্রপেলড গ্রেনেড (আরপিজি) লঞ্চার, তিনটি পিস্তল এবং ১১টি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র।

এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে ১৬টি ম্যাগজিন, নয়টি আরপিজি শেল, ২৩টি হ্যান্ড গ্রেনেড, প্রায় ১৫ কেজি ওজনের সাতটি শক্তিশালী ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি), ডিটোনেটর, যোগাযোগের বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং ৩৪২ রাউন্ড গুলি। নিরাপত্তা বাহিনীর

এরপর ছয়ের পাতায়

দূর শহরে বসেই যন্তরমন্তরে ছাত্রদের জন্য সুইগি-জোম্যাটোয় অর্ডার !

পাশে গোটা দেশ, অনলাইনে খাবার পাঠিয়ে নজির সংহতির

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে এক বিরল সংহতির ছবি। প্রেরকের কেউ মুম্বইয়ে, কেউ পুণেতে, কেউ হায়দরাবাদে বা রাজস্থানে। অথচ তাঁদের পাঠানো খাবার পৌঁছে যাচ্ছে সরাসরি আন্দোলনস্থলে। সুইগি ও জোম্যাটোর মতো অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থার মাধ্যমে বার্গার, বিরিয়ানি, চা, জল ও অন্যান্য খাবার অর্ডার করে ডেলিভারি কর্মীদের বলা হচ্ছে, যন্তরমন্তরে উপস্থিত যে কোনও আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীর হাতে তা তুলে দিতে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত অঞ্জুমের একটি গ্রাউন্ড রিপোর্টে ধরা পড়েছে এই অভিনব সংহতির চিত্র। প্রবল গরম, বৃষ্টি ও পুলিশি কড়াকড়ির মধ্যেও আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের সেই লড়াইয়ে সামিল হতে না পারলেও দেশের নানা প্রান্তের সাধারণ মানুষ নিজেদের মতো করে পাশে দাঁড়ানোর পথ খুঁজে নিয়েছেন। প্রতিবাদস্থলের ব্যারিকেডের সামনে একের পর এক এসে থামছে খাবার সরবরাহকারী সংস্থার বাইক। ডেলিভারি কর্মীরা নাম না জানা আন্দোলনকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন অচেনা মানুষের পাঠানো খাবার।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এই সমর্থন শুধু খাবার নয়, মানসিক শক্তিও জোগাচ্ছে। যাঁরা খাবার পাঠাচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশের পক্ষে সরাসরি দিল্লিতে পৌঁছনো সম্ভব না হলেও তাঁদের এই পদক্ষেপ প্রমাণ করছে, ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আন্দোলনের গতি যাতে থেমে না যায় এবং কেউ যেন অনাহারে না থাকেন, সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ।

পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার পর এই সংহতির ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে প্রতিবাদ, অন্যদিকে দেশের নানা প্রান্ত থেকে অবিরাম পৌঁছতে থাকা খাবার যেন আন্দোলনকারীদের প্রতি নীরব সমর্থনের ভাষা হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যিনি খাবার পাঠাচ্ছেন তিনি জানেন না কার হাতে তা পৌঁছবে, আর যিনি গ্রহণ

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

Affidavit

I, **Sutrishna Namasudra**, W/o- Dilip Namasudra, resident of Vill.- Nutan Kanchanpur, P.O.- Kanchanpur, P.S.- Silchar, Dist.- Cachar, Assam, Pin- 788007, do hereby solemnly declare that my actual and correct name is Sutrishna Namasudra which has been recorded in my PAN Card vide No. BNEPN4977K,Voter I.D.vide No. LSY4239036 and other relevant documents but inadvertently in my Aadhaar Card vide No. 4726 3048 9225 my name has been recorded as "Sutrishan Namasudra" instead of my actual and correct name "Sutrishna Namasudra" and sworn for the purpose of declaring the above facts by the affidavit before the Judicial Magistrate 1st Class, Cachar, Assam, on this the 9th day of July, 2026 vide Certificate No.IN-AS48551132499158Ydeclare that "Sutrishna Namasudra" and "Sutrishan Namasudra" is the name of one and same person i.e. myself with legal identity and the same to be submitted to the concerned authority as and when required.

Sutrishna Namasudra, Deponent

LOST

I, **JEMINA LALRUOTKIM**, declare that on 10th July, 2026, I have lost my Original Mark Sheet of Class-X vide Sl. No.114057991 dated 28-05-2014, Original Mark Sheet of Class-XII, Science Stream vide Ms. No. 005782 Dated 02-06-2016 (Roll: 0260, No. 20048) and Original Final Mark Sheet of BA Examination, 2019 from G.C. College under Assam University vide Sl No. AU/MS-SS/SEM/18/33642 bearing Registration No. 01-160082442 of 2016-2017 and Roll 061916, No. 01016102 on the way of Lakhipur to Fulertal. If anybody found pls. inform me in the following.

Jemina Lalruotkim
Hmarkhawlien, Cachar
Mob. No. 6000545131

MISSING

The above is the photograph of Popita Nath, D/O Sanjoy Nath, a resident of Village Purba Baruala, P.S. RK Nagar, District Sribhumi, who has reportedly been missing from her residence since 01/02/2025. Since then, her whereabouts has not been traced. This refers to RK Nagar PS MMR No. 21/2025 dated 02.02.2025 and RK Nagar PS GDE No 14 Dated 02/02/2025. Efforts have been made to trace the victim and arrest of accused involved.

Hence, efforts may kindly be made to trace out the missing girl within your respective jurisdiction. If found or any information regarding her whereabouts is obtained, kindly inform the undersigned or E/O SI Priyabrat Sarmah, Officer-in-Charge, RK Nagar PS, at Mobile No. 6000958417 immediately.

The descriptive roll of the victim is as under:

a) Age - 19 years
b) Height - 4.7 Feet
c) Complexation - Swarthy

Senior Superintendent of Police,
Sribhumi, Assam

DIPR/D/SMK 51 22-Jul-2026

AFFIDAVIT

I, **Kakali Das**, D/o- Keshab Chandra Das, resident of Gobindapur Pt.-III, P.O.- Gobindapur West, Dist.- Cachar (Assam) that my actual and correct name is Kakali Das which is recorded in my all relevant documents. But in the Birth Certificate of my daughter Kasumita Deb vide Regn. No.B:2020:18-90246-000054 wherein my name has been recorded as Kakali Das (Deb) instead of Kakali Das whereas Kakali Das and Kakali Das (Deb) is one and the same person having single identity i.e. (myself). This affidavit is sworn before the Magistrate at Silchar, Cachar on this the 17th day of July 2026.

Kakali Das,
Deponent

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ — সাময়িক প্রসঙ্গ

সাংবাদিক বাবুল সূত্রধরের পিতৃ বিয়োগ

সাময়িক প্রসঙ্গ, কোকরাঝাড়, ২১ জুলাই: 'মৃত্যু এতিয়া সহজ'— জুবিন গর্গের গানের এই কলিটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার একটা অনুমান করা যায়। সবে মাত্র ১ মাস ১৮ দিন পার করছেন স্ত্রীকে হারিয়েছেন ৮৯ বছরের মতিলাল সূত্রধর। এর মধ্যেই না-ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন তিনি। কোকরাঝাড় টেঙ্গাপাড়া ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা সাংবাদিক বাবুল সূত্রধরের পিতা সোমবার দুপুর ১.৩০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণেই কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি হলে কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসা চলাকালীন হঠাৎই স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে। জানা গেছে, স্ত্রীকে হারিয়ে শেষ দেড় মাস তিনি প্রায় ৯০ শতাংশ কথা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, স্ত্রী শোকে বিহ্বল হয়েই চলে গেলেন তিনি। মৃত্যুকালে রেখে গেলেন দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ, তিন কন্যা ও নাতি-নাতনি ছাড়াও অসংখ্য গুণমুগ্ধকে। তিনি ছিলেন সৎ, সুন্দর, পরিশ্রমী, বিনয়ী ও কর্মঠ। কর্মকে তিনি ধর্ম বলে মানতেন। সবসময় সহাস্য বদনে তিনি কথা বলতেন এবং যথেষ্ট বাকপটু বলে পরিচিতি ছিল কোকরাঝাড় শহরে।

কোটি টাকার মাদক-সহ ধৃত ১

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ২১ জুলাই : কোটি টাকার ড্রাগস উদ্ধার জিরিঘাটে। সঙ্গে আটক এক পাচারকারী। ড্রাগসের বিরুদ্ধে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে বিরাট সফলতা জিরিঘাট পুলিশের। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কোটি টাকা মূল্যের ড্রাগস-সহ আটক পাচারকারী। আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী জিরিঘাট থানা এলাকায় মঙ্গলবার এই সাফল্য লাভ করেছে পুলিশ। পার্শ্ববর্তী রাজ্য মণিপুর থেকে জিরিঘাট হয়ে ড্রাগস পাচারের গোপন খবর পেয়ে ওত পেতে বসে ছিল জিরিঘাট পুলিশ। জিরিঘাট থানার ওসি রানা নাথের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর তল্লাশি অভিযানে ড্রাগস-সহ ধরা পড়ে হিফজুর রহমান (৩২) নামের এক যুবক। তার বাড়ি ধলাই থানার অন্তর্গত ভাগা জামালপুর গ্রামে। যুবকটি এএস ১১এস-০২০৫ নম্বরের একটি পালসার বাইকে ২০টি সাবান কেস ভর্তি ২৩৪ গ্রাম হেরোইন পাচার করে নিয়ে জিরিবাম থেকে জিরিঘাটে প্রবেশ করে। পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি চালিয়েও প্রথমে কিছুই পায়নি। কিন্তু পরে বাইকের পেট্রোল ট্যাঙ্ক কেটে তার মধ্যে থাকা এক লুকনো চেম্বার থেকে বেআইনি ড্রাগসগুলো বের করতে সক্ষম হয়। পরে ডিডি কিটে পরীক্ষা করলে রেজাল্ট পজিটিভ আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন লক্ষীপুরের সিডিএসপি পৃথ্বীরাজ রাজখোঁয়া। পুলিশ ধৃত পাচারকারী হিফজুর রহমানের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পাচারকার্যে ব্যবহৃত বাইকটিও। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বাজেয়াপ্ত করা ড্রাগসের বাজারমূল্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা হবে বলে।

২১ জুলাই স্মরণ অনুষ্ঠানে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষার আহ্বান ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই: ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই করিমগঞ্জে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্তের উপস্থিতিতে বিতর্কিত ভাষা সার্কুলারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে অংশ নিতে গিয়ে ভাষা আন্দোলনের দুই তরুণ কর্মী জগন ও যিশু শহিদ হন। তাঁদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে মঙ্গলবার ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষে নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি (সিআরপিসি) এবং হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন ড. তপোধীর ভট্টাচার্য।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী শিহাবুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ড. তপোধীর ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগ কেবল একটি ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামের প্রতীক। ড. ভট্টাচার্য বলেন, বাঙালি সংস্কৃতির মূল ভিত্তি মানবতা, উদারতা ও বহুত্ববাদ। প্রকৃত বাঙালি সংস্কৃতিতে ধর্মের কোনও বিভাজন নেই। এই সংস্কৃতি মানুষকে হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে দেখতে শেখায়। তিনি আরও বলেন, শুধু বাঙালি পরিবারে জন্ম নিলেই বাঙালি হওয়া যায় না। বাঙালি হতে হলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করতে হয়। সাংস্কৃতিক চেতনা ও মননই প্রকৃত বাঙালিত্বের পরিচয়।

বর্তমান সময়ের নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গ তুলে তিনি আরও বলেন, আমাদের সবসময় জেগে থাকার চেষ্টা করতে হবে। অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে আত্মতুষ্টির কোনও সুযোগ নেই। সচেতন সমাজই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে পারে।'

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে তিনি বলেন, 'যারা সমাজে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের রাজনীতি করে, তারা বাঙালি জাতিসত্তার চিরশত্রু। কারণ, বাঙালির ঐতিহ্য মিলনের, সম্প্রীতির ও সহাবস্থানের। বিভেদের রাজনীতি বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিপন্থী।'

তিনি ভাষা শহিদ জগন ও যিশুর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, তাঁদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভাষাগত অধিকার ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আজকের প্রজন্মের ওপর বর্তেছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে ভাষা, সংস্কৃতি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকার বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআরপিসি নেতা সাধন পুরকায়স্থ জগন-যিশুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে ২০১০ সালে ২১ জুলাই বরপেটায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর আমলে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন উদ্যোগের বিরোধিতা করতে গিয়ে জগন-যিশুর ভাষায় কথা বলা সাজাম আলি, সিরাজ আলি, মতলেব আলি ও মইদুল মোল্লার শহিদ হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, এঁদের আত্মত্যাগের ফলে নাগরিকপঞ্জি নবায়নে ভোটার তালিকার বাইরে বাড়তি ১৪টি নথি সংযোজিত হয়েছিল। কারণ, এনআরসি-তে ১৯ লক্ষ নয়, এর দুই-তিনগুণ বেশি বাঙালির নাম বাদ পড়তে পারত। তাই তিনি যথাযোগ্য মর্যাদায় ২১ জুলাই বরপেটার চার শহিদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার আহ্বান জানান।

কাছাড় কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, ৮৬-র দুই শহিদের সঙ্গে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১-র ১৯ মে ও ১৯৭২ সালে যারা ভাষার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁদেরও জানাতে হবে। তিনি বলেন, আদমসুমারিতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালিদের মাতৃভাষা অসমিয়া লেখাতে নানা ছলচাতুরি শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান অজয় রায়।

আলোচনাসভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন আলিম উদ্দিন মজুমদার, মিলন উদ্দিন লস্কর, মিনারা বেগম মজুমদার প্রমুখ। সভা শেষে হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন সচিব আইনজীবী আলি রেজা ওসমানি শিলচর বার সংস্থার সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের আত্মত্যাগের আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান। সভার শুরুতে শহিদদের স্মরণে নীরবতা পালন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নাগরিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ বিজেপি কর্মী গুণেন্দ্র চক্রবর্তী প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, সোনাই, ২১ জুলাই: সোনাইর কচুদরম প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা তথা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ কর্মকর্তা গুণেন্দ্র চক্রবর্তী সোমবার রাত পৌনে একটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। স্ত্রী অপর্ণা চক্রবর্তী- সহ দুই পুত্র, দুই কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন।

প্রয়াত গুণেন্দ্র চক্রবর্তী জন্মলগ্ন থেকে বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন। সোনাই এলাকায় সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করার পেছনে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০২ পর্যন্ত তিনি কচুদরম জিপির সাংগঠনিক সভাপতির পাশাপাশি বিজেপি সোনাই মণ্ডলের সহ-সভাপতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আজীবন দলের সৈনিক হিসেবে কাজ করেছেন। মঙ্গলবার তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিচিতিমহল ও দলীয় কর্মী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিজেপি সোনাই মণ্ডল ও রামনগর মণ্ডলের কর্মকর্তারা বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান।

এদিকে, তাঁর প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করে সোনাই মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তথা বিশিষ্ট বিজেপি নেতা ভজন সেন শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে বলেন, 'দল একজন মহান সৈনিককে হারাল। এই শূন্যস্থান কোনও দিন পূরণ হবে না।' এছাড়া সোনাই মণ্ডল সভাপতি অশোক গোয়ালা, সম্পাদক দীপুকুমার দাস, রামনগর মণ্ডল সভাপতি লায়েম্বা সিংহ, দক্ষিণ মোহনপুর জিপির সহ-সভানেত্রীর প্রতিনিধি সুরজিৎ দাস, কচুদরম জিপির সভাপতি আপুকুমার দাস, এপি সদস্য কাদির আহমদ ও জেলা পরিষদ সদস্য সাহিন আহমদ লস্কর তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

জগন-যিশুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনেই শ্রীভূমি (করিমগঞ্জ) জেলায় মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হন জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু (যিশু) দাস। তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাষা শহিদ দিবস পালিত হয়। বিভাগীয় ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের পরিবেশিত উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

ভাষা শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক অনুপকুমার দে। মঙ্গলবার আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রধান বক্তা অধ্যাপক ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক অনুপকুমার দে অত্যন্ত প্রাঞ্জল, মননশীল ও গবেষণাসমৃদ্ধ বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, মাতৃভাষার অপরিহার্যতা, বিশ্বজুড়ে ভাষাগত আগ্রাসন, ভাষা ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক, ভাষার মানবিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশদভাবে তুলে ধরেন। তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণ, গভীর পাণ্ডিত্য এবং হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করে। সভাপতির বক্তব্যে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুমন গুণ ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের তাৎপর্য স্মরণ করে মাতৃভাষার সংরক্ষণ, চর্চা ও প্রসারে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শান্তনু সরকার সুমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানে এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেন। শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অর্জুনদেব সেনশর্মা।

এই অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও গবেষক-গবেষিকাদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা, গবেষক-গবেষিকা এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক বরুণজ্যোতি চৌধুরী।

প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ সিং ছেত্রি প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ২১ জুলাই: বর্তমান লক্ষীপুর বিধানসভা এলাকার জয়পুরের ব্যবসায়ী তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ সিং ছেত্রি আর নেই। মঙ্গলবার ভোরে শিলচরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। গত ১৩ জুলাই সোমবার সকালে হঠাৎ করে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শিলচরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে প্রয়াত হয়েছেন। বিশ্বজিৎ সিং ছেত্রি তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের আমলে পূর্ব উধারবন্দ জেলা পরিষদ আসন থেকে পরপর দু'বার কংগ্রেস দলের মনোনয়নে জেলা পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজ ভোরে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই জয়পুর এলাকায় শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শত শত লোকজন ছুটে যান তাঁর জয়পুরের বাড়িতে। অজস্র মানুষ বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সুসজ্জিত গাড়িতে মৃতদেহ নিয়ে জয়পুর বাজার এলাকায় শোক মিছিল করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। পরে জয়পুর বাজারের শ্মশানঘাটে নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। শেষকৃত্যে কয়েকশো লোক সমবেত হয়েছিলেন। প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য, ব্যবসায়ী তথা সমাজসেবক সুপরিচিত বিশ্বজিৎ সিং ছেত্রির মৃত্যুতে জয়পুর বাজারের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ রেখে শোক প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, তিন ভাই, দুই বোন ও অগণিত গুণমুগ্ধ। রাজনীতি ছাড়াও তিনি সামাজিকভাবে এক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মর্মাহত পরিচিত মহল। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন লক্ষীপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী কৌশিক রায়, প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী অজিত সিং, জেলা পরিষদ সদস্যা বিজয়েতা মহাতো, জয়পুর বাজার উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ ব্যানার্জি-সহ দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

জগন-যিশুর আত্মবলিদানকে স্মরণ বরাকবঙ্গের

অনুষ্ঠানে বরাকবঙ্গের বদরপুর শাখার কর্মকর্তারা।

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

বদরপুর, ২১ জুলাই: যেভাবেই হোক বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার বীজ বোনার কাজ জারি রাখার অঙ্গীকারের মাধ্যমে ২১ জুলাই জগন-যিশুর আত্মবলিদানকে স্মরণ করল বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের বদরপুর আঞ্চলিক সমিতি। ১৯৮৬ সালের আজকের দিনে অসমিয়া ভাষা বরাকের জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা বরাক। করিমগঞ্জে (বর্তমান শ্রীভূমি) তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্তর সফরকালে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলাকালীন বিনা প্ররোচনায় পুলিশের গুলি চালানোয় শহিদ হন জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস। মঙ্গলবার বদরপুর এসটি রোডে শহিদবেদিতে শহিদ তর্পণ করেন সমিতির সদস্যরা। বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাই আক্রান্ত। ক্রমাগত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে অনেক ভাষাই লুপ্ত হয়ে গেছে। আর বাংলা গোটা বিশ্বে একমাত্র ভাষা, যা রক্ষা করতে গিয়ে রক্ত ঝরাতে হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ভবিষ্যতে ভাষার ওপর আরও আঘাত আসবে আর সেজন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বীজ বোনার যে প্রচেষ্টা চলছে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এদিন সমিতির সহসভাপতি গুরুনন্দন ঘোষ, সম্পাদক পঙ্কজ দেবরায়, সুবিমল বর্ধন, পরিমল কর্মকার, অজানা দত্ত, মসরুল ইসলাম, আব্দুল কাদির, হারাণ মজুমদার, মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য, অঞ্জনা পোদ্দার, মহাদেব রায়কর্মকার, সুমন আয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন।

বড়খলার রানিঘাটে অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ২১ জুলাই: ফের বড়খলার রানিঘাট আলতাফ সেতুর নীচে বরাক নদীতে অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার। কিছুদিন আগে এভাবে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল।

মঙ্গলবার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ রানিঘাটে আলতাফ সেতুর নীচে বরাক নদীতে ভাসমান মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে খবরটি চাউর হয়ে যায়। মৃতদেহ দেখতে উৎসুক মানুষের ভিড় জমে। খবর দেওয়া হয় ভাঙ্গারপার পুলিশকে খবর দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ভাঙ্গারপার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ডিমু চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তবে মরদেহের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এটা আত্মহত্যা, না হত্যা, না অন্য কিছু তা স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত চলছে। মরদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিশেষ লোক আদালতে ৩১টি মামলার মীমাংসা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই: বিচারাধীন মামলার দ্রুত ও সৌহার্দপূর্ণ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট-এর অধীন মামলাগুলির জন্য গত ১৮ জুলাই কাছাড় জেলায় জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, কাছাড়ের উদ্যোগে একটি বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট-এর অধীন বিচারাধীন মামলাগুলির নিষ্পত্তির জন্য মোট ৩টি লোক আদালত বেঞ্চ গঠন করা হয়। বিশেষ লোক আদালতে ওই দিন শুনানির জন্য গৃহীত বিচারাধীন মামলাগুলির মধ্যে মোট ৩১টি মামলার সফল নিষ্পত্তি করা হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতা নিরসনের পাশাপাশি দ্রুত ও কার্যকর বিচারপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়েছে। জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, আইন পরিষেবা ভবন, শিলচর, কাছাড়ের সচিবের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

জগন-যিশুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২১ জুলাই : ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত ভাষা শহিদ জগন-যিশুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস। মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কার্যালয় 'ইন্দিরা ভবন'-এর প্রাঙ্গণে জেলা কংগ্রেস ও বিভিন্ন ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনের শহিদ জগন-যিশুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি তাঁদের আত্মত্যাগ ও ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামের কথা স্মরণ করেন উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। ইন্দিরা ভবনের সম্মুখে অস্থায়ী শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শাহাদত আহমদ চৌধুরী, অনুরাগ দত্ত, দুলন পাল, শুভঙ্কর দাস, নিতাই রায়, ধ্রুবজ্যোতি দাস, রানা আচার্য, মনোজ দে, জয়ন্তিকা সেন (টিনা), ফটিক বণিক, গৌতম কর, জয়দীপ দাস, সোপন চৌধুরী, বিশ্বজিৎ দে (বিশু দে), শঙ্কর দাস, সুবোধ দে, স্বপন দেব, রনি দাস-সহ অন্যান্যরা। স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, মাতৃভাষার অধিকার ও গণতান্ত্রিক দাবির স্বীকৃতির জন্য যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনে জগন-যিশুর আত্মত্যাগ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভাষা ও মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তাঁদের আত্মবলিদান আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব-সহ বিভিন্ন ব্লক কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা ভাষা শহিদ জগন-যিশুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের আদর্শ ও আত্মত্যাগকে সামনে রেখে মানুষের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শম্ভুসাগর পার্কে অবস্থিত স্থায়ী শহিদ বেদিতে যান। সেখানে ভাষা শহিদ জগন-যিশুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন তাঁরা। এক মিনিট নীরবতা পালন করে শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদ জগন-যিশুর আত্মত্যাগকে স্মরণ করে তাঁদের দেখানো পথে ভাষা, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

দিনপঞ্জিকা

বুধবার, ৫ শ্রাবণ, ইং ২২ জুলাই, মুং ৭ সফর (ভাং তাং ৩১ আষাঢ়)। অ ৫ শাওন, ফসলী ২৩ আষাঢ়, সংবৎ ৮ আষাঢ় সুদি। ৫।৫।০ গতে সূর্যোদয়, ৬।২০।৪২ গতে সূর্যাস্ত। অষ্টমী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

কর্কট : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

বৃশ্চিক : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

ধনু : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

মকর : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

বরাকবঙ্গের উদ্যোগে ভাষা শহিদদের স্মরণ শ্রীভূমিতে

বাঙালি ঐক্যবদ্ধ না হলে ভাষা আন্দোলন বৃথা, বললেন সতু রায়

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

বক্তব্য রাখছেন সুখেন্দু বিকাশ পাল।

শ্রীভূমি, ২১ জুলাই : মাতৃভাষার মর্যাদা ও বাঙালির ভাষাগত অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে শ্রীভূমিতে পালিত হল ১৯৮৬ সালের ভাষা শহিদ দিবস। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন পৃথকভাবে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় শম্ভুসাগর উদ্যানের শহিদ বেদিমূলে। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের শ্রীভূমি শহর সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয় শহিদ স্মরণ, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও আলোচনাসভা।

শহর সমিতির সভাপতি সৌমিত্র পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সভায় বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি সতু রায় বলেন, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ভাষার পরিচয়ে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাঁর কথায়, 'ধর্মের প্রশ্নে বিভাজিত থাকলে আর চলবে না। মাতৃভাষাকে সামনে রেখে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাহলেই সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। অন্যথায় বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা চলছে, তা রুখে দাঁড়ানো কঠিন হবে।' তিনি বলেন, বিশ শতকে ভাষা আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছিল, ধর্মীয় বিভাজনের কারণে অসমের বাঙালিরা তার পূর্ণ সুফল নিতে পারেনি। একুশ শতকেও একই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, ভাষা আন্দোলনের উত্তরসূরি তৈরি না হলে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, 'আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হবে; আমরা ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত উত্তরসূরি তৈরি করতে পেরেছি কি না। যদি না পারি, তবে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ থমকে যাবে।'

সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সুবীর রায় চৌধুরী বলেন, ভাষা সার্কুলারের প্রশ্নের বাইরেও আজ অন্যভাবে বাঙালি সমাজকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন,

এরপর সাতের পাতায়

দোকানে ঢুকে পড়ল টিপার, হত খালাসি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলো টিপারের খালাসির। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ এই পথ দুর্ঘটনা ঘটে শিলচর থানা এলাকার ঝাঁপিরবন্দে। হত শিবা তন্তুবায় (২৯) ছিলেন হাতিছড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে টিপারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। এতে দোকানের চালের কাঠের টুকরো বিঁধে যায় শিবার বুকে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় রাইজর দলের নেতার ওপর হামলা

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ২১ জুলাই : অসমের হোজাই জেলার ডবকা থানার অন্তর্গত চিকিরআটি হাওগাঁও এলাকায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব ভূমিকা নেওয়া রাইজর দলের নেতা ও সচেতন যুবক মইনুল উদ্দিন (মুন্না)-র ওপর নৃশংস হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় হত্যার চেষ্টার অভিযোগ এনে ডবকা থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, সোমবার সকাল প্রায় ৯টার দিকে মইনুল উদ্দিন আগের দিন কেটে রাখা ঘাস আনতে মাঠে গেলে পূর্বপরিকল্পিতভাবে একদল দুষ্কৃতী তাঁর ওপর হামলা চালায়। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ছাইবুর রহমান নামে এক ব্যক্তির নির্দেশ ও প্ররোচনায় ফখর উদ্দিন, তাজ উদ্দিন ও জাকির বাঁশ, কাঁচি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে।

এরপর সাতের পাতায়

কৃতিত্ব হরণ করতে চাইছে ভুঁইফোঁড় সংগঠন, অভিযোগ কমিটির

'বরাকে বেঞ্চ, বিরোধিতায় হাইকোর্টের একাংশ আইনজীবী ও উপত্যকার দালালদের সিন্ডিকেট'

সাংবাদিক সম্মেলনে হাইকোর্ট বেঞ্চ বাস্তবায়ন কমিটির কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের বিরোধিতা করছে এক সিন্ডিকেট। যে সিন্ডিকেটে রয়েছেন হাইকোর্টের একাংশ আইনজীবী সহ এই উপত্যকার দালাল প্রকৃতির কিছু লোক। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িতরা করছেন এমনটা। এই অভিযোগ করা হয়েছে হাইকোর্ট বেঞ্চ বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে। কমিটির পক্ষ থেকে বরাক উপত্যকার তিন জেলা ও ডিমাহাসাও-এর ১৮ জনের এক প্রতিনিধিদল গত ১৬ জুলাই তাদের দাবি নিয়ে গুয়াহাটিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎপর্বের বিবরণ তুলে ধরতে কমিটির কাছাড় জেলা শাখার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার শিলচরে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে

এরপর সাতের পাতায়

ইনজেকশন-এর ডবল ডোজে সঙ্গিন শিশু !

ভাগায় মুন্নাভাই-র চিকিৎসা কেন্দ্রে অভিযান স্বাস্থ্য বিভাগের

সাময়িক প্রসঙ্গ, ভাগা, ২১ জুলাই : শিশুকে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন-এর ডাবল ডোজ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে এক 'মুন্নাভাই'-য়ের। ধলাই থানা এলাকার ভাগা বাজার মণিপুরি মার্কেটের এই 'মুন্নাভাই' এল প্রতাপ সিনহা ওরফে দরেন সিনহার প্রতিষ্ঠানে মঙ্গলবার অভিযান চালানো হলো স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে। ঘটনার সূত্রপাত দিন চারেক আগে। ভাগা বাজারের মণিপুরি মার্কেটে প্রতাপ সিনহা ওরফে দরেন সিনহার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ডাঃ সুরজিৎ সিনহা মেমোরিয়াল হেল্থ কেয়ার মেডিকোস-এ চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দুই বছরের এক শিশুকে। অভিযোগ তখন চিকিৎসার নামে এল প্রতাপ সিনহা শিশুটিকে 'এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন'-এর ডবল ডোজ দিয়ে দেন। এতে শিশুটির অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় ভাগা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় ধলাই হাসপাতালে। ধলাই হাসপাতালে চিকিৎসার পর শিশুটির অবস্থা

এরপর সাতের পাতায়

বিপদ সীমা ছাড়ালো সোনাই নদী

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : কাছাড়ে বরাক সহ সবক'টি নদীতেই ধীরে ধীরে জল বাড়ছে। তবে বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে সোনাই নদী। বাকি নদীগুলোর জল বইছে বিপদ সীমার অনেকটা নিচে দিয়ে। জল সম্পদ বিভাগের রেকর্ড অনুযায়ী এস এম রোড সেতুর কাছে মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় সোনাই নদীর জল বইছিল ২১.৩৮ মিটার উচ্চতায়। সেখানে বিপদসীমা হল ২১.৩৫ মিটার। সোনাই নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইলেও এতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু দেখছে না জল সম্পদ বিভাগ।

বিভাগীয় কার্যবাহী বাস্তুকার কে জামান জানিয়েছেন, সোনাই নদীর জল বাড়া নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নেই। জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অন্যান্য নদী এখনও রয়েছে বিপদ সীমার অনেকটা নিচে।

জনকল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন রাজ্য সরকারের : মিলন

রাহুল চক্রবর্তী

সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক ড. মিলন দাস সহ অন্যান্যরা। মঙ্গলবার।

হাইলাকান্দি, ২১ জুলাই : 'এইবারের বাজেট খুব বেশি আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু কৃষক থেকে যুবক, মধ্যবিত্ত থেকে চাকরিজীবী, স্বাস্থ্য থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।' মঙ্গলবার হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে অসম সরকারের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট নিয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করেন হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস।

চলতি বছরের বাজেটকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে মঙ্গলবার হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ড. মিলন দাস। এদিন নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন, এবারের বাজেট জনকল্যাণমুখী এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তার পরিবর্তে কৃষক, যুবসমাজ, মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী থেকে শুরু করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত সব ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ক্যান্সার চিকিৎসায় প্রথমবারের মতো প্রোটন থেরাপি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ

এরপর সাতের পাতায়

এলআইসির আর্থিক সহায়তায় পরমানন্দ মিশনে অনাথ ছাত্রাবাসের উদ্বোধন

ফিতা কেটে ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করছেন আশুতোষ কুমার।

বর্ধমান, ১৮ জুলাই : ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (এলআইসি)-এর পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার পরমানন্দ মিশনে নির্মিত অনাথ ছাত্রদের নতুন হোস্টেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হোস্টেলটির উদ্বোধন করেন এলআইসি অফ ইন্ডিয়ার ইস্টার্ন জোনের জোনাল ম্যানেজার আশুতোষ কুমার।

সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের জন্য এলআইসি মোট ৫১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এই অর্থে নির্মিত ছাত্রাবাসটি অনাথ ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের আবাসন ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে অনুষ্ঠানে আশা প্রকাশ করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষা ও মানবিক উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অনুষ্ঠানে এলআইসি ইস্টার্ন

এরপর সাতের পাতায়

শিলচরে উন্মোচিত প্রদীপ দত্তরায়ের 'তিন ভুবনের বাঙালি'

বই উন্মোচনে লেখক সহ বিশিষ্টজনেরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : দ্বিতীয় বরাক ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষে শিলচর শহরের একটি হোটেলে বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপ দত্তরায়ের তৃতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ 'তিন ভুবনের বাঙালি'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। রূপম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংস্থার সদস্যদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মনোজ দেব। গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কবি-সাংবাদিক অতীন দাশ, বিশিষ্ট সাংবাদিক হারাণ দে, শিক্ষাবিদ হিলাল উদ্দিন লস্কর, সাংবাদিক বিকাশ চক্রবর্তী, সমাজকর্মী শান্তনু দাস, সাংস্কৃতিক সংগঠক নিখিল পাল, শিল্পপতি মহাবীরপ্রসাদ জৈনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বক্তারা গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, বাঙালির ইতিহাস, ভাষা-পরিচয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রবীণ সাংবাদিক অতীন দাশ বলেন, দ্বিতীয় বরাক ভাষা শহিদ দিবস বাঙালি সমাজের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ যথাযথভাবে স্মরণ এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সমাজ কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে,

এরপর সাতের পাতায়

চরাইদেউয়ে বন্যার বিভীষিকা একই পরিবারের চার সদস্য নিখোঁজ

বন্যার জলে তলিয়ে যাওয়া মা সহ দুই পুত্র ও এক কন্যার ফাইল ছবি।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২১ জুলাই: চরাইদেউ জেলার অভয়পুরিয়া গ্রামে ভয়াবহ বন্যার জেরে একই পরিবারের চার সদস্য নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে, বন্যার জল বাড়তে থাকায় নিরাপদ উঁচু স্থানে আশ্রয় নিতে যাওয়ার সময় প্রবল স্রোতে ভেসে যান মা টুটুমণি দুওরা এবং তাঁর কন্যা বিদিশা দুওরা।

মা ও বোনকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান পরিবারের আরও দুই সদস্য বিদ্যুৎ দুওয়া ও বিপ্লন দুওয়া। স্থানীয়দের আশঙ্কা, প্রবল বন্যার স্রোতে চারজনই ভেসে গিয়েছেন।

অভিযোগ উঠেছে, বিপদের সময় সাহায্যের জন্য হেল্পলাইন নম্বরে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি।

ঘটনার পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা নিখোঁজ চারজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁদের কারও সন্ধান মেলেনি। চরাইদেউ জেলায় চলমান বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

দামছড়া-চন্দ্রনাথপুর সেকশনে চালবোঝাই মালগাড়ি লাইনচ্যুত, প্রায় ৯ ঘণ্টা ব্যাহত ট্রেন চলাচল

বিপ্লব দেব

হাফলং, ২১ জুলাই : লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি রেলপথের দামছড়া ও চন্দ্রনাথপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী সেকশনে মঙ্গলবার ভোরে চালবোঝাই একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ায় প্রায় নয় ঘণ্টা ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। ঘটনায় রেললাইন ও একাধিক কংক্রিট স্লিপারের ক্ষতি হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ এই রেলপথে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফ রেল)।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, মঙ্গলবার ভোর প্রায় ৫টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে পাহাড়ে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায়। আতঙ্কিত হয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে তারা কয়েকশো মিটার দূরে একটি মালগাড়িকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে অনেকেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান। রেল সূত্রে জানা গেছে, ১৪২/১২ কিলোমিটার পয়েন্টে মালগাড়িটির একটি চালবোঝাই ওয়াগনের পিছনের দু'টি চাকা লাইনচ্যুত হয়। সে সময় ট্রেনটি তুলনামূলক দ্রুতগতিতে চলছিল বলে

এরপর সাতের পাতায়

ফ্রি অ্যাডমিশনের দাবিতে পাথারকান্দি কলেজে ছাত্র বিক্ষোভ

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ প্রদর্শন।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ২১ জুলাই : সরকারি কলেজে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভর্তি বা ফ্রি অ্যাডমিশন চালুর দাবিতে মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে উঠল শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি কলেজ। শতাধিক ছাত্রছাত্রী কলেজ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সরকারের কাছে অবিলম্বে দাবি পূরণের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ না হলে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন আন্দোলনকারীরা।

হাতে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও বিভিন্ন দাবিসংবলিত ফেস্টুন নিয়ে শিক্ষার্থীরা কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। 'শিক্ষা অধিকার, বাণিজ্য নয়', 'সবার জন্য ফ্রি অ্যাডমিশন চাই' সহ বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভর্তি ফি, উন্নয়ন ফি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ অনেক পরিবারের পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিবছর অসংখ্য শিক্ষার্থী অর্থাভাবে কলেজে ভর্তি হতে না পেরে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, শিক্ষা কোনও পণ্য নয়, এটি প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তাই আর্থিক অবস্থার কারণে যাতে কোনও শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা ব্যাহত না হয়, সেজন্য সরকারি কলেজে সকলের জন্য ফ্রি অ্যাডমিশন চালুর পাশাপাশি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

এরপর সাতের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র মঞ্চের

১১ ভাষা শহিদকে 'রাজ্য শহিদ' ঘোষণার দাবি

ডিডিসি রাজীব রায়ের হাতে স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন মঞ্চের কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : ১৯৬১ সালের ঐতিহাসিক ১৯ মে ভাষা আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী একাদশ ভাষা শহিদকে অসম সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'রাজ্য শহিদ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশে একটি বিস্তারিত স্মারকপত্র পেশ করল 'একাদশ বাংলা ভাষা শহিদ স্বীকৃতি দাবি মঞ্চ'। অতিরিক্ত জেলা কমিশনার তথা জেলা উন্নয়ন কমিশনার (ডিডিসি) রাজীব রায়ের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্রটি পাঠানো হয়। একই সঙ্গে এর প্রতিলিপি সংস্কৃতি, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দফতরের মন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

স্মারকপত্রে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলস্টেশনে বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে চলা শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের ওপর পুলিশের গুলিচালনায় ১১ জন ভাষাসংগ্রামী শহিদ হন। তাঁদের আত্মত্যাগ শুধু বরাক উপত্যকার ইতিহাসেই নয়, সমগ্র অসমের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। আন্দোলনটি কোনও ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিল না; বরং ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত ভাষাগত অধিকার রক্ষার দাবিতে পরিচালিত একটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল।

স্মারকপত্রে ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৫ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং অসম সরকারি ভাষা আইন, ১৯৬০-এর সংশোধিত ৫ নম্বর ধারার উল্লেখ করে দাবি করা হয়েছে, ১৯ মে-র আত্মত্যাগের পরই বরাক উপত্যকায় প্রশাসনিক ও সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে ভাষা শহিদদের অবদান রাজ্যের আইন প্রণয়ন ও সাংবিধানিক বিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা সময়ের দাবি।

সংগঠনটি তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫-এর আওতায় প্রাপ্ত সরকারি তথ্যও স্মারকপত্রে সংযুক্ত করেছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ হওয়া ১১ জনের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের ফৌজদারি মামলা, জি আর মামলা বা বিচারাধীন কিংবা নিষ্পত্তিকৃত অপরাধমূলক মামলার নথি আদালতে পাওয়া যায়নি। সংগঠনের মতে, এই তথ্য প্রমাণ করে যে ভাষা শহিদরা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী। ফলে তাঁদের 'রাজ্য শহিদ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবির পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভিত্তি।

স্মারকপত্রে ভাষা শহিদদের নামও

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৯৬, বুধবার, ২২ জুলাই, শ্রাবণ ৫, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

আলোচনার টেবিলে হোক এই গণ-বিক্ষোভ নিরসন

জেন-জি এবং শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) বা জেন-জেড গোষ্ঠীর উত্থান প্রমাণ করে যে, দেশের তরুণদের বেকারত্ব, পরীক্ষা কেলেঙ্কারি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ আর অবহেলা করার মতো নয়। তাই তাদের দাবিগুলোকে দমিয়ে না রেখে বরং আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান খোঁজা বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র যৌক্তিক পথ। অথচ, সরকার কেন যেন সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতির বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে এই আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমে সবার মনে ধারণা ছিল, এসব নিছক রসিকতা বা স্যাটায়ার। কিন্তু বেকার ও হতাশ তরুণদের 'তেলাপোকা' বলে কটাক্ষ করা হলে, তরুণেরা আত্মমর্যাদার সঙ্গে এই শব্দটিকেই নিজেদের প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে বেছে নেন। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ও শিক্ষাব্যবস্থার দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে তারা আন্দোলন করছেন। দিল্লির যন্তরমন্তরে তাদের বিশাল বিক্ষোভ ও সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা মোদি সরকারকে গভীর চাপে ফেলে দেয়।

তরুণদের এই ক্ষোভ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিম বা হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও, এটি মূলত গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ। দিল্লির যন্তরমন্তরে অনশন এবং সংসদ অভিযানের জেরে ধরপাকড়, পুলিশের একচ্ছত্র বেপরোয়া মারপিট ও সংঘর্ষের ঘটনাগুলো সবাই দেখছেন। তবুও সরকারের তরফ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে সিজেপি প্রতিনিধিদের বৈঠক করার ঘটনা প্রমাণ করে যে, আলোচনার টেবিলেই সংকটের সমাধান সম্ভব। কেবল পুলিশি শক্তি প্রয়োগ করে এই বিশাল তরুণ প্রজন্মকে থামানো যাবে না। স্থায়ী সমাধানের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে সরাসরি আলোচনার প্রয়োজন। ককরোচ জনতা পার্টি বা জেন-জি আন্দোলনের দাবিগুলো যে মোটেই ভিত্তিহীন নয়, বরং অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং গভীর সংকটের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা আন্দোলনের মূল দাবিগুলোর দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সরকার এর পরোক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছে বলেই তাদের প্রতিনিধিদের আলোচনার আহ্বান করে। কিন্তু জেপি নাড্ডার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি।

প্রশ্ন উঠছে, যে শিক্ষা বিষয়ে এই আন্দোলন, তাতে আলোচনার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেন মধ্যস্থতা করবেন? ২০২৩ ও ২০২৪ সালের পর ২০২৬ সালের নিট প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছে। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের পর পরীক্ষা বাতিল এবং আবার পরীক্ষা দেওয়ার মানসিক যন্ত্রণা তরুণদের ক্ষোভকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের জেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। সিজেপি-র অন্যতম প্রধান দাবি হলো, মৃত শিক্ষার্থীদের পরিবারকে ১ কোটি ক্ষতিপূরণ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। এই মর্মান্তিক বাস্তবতাই প্রমাণ করে যে, তাদের এই দাবি কতটা ন্যায়সঙ্গত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ভারতে ২৫ বছরের কমবয়সি স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ বেকার। সিজেপি-র 'মেনিফেস্টো ফর দ্য আনএমপ্লয়েড' মূলত এই কাঠামোগত ব্যর্থতার বিরুদ্ধেই একটি সোচ্চার প্রতিবাদ। তরুণদের এই ক্ষোভ কোনও বিলাসিতা নয়, এটি টিকে থাকার লড়াই, এমনই মনে করছেন বিশ্লেষক ও সমাজবিজ্ঞানীরা।

লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক যখন যন্তরমন্তরে এই আন্দোলনের সমর্থনে ২০ দিন যাবৎ অনশন করছিলেন, তখন তাঁকে হাসপাতাল স্থানান্তরের নামে জোরপূর্বক আটক করা হয়। চিকিৎসার নামে তাঁকে যেভাবে সাদা কাপড়ে ঢেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, সেই পদ্ধতি আদৌ সভ্য গণতান্ত্রিক কিনা, প্রশ্ন উঠছে এবং এ নিয়েও ক্ষোভের পারদ চড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া সিজেপি-র ৫ দফা ইস্তাহারে এমন কিছু দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, যা দেশের শাসনব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত জরুরি। সরকারের উচিত অবিলম্বে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটি স্থায়ী ও স্বচ্ছ সমাধানসূত্র বের করা। ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট সাক্ষ্য দেয় যে, আদর্শ এবং অধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা কোনও গণআন্দোলনকে কেবল পুলিশ প্রশাসন বা বল প্রয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদে দমনে রাখা অসম্ভব। জেন-জি এবং শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। গণতন্ত্রে জনগণের ক্ষোভ প্রশমিত করার একমাত্র হাতিয়ার হলো আলোচনা এবং জবাবদিহিতা, পুলিশি লাঠি বা জলকামান নয়।

এবার 'ককরোচ'দের সমর্থনে সুর চড়ালেন অরিজিৎ সিং!

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : রাজনীতির সাতে-পাঁচে তিনি থাকেন না, কিন্তু বরাবর বলিষ্ঠ কণ্ঠে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। এবার দিল্লিতে নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের হয়ে সুর চড়ালেন অরিজিৎ সিং। সোমবার 'ককরোচ জনতা পার্টি'র 'সংসদ অভিযান' ঘিরে কার্যত কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয় রাজধানী। আন্দোলকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুমুল বিরোধ বাঁধে পুলিশের। বিক্ষোভকারীদের রুখতে লাঠিচার্জের পাশাপাশি ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস, চালানো হয় জলকামানও। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে দিল্লিতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের এহেন 'রক্তাক্ত' পরিস্থিতি দেখেই এবার গর্জে উঠলেন অরিজিৎ সিং। রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিয়ে দিন কয়েক ধরেই সরব দেশের বিশিষ্টমহলের একাংশ। শাবানা আজমি, জিনাত আমান, অপর্ণা সেন, অনুরাগ কাশ্যপ থেকে বলিউডের বর্তমান প্রজন্মের একাংশও সুর চড়িয়েছেন বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের হয়ে। এবার 'ককরোচ জনতা পার্টি'র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হওয়া পুলিশি 'নৃশংসতার দলিল' দেখে প্রতিবাদে সরব অরিজিৎ। ব্যক্তিগত এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ প্রকাশ করে একাধিক পোস্ট করেছেন গায়ক। দিল্লি পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ অরিজিতের মন্তব্য, 'বাহ! উর্দির আড়ালে গুণ্ডার মতো আচরণ।' এখানেই অবশ্য থামেননি তিনি। অরিজিৎ প্রশ্ন তুলেছেন, 'এবার তো ছাত্রছাত্রীদের মারধরও করা হচ্ছে। দিল্লি পুলিশের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনাদের কি কোনও লজ্জা নেই? আর এই নেতা-মন্ত্রীরা কি নিজেরাই নিজেদের ঈশ্বর ভাবা শুরু করেছেন? কী চলছে এসব! সব মনে রাখা হবে কিন্তু।' এরপরই 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি তুলে অরিজিৎ সিংয়ের সতর্কবাণী, 'মনে রাখবেন, পরিবর্তনই কিন্তু একমাত্র ধ্রুবক।'

অরিজিৎ বরাবরই অনুরাগীদের জীবনদর্শনের পাঠ দিয়ে এসেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'ককরোচ'দের সমর্থনে গায়কের এহেন পোস্ট-বিস্ফোরণে সোশ্যাল মিডিয়াও সরগরম। কারণ, অরিজিৎ যে প্রতিবাদী, সে-কথা ঘনিষ্ঠ মহল থেকে অনুরাগীদের ভালই জানা। তাই এবার যখন সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে গায়ক প্রতিবাদী সুর চড়ালেন, তখন তাঁর এমন মন্তব্যকে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ বিশেষ ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছেন।

সন্ত্রাসবাদ, দায়বদ্ধতা এবং ভারতের সুরক্ষা

ড. খাজা ইফতিকার আহমেদ

আমাদের প্রিয় ভারত দীর্ঘকাল ধরেই সন্ত্রাসীদের দ্বারা জর্জরিত। তাদের ক্ষমার অযোগ্য সহিংস কর্মকাণ্ড আমাদের জাতীয় সমাজকে গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এই নেতিবাচক ও উদ্বেগজনক প্রভাবগুলো বারবার আমাদের জাতীয় ও সমষ্টিগত বিবেককে নাড়া দিয়েছে। বর্তমানে ইসলাম এবং মুসলমানরাও এই চাপের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। মর্মান্তিক সত্য হলো, এই মুহূর্তে উভয়ই— ইসলাম ও মুসলমান— এই পরিস্থিতির জালে পুরোপুরি আটকা পড়ে গেছেন।

ইসলাম হলো শান্তি, সম্প্রীতি, নিরাপত্তা এবং সৌহার্দ্যের ধর্ম। আমরা বারবার এই সত্যটি তুলে ধরেছি। আমরা অন্যদের বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। তবুও পরিস্থিতির মেঘ কাটেনি : পরিবেশ এখনও স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুসলিম বিশ্ব আজ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত।

মুসলিম দেশগুলো একে-অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের অবস্থা কেমন? সেখানে বাক্‌স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের অবস্থাই বা কী? মুসলিম দেশগুলো বিশ্ববাসীর সামনে শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আচরণের যে চিত্র তুলে ধরছে, তা ইসলাম এবং মুসলমান— উভয়েরই সুনামকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। আমাদের সব দাবি ও যুক্তি আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এ বিষয়টি একটি মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দেয় : শক্তিপ্রয়োগ ও নিপীড়নের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কোনও শাসনব্যবস্থা বা কাঠামো চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। আজ মুসলিম বিশ্ব নানামুখী অস্থিরতার মুখোমুখি। মানসিক চাপ ও উদ্বেগ এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নেতৃবৃন্দ— উভয়ের মাঝেই একধরনের অস্থিরতা ও অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রতিটি দেশ এবং প্রতিটি সরকারই কোনও এক আগ্নেয়গিরির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে আর কেউ জানে না, ঠিক কখন সেই আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হয়ে উঠবে।

ভারতীয় মুসলমানরা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী। কার্যত তারাই বৃহত্তম, এবং প্রযুক্তিগতভাবে দ্বিতীয় বৃহত্তম। আমাদের প্রিয় ভারতে তারা গণতন্ত্র, রাজনীতি, সামাজিক জীবন, নৈতিকতা এবং স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে।

আমাদের নিজেদের দেশেই একটা সময় ছিল যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানরা কোনও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। সেটাই ছিল আমাদের সুনাম। সেটাই ছিল আমাদের সম্মানের প্রতীক।

কিন্তু আজ? সম্প্রতি, এমবিবিএস এবং এমডি ডাক্তারদের পাশাপাশি ইন্টার্ন ও মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদেরও লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলায় জড়িত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি একটি গুরুতর প্রশ্ন তোলে। কী এমন হতে পারে, যা শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের এমন দিকে চালিত করবে? এই বিষয়টি গভীর চিন্তাভাবনা, মনন এবং সতর্ক তদন্তের দাবি রাখে।

ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও মুসলিমদের পক্ষে দাঁড়ায়। তারা তাদের পক্ষে লড়াই করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব দেয়। এমনকী শাসক দলও, যে দলকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য মুসলমানরা কঠোর পরিশ্রম করে, রাজ্যসভায় দু'জন মুসলমানকে মনোনীত করেছে। দলটিতে বেশ কয়েকজন মুসলিম জাতীয় মুখপাত্র রয়েছেন। দলটি কেরল ও বিহারের মতো বড় রাজ্যগুলোতে মুসলমানদের রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করে।

এটি সমস্ত সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখে। এর কার্যকালে, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার সংখ্যালঘু মর্যাদা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো তাদের পক্ষেই এসেছিল। অনেক সরকারি প্রকল্পে মুসলমানরা অতীতের যে কোনও সময়ের তুলনায় অধিকতর অংশীদারিত্ব লাভ করেছে। দেশের সুশীল সমাজও প্রায়শই মুসলমানদের পাশে দৃঢ়ভাবে এসে দাঁড়ায়।

এমতাবস্থায়, কেন কিছু পথভ্রষ্ট মুসলিম তরুণ-তরুণী এমন পদক্ষেপ নিতে চাইবে? বিশ্বের এমন কোনও মুসলিম দেশ বা নেতৃত্বকে তারা আদর্শ হিসেবে দেখে, যা তাদের এখানকার চেয়েও উন্নততর কোনও পরিবেশ বা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে পারে?

এসব কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মূলত এই কারণে যে, সম্প্রতি লালকেল্লার অদূরে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা এবং তাতে শিক্ষিত মুসলিম তরুণ-তরুণীদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি জাতি ও সম্প্রদায়— উভয়ের মনেই গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

আমি আমাদের সকল ইসলাম ধর্মীয় নেতা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং আলেম-উলামাদের প্রতি সশ্রদ্ধ আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের সন্তানদের বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদেরই তাদের সঠিক পথের দিশা দিতে হবে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এবং এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে হবে।

ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে বাহাত্তরটি ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের অনুসারীরা (ফিরকা) পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তির সঙ্গে সহাবস্থান করে। তবলিগ জামাতের বৈশ্বিক কেন্দ্রটি আজও এখানেই বিদ্যমান। জামাতে ইসলামি— যারা মূলত ঐশ্বরিক নির্দেশনা প্রতিষ্ঠার বার্তা ও আন্দোলন নিয়ে কাজ করে, তারাও এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

> **ইসলাম হলো শান্তি, সম্প্রীতি, নিরাপত্তা এবং সৌহার্দ্যের ধর্ম। আমরা বারবার এই সত্যটি তুলে ধরেছি। আমরা অন্যদের বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। তবুও পরিস্থিতির মেঘ কাটেনি : পরিবেশ এখনও স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুসলিম বিশ্ব আজ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত। মুসলিম দেশগুলো একে-অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের অবস্থা কেমন? সেখানে বাক্‌স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের অবস্থাই বা কী? মুসলিম দেশগুলো বিশ্ববাসীর সামনে শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আচরণের যে চিত্র তুলে ধরছে, তা ইসলাম এবং মুসলমান— উভয়েরই সুনামকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত দাবি ও যুক্তি আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।**

হ্যাঁ, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে, এ দেশে গণপিটুনি (lynching), ধর্মীয় উপাসনালয়ের অবমাননা, কিছু স্থাপনা ভেঙে ফেলার ঘটনা এবং সামগ্রিক পরিবেশে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হওয়ার মতো কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যে ঘটেনি, তা নয়। কিন্তু এসব বিষয় মেনে নেওয়ার পরেও, আমাদের এই দেশে মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজ করার যে বিপুল সুযোগ ও সম্ভাবনা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তার কোনও তুলনা হয় না।

তথাকথিত 'ইসলামি বিশ্ব'-এ এর নগণ্য ও বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যখন শাসকগোষ্ঠীর কোনও সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের প্রসঙ্গ আসে, তা লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি, প্রকাশনা কিংবা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করার মাধ্যমেই হোক না কেন, তখন সেখানে কী ঘটে? এর পরিণাম হিসেবে প্রায়শই নেমে আসে মৃত্যুদণ্ড, গ্রেফতার, কারাবরণ, অমানবিক নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর আচরণ। অথচ আমাদের এই দেশে এমন কোনও ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

প্রায় সকল অমুসলিম দেশেই মুসলমানরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং প্রগতির পথে এগিয়ে চলে। এমনটা কেন হয় যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মেধা ও প্রতিভা মূলত পশ্চিমি দেশগুলোতেই বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে? বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের যে-সব শীর্ষস্থানীয় নাম উঠে আসে, তাদের অধিকাংশই কেন সেই পশ্চিমি বিশ্ব থেকেই আসে?

হে তরুণ সমাজ। তোমাদের নিজেদের জন্যই তোমাদের একটি আদর্শ মানদণ্ড বা মাপকাঠি নির্ধারণ করে নিতে হবে। তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সেই মানদণ্ড স্থাপন করো। তোমাদের সামাজিক জীবনেও তা প্রতিষ্ঠিত করো। তোমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামষ্টিক জীবনেও সেই আদর্শের প্রতিফলন ঘটাও।

এবং জাতীয় জীবনে। যখন আপনি এমন একটি মানদণ্ড গড়ে তুলবেন, তখন আপনি আর কেবল একটি প্রশ্ন হয়ে থাকবেন না— বরং আপনি নিজেই হয়ে উঠবেন সেই প্রশ্নের উত্তর।

নবীর আদর্শ আমাদের শিক্ষা দেয়— দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, ধৈর্য, ভারসাম্য এবং ইমানের গভীরতম স্তরগুলো। আপনি যদি সত্যিই নবীকে ভালবাসেন এবং ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হন, তবে তা কেবল বক্তৃতা বা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ না করে বরং আপনার কর্ম ও চরিত্রের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তুলুন। একজন মুমিন বা বিশ্বাসী হলেন এমন এক সত্তা, যাকে পরাজিত করা অসম্ভব।

...প্রকাশভঙ্গি। এটি চায় যেন প্রতিটি অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিহার করা হয়। পরিশেষে আমি এটুকু বলতে চাই : মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার প্রকাশ এখন আর কেবল কথার কথা নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ— বিশেষ করে এমন সব কাজের বর্জন, যা আমাদের সহ-নাগরিকদের মনে দেশের প্রতি আমাদের আনুগত্য নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি, সন্দেহ বা সংশয়ের সৃষ্টি করে।

আপনারা হয়তো বলতে পারেন, এই সমস্ত প্রত্যাশা কেবল আমাদের ওপরই কেন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ— কারণ আমরাই সেই আদি ও মূল ঐতিহ্যের ধারক। আমরাই সেই মহান মূল্যবোধগুলোর রক্ষক। আমরাই এক মহৎ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করি। কিন্তু কালের ধুলো জমে সেই সংস্কৃতির ওপর এখন মলিনতার আস্তরণ পড়েছে। আমাদের কাজ কেবল সেই ধুলো ঝেড়ে তাকে আবার পরিচ্ছন্ন করে তোলা। এটুকুই।

আমাদের অবশ্যই এমনভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, যাতে আমাদের ইমান বা আমাদের চূড়ান্ত পরকালীন পরিণতির কোনও ক্ষতি না হয়। আমাদের অবশ্যই সাংবিধানিক সীমার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। আমাদের নিজ নিজ এলাকা বা মহল্লাগুলোকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন তা সবার বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হলো একটি উদ্যান— যার মাটি, যার গৃহকোণ, যার অন্ন এবং যার আঙিনা— সবকিছুতেই সবার সমান অধিকার ও অংশীদারিত্ব রয়েছে। আমাদের একমাত্র প্রকৃত শত্রু হলো আমাদের নিজেদের মধ্যেকার অনৈক্য। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, তবে কোনও বহিঃশক্তিই আমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।

সন্ত্রাসবাদ হলো জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি অপরাধমূলক কাজ। যে কেউই এতে জড়িত থাকুক না কেন, সে শাস্তির যোগ্য।

ডিম্বাস্ত্র! ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশের আঁশটে ভাষা, ক্ষণিকের উল্লাস

দিবাকর দাশ

বাংলায় পচা জিনিসের অভাব নেই। পাড়ায় পাড়ায় 'পচা' ডাকনামের মানুষ, তাও দু'-একজন মিলবে। এবং বাঙালির সমাজ-সংসারে আপদে-বিপদে এই পচাদাদের সাড়া ও কদর, তা-ও দেখেছি। বলতে গেলে পচা, দড়কচা, ভেজাল ও নকলের সঙ্গে আমরা নিত্য ঘর করছি। কিন্তু দোকানে দোকানে পচা ডিম ক্রেট-ক্রেট বিরাজমান, একথা বাংলা ও বাঙালির অতি বড় নিন্দুকও বলতে পারবে না।

'পেল্টিং রটেন এগ'। ঘেন্না করে কারও গায়ে পচা ডিম ছুড়ে অপমান করা, ব্রিটিশ ঘৃণা সংস্কৃতির অঙ্গ, শ'-পাঁচেক বছরের পুরনো। 'এগ' শব্দটাই তো এসেছে ইংরেজি ভাষায় ওল্ড নর্স ভাষার সৌজন্যে ৮০০ বছর আগে। তবে পচা ডিমের সযত্ন সংগ্রহ, অব্যর্থ নিক্ষেপ, দুঃসহ দুর্গন্ধের ব্যাপ্ত ব্যবহার শুরু হয় ইংল্যান্ডে, রানি প্রথম এলিজাবেথের শাসনকালে। ক্রমে লন্ডনের থিয়েটার পাড়া থেকে পচা ডিম ঢুকে পড়ে ব্রিটেনের রাজনীতিতে। হিংসা ও বিদ্বেষের ঘৃণা ও পচা ডিমের প্রসঙ্গ বারবার জড়িয়েছে শেক্সপিয়রের নাটকে। কিন্তু শেক্সপিয়রের প্রতিভা পচা ডিমকেও করে তুলেছে ভাষ্যিক প্রকাশে ভাস্বর। যেমন: 'Beaten as addle as an egg'. 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এ পাওয়া গেল বুদ্ধিহীন ঘেঁটে যাওয়া মস্তিষ্কের এই নিখুঁত রূপক : পচা ডিমের মতো ঘোলাটে মাথা।

এমনকী, সরাসরি হত্যার রাজনীতিতেও শেক্সপিয়র টেনে এনেছেন ডিমের নির্ভুল ইঙ্গিত 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে। সিজার যেভাবে ক্ষমতায় বিপজ্জনক ও দম্ভে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে, তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, এতটাই বোঝালেন ব্রুটাস তাঁর সঙ্গীদের, সিজারের নাম একবারও উচ্চারণ না করে : এখনও লোকটা সারপেন্ট 'স এগ, ভয়ঙ্কর সাপের ডিম, ডিম ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে দিও না।

বাঙালি হেঁশেলে হাঁসের ডিম আগে ঢুকেছে। মুরগির ডিম বাঙালির রান্নাঘরে এসেছে কুণ্ঠায়, অপরাধবোধ নিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বাঙালি গেরস্তের সংসারে ডিমভাত বাজিমাত করেছে। বাচ্চাদের স্কুলে ডিমভাত বিকল্পবিহীন। তবে বঙ্গের নতুন সরকার একই দামে স্কুলপড়ুয়াদের জন্য মাছভাতের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু 'ডিম্ভাত', এই বানানে, অনেক উর্ধ্বশ্বাস কেজো বাঙালি সংসারে এখনও নিত্যদিনের স্টেপল খানা। ডিমের প্রতি এত ভালবাসা ও নির্ভরতা সত্ত্বেও, ডিমকে বাঙালি তার ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশের ভাষা ও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

ইউরোপের অনুকরণে ভারত ডিম নিক্ষেপকে প্রথম ক্ষোভের ভাষা হিসেবে বেছে নেয় সম্ভবত ১৯৭৮ সালে। ডিমটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর দিকে, 'জরুরি অবস্থা'-র প্রতিবাদে। ডিম নিক্ষেপ সংস্কৃতির সেই সংক্রমণ এখন বঙ্গে এপিডেমিক আকার ধারণ করেছে। ডিম রক্তপাত ঘটায় না। বিপজ্জনক আঘাত হানে না। কিন্তু কাপড়চোপড় নোংরা করে অপমানের ভাষায় তরল ক্লেদ ও আঁশটে দুর্গন্ধের মাত্রা যুক্ত করে। তবে এ আসলে ক্ষণিক উল্লাস। ক্ষুদ্র মাপের সামাজিক তর্জন ও শাসন। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দাদাগিরি।

নেপালের টাকায় দৃশ্যমান মানচিত্রে ভারতের অংশ! বিতর্কের মুখে কাঠমান্ডু

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : নিজেদের মানচিত্রে ভারতের অংশ জুড়ে এবার বিতর্ক তৈরি করেছিল নেপাল। কিন্তু অবশেষে চাপে পড়ে পিছু হটল কাঠমান্ডু। নতুন যে এক টাকার মুদ্রায় সেই মানচিত্রকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ এবং কালাপানির পরিবর্তে সেখানে একটি বৌদ্ধমঠকে দেখানো হয়েছে। তবে বাজারে এখনও রয়ে গিয়েছে পুরনো ২ টাকার মুদ্রা, সেখানে অবশ্য বিভ্রান্তিকর মানচিত্রটি দৃশ্যমান।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের মে মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের মানচিত্র আপডেট করে। সংসদে অনুমোদনের মাধ্যমে কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরা অঞ্চল নেপালের মানচিত্রে যুক্ত করা হয়। নেপালের এই মানচিত্র বদলের প্রসঙ্গে প্রতিবাদ জানায় ভারত। লিপুলেখ, কালাপানি এবং লিম্পিয়াধুরা অঞ্চল ভারতের অংশ হিসেবে দাবি করা হয়েছে বারবার। ওই পরিস্থিতিতে ভারত জানায়, নেপালের সংশোধিত ওই মানচিত্র 'একতরফা কাজ'।

ভারতের দাবি ছিল, এই ঘটনা আসলে জোর করে দেশের সীমান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা। ভারতের সঙ্গে নেপালের ১,৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ভারতের পাঁচ রাজ্য অর্থাৎ সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, এবং উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত রয়েছে।

অবশেষে এবার বদলে গেল নতুন এক টাকার মুদ্রা। সেখানে ওই বিতর্কিত অংশকে না দেখিয়ে বরং একটি বৌদ্ধ মঠের ছবি দেওয়া হয়েছে। মুস্তাং জেলার মারাং গ্রামে অবস্থিত লো ঘাইকার মঠটি নেপালের প্রাচীনতম বৌদ্ধ মঠগুলোর মধ্যে অন্যতম।

এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির সিনিয়র নেতা ভীম রাওয়াল। যিনি মানচিত্র সরানো নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী বলেন শাহের নেতৃত্বাধীন সরকার যদি সত্যিই এক টাকার মুদ্রা থেকে লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ এবং কালাপানি-সহ নেপালের মানচিত্র অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এটিকে লো ঘিয়াকার মঠের চিত্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা আরেকটি গুরুতর দেশবিরোধী সিদ্ধান্ত। যা নেপালের আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর আঘাত।'

পলকে

দেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : দিল্লির এক বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মা এবং দুই কন্যার মৃত্যু হল। মৃত্যুর আগে দমকলকে ফোন করে উদ্ধারের আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু দমকল পৌঁছোনোর আগে তিন জনের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে লোটী কলোনির এক বহুতলে।

দমকল সুত্রে খবর, সকাল ১০টা ২১ মিনিটে তাদের কাছে ফোন আসে। এক মহিলা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে। আমরা ভিতরে আটকে পড়েছি। দয়া করে আমাদের বাঁচান।' এ কথা বলার পরই ফোনটা কেটে গিয়েছিল। এই ফোন পেয়েই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দমকল। তারপর পুলিশ এবং দমকলের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সও নিয়ে যাওয়া হয়।

দমকল যখন পৌঁছোয়, তখন তারা দেখতে পায়, বাড়িটির বেশির ভাগই আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছিল। তিনটি ইঞ্জিন আগুনে নেভানোর কাজ শুরু করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর দমকলকর্মীরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। একটি ঘরের ভিতর থেকে তিন জনের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে দমকল জানিয়েছে, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ঘর থেকে বার হওয়ার সুযোগ পাননি তিন জন। ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তবে কীভাবে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। দমকল জানিয়েছে, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করেছে।

স্বামীকে হত্যা

লখনউ, ২১ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের মিরাট জেলার হস্তিনাপুরে ২০ লাখ রুপির জীবন বিমার অর্থ হাতিয়ে নিতে স্বামীকে বিষধর সাপ দিয়ে হত্যা করার অভিযোগে এক মহিলা ও তার কথিত প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, ৩০ বছর বয়সী দামিনি পাওয়ার তার কথিত প্রেমিক তুষার কুমারের (৩৪) সঙ্গে পরিকল্পনা করে স্বামী অতুল পাওয়ারকে (৩২) হত্যা করেন। তদন্তে জানা গেছে, প্রথমে অতুলকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করা হয়। এরপর তার গায়ের কম্বলের ভেতরে একটি বিষধর সাপ ছেড়ে দেওয়া হয়। সাপের কামড়ে অতুলের মৃত্যু হয়।

ঘটনার সময় দামিনি তাদের ছয় বছর বয়সী সন্তানকে নিয়ে অন্য একটি কক্ষে চলে যান। প্রাথমিকভাবে দামিনি পুলিশকে জানান, শুক্রবার সকাল প্রায় ৬টার দিকে তিনি ঘরে ফিরে এসে অতুলকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। বিছানার ওপর একটি সাপ দেখতে পেয়ে তিনি চিৎকার শুরু করেন। পরে অতুলকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেসেজ তরুণীর

থানে, ২১ জুলাই : আবার সেই মহারাষ্ট্র। থানেতে প্রেমিককে খুন করে তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে ফ্ল্যাটের ভিতরে বাথরুমে রেখে পালালেন তরুণী। পালানোর আগে ফ্ল্যাটমালিককে একটি ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে ওই তরুণী দাবি করেন, 'প্রেমিককে খুন করেছি। ওর দেহ বাথরুমে রাখা আছে। শেষকৃত্য করে দেবেন।'

ভাড়াটে তরুণীর কাছ থেকে এই বার্তা পেয়েই পুলিশকে খবর দেন ফ্ল্যাটমালিক। তারপর ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, তরুণী যেভাবে ফ্ল্যাটমালিককে বর্ণনা দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই দেহটি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ফ্ল্যাটে বাথরুমের ভিতরে একটি বস্তার মধ্যে থেকে যুবকের টুকরো করা দেহ উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, দ্রুত পচন ধরানোর উদ্দেশ্যেই বাথরুমের কল খুলে রাখা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত তরুণী এবং মৃত যুবক দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। হিন্দুস্তান টাইমস-কে তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'ঠাণের মালাং রোডে নীলকণ্ঠ সোসাইটিতে অজয় পাটিলের ফ্ল্যাট থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই টুকরো করা দেহ দেখতে পাওয়া যায়। সেটি উদ্ধার করা হয়েছে।'

কাঁপল চিন

বেজিং, ২১ জুলাই : চিনে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলের ৫ মাত্রার ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশের পুয়ের শহরের মোজিয়াং কাউন্টিতে। বিষয়টি নিশ্চিত করে চিনের ভূমিকম্প নেটওয়ার্কস সেন্টার (সিইএনসি) বলছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৪৩ মিনিটে (বেজিং সময়) ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানায়, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল ২৩.১৯ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ১০১.৪৬ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এর উৎপত্তিস্থলের গভীরতা ছিল ৬ কিলোমিটার।

সোনমকে হাসপাতালে ভর্তির অনুমতি হাই কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : 'যেখানে ইচ্ছে সেখানে চিকিৎসা করাতে পারবেন সোনম ওয়াংচুক।' সরকারের আপত্তি উড়িয়ে অবশেষে সোনমকে বেসরকারি হাসপাতাল 'মেদান্তে' ভর্তির অনুমতি দিল দিল্লি হাই কোর্ট। সরকারি হাসপাতালে সোনমের চিকিৎসার সমস্ত বিবরণ ও রিপোর্ট মেদান্তকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে।

২০ দিন ধরে অনশনের পর যন্তর মন্তর থেকে জোর করে সোনম ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে আসে দিল্লি পুলিশ। তাঁকে ভর্তি করা হয় দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে। দীর্ঘ অনশনের পর তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দিল্লি হাই কোর্টে আবেদন জানান সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো। আবেদন জানানো হয়, চিকিৎসার অজুহাতে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। সফদরজং থেকে সরিয়ে মেদান্ত হাসপাতালে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হোক সোনমকে। গত রবিবার এই মামলায় আদালত কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও সোমবার সরকারের আবেদন উড়িয়ে মেদান্তে অনুমতি দেওয়া হল আদালতের তরফে। আদালত জানিয়েছে, 'চিকিৎসার বিষয়ে কোনও ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ফলে মেদান্তেই স্থানান্তর করা হবে সোনমকে। সেখানেই চলবে চিকিৎসা। এখনও পর্যন্ত তাঁর যা যা চিকিৎসা হয়েছে সেই সমস্ত বিবরণ ও রিপোর্ট মেদান্তকে সরবরাহ করতে হবে।' পাশাপাশি সোনমের চিকিৎসায় বিশেষ প্যানেল গঠনেরও নির্দেশও দিয়েছে আদালত। যদিও শুনানি চলাকালীন সোনমকে সরকারি হাসপাতালে রাখার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখেনি সরকার পক্ষ। সলিসিটর জেনারেল বলেন, 'চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া তাঁকে হাসপাতাল ছাড়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। উনি যদি ফের বিক্ষোভস্থলে ফিরে যান? যদি সেখানে তাঁর কিছু হয়? এই ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।' তবে হাই কোর্টের তরফে বলা হয়, 'সোনমের মেডিক্যাল রিপোর্ট পরীক্ষা ও চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকরা মনে করছেন এই চিকিৎসা যে কোনও হাসপাতালে করা সম্ভব। এবং মেদান্ত মামলাকারী পক্ষের পছন্দের হাসপাতাল, ফলে সেখানেই তাঁকে স্থানান্তরের প্রস্তাব করছি।'

এদিকে সফদরজং চিকিৎসক সমিতির তরফেও সোনমকে জোর করে হাসপাতালে আটকে রাখার নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে সোনমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা চিকিৎসা পেশার নৈতিকতা ও সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন। হাসপাতাল কোনও হেফাজত নয়, এটি চিকিৎসার জায়গা। সোনমকে ভর্তির পর থেকে হাসপাতালে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর কারণে অন্যান্য রোগী এবং চিকিৎসকদের অসুবিধা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

হানিমুনে গিয়ে স্বামীকে খুনে অভিযুক্ত সোনমকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : 'আত্মসমর্পণ করুন, নইলে জামিন বাতিলের নির্দেশ দেবো।' হানিমুনে গিয়ে সদ্য বিবাহিত স্বামীকে খুনে অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশীকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের। ২০২৫ সালের মে মাসে মেঘালয়ে গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনে অভিযুক্ত সোনম। ঘটনার নৃশংসতায় দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে তিনি এই মামলায় জামিনে মুক্ত। যদিও মঙ্গলবার সুপ্রিম নির্দেশিকার পর উপায়হীন ভাবে কারাগারে ফিরতে হবে তরুণীকে।

মঙ্গলবার রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলার শুনানি হয় বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ এবং বিচারপতি পিবি ভারালের বেঞ্চে। মেঘালয় হাই কোর্ট সোনমকে জামিনে মুক্তি দেয়। ওই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে মেঘালয় পুলিশ। এদিন শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, আদালতের সাক্ষ্যগ্রহণের সময় সোনমকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর জামিনের বিষয়টি দেখা হবে।

দুই বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, 'দু'টি বিকল্প আছে। হয় মামলার প্রকৃতি অনুযায়ী (জামিন বাতিলের) নির্দেশ দেবো, অথবা সাক্ষীদের জেরা না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আপনার আত্মসমর্পণের আদেশ জারি করব। আমরা আপনাকে চমকে দিতে চাই না। দ্বিতীয় বিকল্পটি আপনার জন্য ভালো হতে পারে। (হাই কোর্টের) প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিয়ে ফিরে আসুন।' দুই বিচারপতি বলেন, এই নিয়ে আর বাদানুবাদের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সোনমের উদ্দেশে আরও বলা হয়েছে, আপনাকে একটি ঠিকঠাক অবস্থান নিতে হবে। উল্লেখ্য, ৩ জুলাই মেঘালয় পুলিশের আবেদন খারিজ করে সোনমের জামিন বহাল রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এবারে তা হল না।

ইউক্রেনে জাহাজে রুশ হামলায় মৃত্যু ভারতীয় নাবিকের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : কয়েক সপ্তাহ আগে সেরেছিলেন বাগদান। সামনেই ছিল বিয়ে। কিন্তু তা আর হল না। ইউক্রেনের উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজে রুশ হামলায় মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় নাবিক অখিল জয়ানের। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ ভারতীয়েরও।

জানা গিয়েছে, ২৬ বছর বয়সি অখিল মার্চেন্ট নেভি অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি কেরলের কাসারগড় জেলায়। পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিলেন অখিল। মূলত তাঁর উপার্জনের উপরই নির্ভরশীল ছিল পরিবার। অখিলের বাবার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের একটি ছোট দোকান রয়েছে। মা একটি বিমা সংস্থার এজেন্ট। সূত্রের খবর, কয়েক সপ্তাহ আগেই বাড়ি ফিরেছিলেন অখিল। তখনই বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল তাঁর। মাত্র দু'মাস পরেই বিয়ের দিন নির্ধারিত ছিল। এমনকী বিয়ের পর পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর জন্য মার্চেন্ট নেভির চাকরি ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দেওয়ার কথাও ভাবছিলেন তিনি। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হল না। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চেন্নাই থেকে নটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেন অখিল। তারপর মাত্র ১৯ বছর বয়সে মার্চেন্ট নেভি অফিসার হিসাবে যোগ চাকরিতে।

বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানা গিয়েছে, গত ১৯ জুলাই ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার সময় হামলার মুখে পড়ে 'গোল্ডেন লিও' ভুট্টাবাহী জাহাজটি। গিনি-বিসাউয়ের পতাকাবাহী এই জাহাজে মোট ১৭ জন নাবিক ছিলেন। বন্দর ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর পরপর ৩টি ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে জাহাজে। সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যতরীটিতে আগুন লেগে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢাকে আকাশ। কিয়েভের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জন জাহাজকর্মী এবং ১ জন পাইলটের। তাঁদের মধ্যে ৪ জন ভারতীয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক। ইউক্রেনের দাবি, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে রাশিয়া। গোটা ঘটনার কড়া নিন্দা জানিয়েছে নয়াদিল্লি। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকেও তলব করেছে ভারত সরকার।

ফ্লোরিডা উপকূলের কাছাকাছি ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড় বার্থা

ফ্লোরিডা, ২১ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসছে ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড় বার্থা। এর প্রভাবে ওই অঞ্চলে। আগামী কয়েক দিনে ভারি বৃষ্টিপাত, প্রাণঘাতী জলোচ্ছ্বাস এবং আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার। সোমবার ফ্লোরিডার পানামা সিটির প্রায় ১০৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থান করছিল বার্থা। এ সময় ঝড়টির সর্বোচ্চ স্থায়ী বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪০ মাইল।

আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়, বার্থা আগামী কয়েক দিন উত্তর উপসাগরীয় উপকূল ঘেঁষে অগ্রসর হবে। এর প্রভাবে আলাবামা, ফ্লোরিডা, লুইজিয়ানা ও মিসিসিপির বিভিন্ন এলাকায় ভারি বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা এবং বিচ্ছিন্নভাবে টর্নেডোর আশঙ্কা রয়েছে। শুক্রবারের মধ্যে কিছু এলাকায় সর্বোচ্চ ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।

সর্বশেষ বার্তায় এনএইচসি জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনে ঝড়টি আরও শক্তিশালী হতে পারে এবং বুধবার লুইজিয়ানার নিউ অরলিন্সের কাছাকাছি স্থলভাগে আঘাত হানতে পারে। বর্তমানে ঝড়টির প্রভাবকবলিত বাতাস কেন্দ্র থেকে প্রায় ৭০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি ঘণ্টায় প্রায় ৩ মাইল বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, লুইজিয়ানা ও মিসিসিপি উপকূলের কিছু এলাকায় ১ থেকে ৪ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। পাশাপাশি নগর এলাকায় আকস্মিক বন্যার আশঙ্কাও রয়েছে।

হড়পা বানে আফগানিস্তানে মৃত ২০, নিখোঁজ শতাধিক

কাবুল, ২১ জুলাই : বৃষ্টির তাণ্ডবে কার্যত মৃত্যু উপত্যকা আফগানিস্তানের! প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিধস ও হড়পা বানে সেখানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২০ জনের, আহত হয়েছেন আরও ৮০ জন। হড়পা বানে নিখোঁজ হয়েছেন ১০০ জনের বেশি মানুষ। সোমবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জোরকদমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

আফগানিস্তানের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের (এএনডিএমএ) মুখপাত্র ইউসুফ হাম্মাদ বলেন, বন্যার জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ নুরিস্তান। বন্যার জেরে সেখানকার পারুন-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চলেছে। প্রাণহানির পাশাপাশি প্রচুর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শত শত মানুষের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি তলিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। আহত হয়েছেন আরও ৮০ জন। পাশাপাশি অন্তত ১০০ জন মানুষ নিখোঁজ। তাঁদের সন্ধানের পাশাপাশি জোরকদমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

এদিকে আফগানিস্তানের ভয়াবহ পরিস্থিতির একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিধ্বংসী বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি। কাদামাটির ভয়াল স্রোত। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে ১০টিতেই বজ্র বিদ্যুত-সহ ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। জনগণকে নদীর তীর এবং বন্যাপ্রবণ এলাকা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

ইরানের সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধে জড়ানোর আগ্রহ নেই : ইজরায়েলি অর্থমন্ত্রী

তেল আভিভ, ২১ জুলাই : ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে চলমান যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে যোগ দেওয়ার কোনও আগ্রহ ইজরায়েলের নেই বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোটরিচ। তিনি বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সীমিত পরিসরে সংঘাত চলছে, সেটিই আমাদের জন্য সঠিক এবং সবচেয়ে ভালো। আমরা এতে নিজেদের জড়াতে চাই না।'

প্রসঙ্গত, গত কয়েক সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে সংঘাত শুরু হলেও ইসরায়েল এ লড়াই থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছে। এপ্রিলের যুদ্ধবিরতির পর আলোচনা চলাকালে ওয়াশিংটন ইজরায়েলকে সংঘাত থেকে দূরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছিল বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি সমঝোতা হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। এরপর হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে দুই দেশ আবারও পাল্টাপাল্টি হামলায় জড়িয়ে পড়ে।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫২৭৮

কারাকাস, ২১ জুলাই : ভেনেজুয়েলায় গত মাসে হওয়া দু'টি শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ হাজার ২৭৮ জনে দাঁড়িয়েছে। সোমবার প্রকাশিত সর্বশেষ সরকারি তথ্যে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২৪ জুন আঘাত হানা দু'টি ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.২ ও ৭.৫। এতে দেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে রাজধানী কারাকাসের কাছের উপকূলীয় লা গুয়াইরা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জাতীয় সংসদের সভাপতি হোর্হে রদ্রিগেজ জানান, ভূমিকম্পে আহতের সংখ্যা ১৬ হাজার ৭৪০ জনে রয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ৮৫০টির বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১৯০টি ভবন পুরোপুরি ধসে পড়েছে। তবে এখনও নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এদিকে দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত ২৩ হাজার ৫০০ জনের বেশি মানুষ বিভিন্ন অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। স্টেডিয়াম, গণচত্বর ও অন্যান্য স্থানে গড়ে তোলা এসব শিবিরে স্বেচ্ছাসেবকেরা চিকিৎসাসেবা ও জরুরি সহায়তা দিচ্ছেন।

ইরানের হামলার ক্ষতিপূরণ চায় কাতার

দোহা, ২১ জুলাই : সাম্প্রতিক ইরানের একের পর এক হামলার অভিযোগ তুলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং মহাসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে কাতার। চিঠিতে হামলার ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কাতার এসব ঘটনার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে।

দোহার অভিযোগ, কাতারের একটি তেলবাহী জাহাজ এবং দেশটির ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে ইরান আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব লঙ্ঘন করেছে। এ ঘটনায় ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি জবাব দেওয়ার অধিকারও সংরক্ষণের কথা জানিয়েছে কাতার।

ইরানের হামলায় হওয়া ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে কাতার। চিঠিতে কাতার দাবি করেছে, ইরান দেশটির ওপর একাধিকবার হামলা চালিয়েছে। গত ৭ জুলাই কাতারের তেলবাহী জাহাজ আল রেকাইয়াত-এ হামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ১২ জুলাই কাতারের ওপর চালানো ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কথাও বলা হয়েছে চিঠিটিতে। যদিও ওই হামলা দেশটির সশস্ত্র বাহিনী প্রতিহত করেছে বলে দাবি করেছে কাতার। কাতারের অভিযোগ, এসব হামলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব লঙ্ঘন করেছে ইরান। তাই হামলায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য কাতার ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। পাশাপাশি প্রয়োজন হলে জবাব দেওয়ার অধিকারও সংরক্ষণ করবে বলে জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ব্রিটেনের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও) জানিয়েছে, ওমান উপকূলের কাছে একটি জাহাজকে ঘিরে দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি এ ধরনের দ্বিতীয় ঘটনা। জাহাজটি হরমুজ প্রণালির দক্ষিণাঞ্চলীয় রুট দিয়ে চলাচল করছিল। তবে ইরানের দাবি, তেহরানের সঙ্গে সমন্বয় না করে এ রুট ব্যবহার করা মানে জাহাজগুলো হরমুজ প্রণালিতে চলাচল সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক লঙ্ঘন করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও কয়েকটি দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে এ রুট ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে, যাতে হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এ নৌপথকে ঘিরে চলমান উত্তেজনা আরও বাড়ছে।

৬ মাস বয়সে 'খুন' বাবা, ২৩ বছর পর বদলা ছেলের !

পুনে, ২১ জুলাই : এ যেন বদলাপুর ছবির স্ক্রিপ্ট। ২৩ বছর পর বাবার খুনের বদলা নিলেন ২৪ বছরের যুবক। এই ঘটনা পুনের গ্রামীণ এলাকায়। মন্থন বৈদ্যের বয়স যখন ৬ মাস, তখন খুন হয়েছিলেন তাঁর বাবা। দুই দশকের বেশি পরে বাবার খুনি চল্লিশ বছরের সঞ্জয় বাবুরাও কাদু-দেশমুখকে নৃশংস ভাবে হত্যার অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত এবং তাঁর সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত ১১ জুলাই পুনে জেলার ভোর তহসিলে পুরনো কাতরাজ সুড়ঙ্গে মেলে সঞ্জয় বাবুরাও কাদু-দেশমুখের দেহ। মৃতের দেহে ধারালো অস্ত্রে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। খুনের মামলা দায়ের করে তদন্তে নামে পুলিশ। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে দুই সন্দেহভাজন মন্থন বৈদ্য এবং সৌরভ পরদেশীকে চিহ্নিত করে পুলিশ। তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানান, জিজ্ঞাসাবাদে খুনের কথা স্বীকার করেছে দুই অভিযুক্ত। এই কাজে সাহায্য করে মিজান শেখ এবং সন্দীপ কোরি নামের আরও দু'জন।

তদন্ত এগোলে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। ঘটনার বীজ রয়েছে ২০০৩ সালে। ওই বছর মন্থনের বাবা দীনেশ বৈদ্য খুন হন। অভিযোগ, তুচ্ছ কারণে বচসার পর দীনেশকে খুন করেন সঞ্জয়। সেই সময় ছয় মাস বয়স ছিল মন্থনের।

সহকারী পুলিশ আধিকারিক চেতন মাচালে জানান, ছোটবেলায় ঘটনা জানার পরেই মন্থন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বড় হয়ে বাবার হত্যাকারীকে খুন করবেন। সম্প্রতি তিনি অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে সঞ্জয়কে খুনের ষড়যন্ত্র করেন। পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জয় অন্য একটি ফৌজদারী মামলায় সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। ছক কষে সেই সময়েই তাঁকে খুন করা হয়েছে। মন্থন-সহ চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কানাডার ঘাড়ে ৫০ শতাংশের শুল্কের কোপ আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২১ জুলাই : ফের শুল্কের খাঁড়া হাতে ময়দানে নেমে পড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তাঁর কোপের মুখে প্রতিবেশী দেশ কানাডা। এই দেশ থেকে আসা বেশিরভাগ পণ্যের ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করা হয়েছে। আমেরিকার অভিযোগ, মার্কিন পণ্যের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে কানাডার প্রশাসন। যার জেরেই এই পদক্ষেপ। এই ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সংঘাত বাড়তে চলেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, ১৯৩০ সালের মার্কিন বাণিজ্য আইনের ৩৩৮ ধারাকে হাতিয়ার করে কানাডার বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মোট তিনটি খাতে এই শুল্ক বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও এই পদক্ষেপের নেপথ্যে আরও একটি কারণ সামনে আসছে। মার্কিন প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, আসলে চিনের পর কানাডা একমাত্র দেশ যে ট্রাম্পের শুল্কের পালটা শুল্ক আরোপের সাহস দেখিয়েছিল। যা মোটেই ভালোভাবে নেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কানাডার উচিত ছিল আমেরিকাকে জবাবদিহি করা। তা না করার ফলই এবার পাচ্ছে কানাডা।

তবে কানাডার বেশিরভাগ আমদানিকৃত পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপালেও প্রয়োজনমতো কিছু পণ্যে রেহাই দেওয়া হয়েছে। যেমন জ্বালানি পণ্য, পটাশ, মাছ ও দুর্লভ খনিজ। এছাড়া বেশিরভাগই পণ্যের ঘাড়েই পড়েছে শুল্কের কোপ। এর আগে ২০২০ সালে কার্যকর হয়েছিল আমেরিকা- কানাডা-মেক্সিকো শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। তবে সম্প্রতি সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরপরই তৎপর হয়ে উঠলেন ট্রাম্প। এই পদক্ষেপ কানাডার অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে বাণিজ্য আইনের ৩৩৮ ধারা প্রয়োগ করে বেশ কয়েকটি দেশের ওপর একইভাবে শুল্ক আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের আগ্রাসী নীতির জেরে গতবছর এই আইন বাতিলের প্রস্তাব দিয়েছিল ডেমোক্র্যাটরা। সেনেটররা সতর্ক করেছিলেন, ট্রাম্প এই আইন ব্যবহার করে প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপ করতে পারে বহু দেশের উপর। যা আমেরিকার অর্থনীতিকে অস্থির করে তুলবে।

একের পাতার পর

অসমে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

এলাকায় আটকে পড়া বহু পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্গতদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, পানীয়জল ও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। উদ্ধার অভিযান আরও কার্যকর করতে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে আকাশপথে নজরদারি এবং ড্রোন ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ভেঙে যাওয়া রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য সেনার প্রকৌশল দলও কাজ শুরু করেছে। পুরো অভিযান জেলা প্রশাসন, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং অন্যান্য অসামরিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিচালিত হচ্ছে।

এদিকে, বন্যার জেরে রাজ্যের নদ-নদীর জলস্তর বিপদসীমার অনেক উপরে বইছে। নিমাতিঘাটে ব্রহ্মপুত্র, খোয়াংয়ে বুড়ি দিহিং, শিবসাগরে দিখৌ, নাংলামুরাঘাটে দিসাং এবং নুমলিগড়ে ধনশিরি নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশেষ করে দিখৌ নদীর জল চরম বন্যাস্তরের উপরে থাকায় শিবসাগরের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। বন্যার জেরে পূর্ব অসমের রেল পরিষেবাও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। শিমলুগুড়ি স্টেশন, রেললাইন, রেল কলোনি ও সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় শিমলুগুড়ি, নামতিয়ালি এবং শিমলুগুড়ি, সেলেংহাট রুটে ট্রেন চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। মরিয়ানি, ফরকাটিং, সেলেংহাট ও নামতিয়ালিতে একাধিক ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়াগামী রাজধানী এক্সপ্রেস সহ বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনকে রঙিয়া, রাঙাপাড়া, ডিব্রুগড় রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল অথবা আংশিক রুটে চালানো হচ্ছে। উদ্ধার ও ত্রাণকাজে শিবসাগর ও চরাইদেও জেলায় ছয়টি এনডিআরএফ দল এবং যোরহাটে দুটি দল কাজ করছে। পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকে অতিরিক্ত এসডিআরএফ দল শিবসাগর, চরাইদেও, যোরহাট ও গোলাঘাটে পাঠানো হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মির্জায় ১৭০ মিলিমিটার, গুয়াহাটিতে ১৪০ মিলিমিটার, বোকাখাত ও গোলাঘাটে ১৩০ মিলিমিটার করে, মরিয়ানিতে ১২০ মিলিমিটার, নুমলিগড় ও গোসাইগাঁওয়ে ১১০ মিলিমিটার করে এবং যোরহাটে ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর আগে রবিবার সোনারিতে ১৯০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল। তবে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার থেকে রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে।

টেক সিটিতে ডিজিটাল ডিজাইন

শিল্পোন্নয়নই নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং শিল্প বিপ্লবের চতুর্থ পর্যায় বা 'ইন্ডাস্ট্রি ৪.০'-এর প্রযুক্তি গ্রহণেও সহায়ক হবে। এর ফলে অসমে উদ্ভাবন, গবেষণা এবং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী পরিবেশ গড়ে উঠবে। তিনি আরও বলেন, এই কেন্দ্রের মাধ্যমে আগামী দিনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এটি রাজ্যের উৎপাদন শিল্প, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনী পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করবে।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আইআইএম

এবং অসমকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু আইআইএম গুয়াহাটির যাত্রাকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অসমে আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থাপনা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি তাঁদের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক হিমাংশুশেখর বৈশ্য, আইআইএম গুয়াহাটির কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীরা। প্রথম ব্যাচে মোট ৫২ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে এমবিএ কোর্সের যাত্রা শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে

অতিরিক্ত বাহিনী। বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও তাঁরা অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর পুলিশ হস্তক্ষেপ করে রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, অখিলেশ যাদব সহ বহু কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে আটক করে। পরে তাঁদের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রের খবর, রাহুল ও প্রিয়ঙ্কাকে মন্দির মার্গ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। রাতের দিকে সোনিয়া গান্ধীও ওই থানায় যান। যদিও তাঁর সেখানে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। বিক্ষোভস্থলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং গিয়ে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস বারবার তাদের দাবি পরিবর্তন করেছে। তাঁর দাবি, প্রথমে সংসদে নিট সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হলেও সরকার তাতে সম্মত হওয়ার পর কংগ্রেস নতুন করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলে। জিতেন্দ্র সিং বলেন, সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বিরোধী দল পরে নতুন শর্ত আরোপ করে। তাঁর অভিযোগ, এই কারণে সমঝোতার সম্ভাবনা নষ্ট হয়।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের অভিযোগ, পরীক্ষায় অনিয়ম, প্রশ্নফাঁস এবং শিক্ষাব্যবস্থার অব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্র সরকার দায়ী। ছাত্র-যুবকদের স্বার্থে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। রাজধানীতে এই বিক্ষোভকে ঘিরে দিনভর উত্তেজনা বজায় থাকলেও পরে আটক নেতাদের ধাপে ধাপে মুক্তি দেওয়া হয়। বিরোধী দলগুলি জানিয়েছে, পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে।

সিজেপির পর এবার দিল্লিমুখী

সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্যচুক্তি বাতিলের দাবিতে একজোট হয়েছে কৃষক সংগঠনগুলি। 'দেশ বাঁচাও মোর্চা'-এর ব্যানারে আয়োজিত এই মহাপঞ্চায়েতে যোগ দিতে পঞ্জাব, হরিয়ানার কৃষক সংগঠনগুলি একজোট হয়েছে। কিষান মজদুর সংগ্রাম কমিটির (কেএমএসসি) নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের বলেন, কেএমএসসি, কিষান মজদুর মোর্চা (পঞ্জাব শাখা), আজাদ কিষান মোর্চা এবং বিকেইউ একতা সংগ্রামের সদস্যরা একজোট হয়ে পঞ্জাব থেকে রওনা দিয়েছেন দিল্লির উদ্দেশে। তবে শম্ভু সীমান্তে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে খানৌরি সীমান্ত। এই দুই অঞ্চলই পঞ্জাব থেকে হরিয়ানায় প্রবেশের পথ। হরিয়ানার কর্নাল থেকে দিল্লির উদ্দেশে হেঁটে আসা কৃষকদের আটকাতে ৪৪নম্বর জাতীয় সড়কের পানিপথ টোল প্লাজায় ২ কোম্পানি র‍্যাফ ও বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

কিষান মজদুর মোর্চা সহ কৃষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা থেকে সস্তা কৃষিপণ্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হলে তা দেশের কৃষক, কৃষি শ্রমিক, পশুপালক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। কৃষকদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত ভর্তুকি পাওয়া মার্কিন কৃষিপণ্যে ছেয়ে যেতে পারে বাজার। যা তাঁদের পণ্যের দাম কমিয়ে দেবে, যা গ্রামীণ আয়ে বিরাট ধাক্কা দেবে। যেহেতু ভারতের কৃষকরা মার্কিন কৃষকদের তুলনায় অত্যন্ত কম সরকারি সাহায্য পান তাই এই অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। শুধু কৃষক নয়, শ্রমিক সংগঠনগুলিও প্রস্তাবিত এই চুক্তিতে উদ্বিগ্ন। তাঁরাও প্রস্তাবিত ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি বাতিল করতে এবং কৃষক ও সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস 'ঘোর পাপ'

সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়। উল্লেখ্য, নিট-ইউজি ২০২৬-এর কথিত প্রশ্নফাঁসকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং বিভিন্ন সংগঠনের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও জোরালো হয়েছে।

বিরোধীদের হট্টগোলে পণ্ড

একইভাবে, রাজ্যসভাতেও বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে প্রথমে দুপুর ১২টা এবং পরে ২টো পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। দুপুর ২টোয় অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে উপসভাপতি হরিবংশ কার্যসূচি অনুযায়ী সভার কাজ চালাতে এবং নির্ধারিত নিয়মে সদস্যদের বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান। তবে নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস এবং সংসদ মন্তব্যে আন্দোলনরত যুবকদের উপর পুলিশি পদক্ষেপের প্রতিবাদে বিরোধীদের স্লোগান অব্যাহত থাকে। হট্টগোল না থামায় অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রায় এক মিনিটের মধ্যেই বুধবার সকাল ১১টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

এনআরসি থেকে বাদ ১৯ লক্ষের

প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার কেন্দ্র সরকার, অসম সরকার এবং রাজ্য এনআরসি সমন্বয়কারীর দপ্তরকে নোটিশ জারি করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এনআরসিতে চূড়ান্ত এনআরসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার দাবিও আদালতের বিবেচনায় এসেছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে অসম রাজ্য জমিয়ত উলেমার দায়ের করা জনস্বার্থমূলক আবেদনটির শুনানি হয়। শুনানিতে আবেদনকারীর আইনজীবী আদালতকে জানান, ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট প্রকাশিত চূড়ান্ত এনআরসির থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের জন্য আপিলের আইনি ব্যবস্থা থাকলেও আজ পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়া চালু করা হয়নি। ফলে ১৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ নাগরিকত্বের দাবির আইনি নিষ্পত্তির সুযোগ না পেয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তা ও দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন। আদালতে আরও জানানো হয়, একই বিষয় নিয়ে একটি পৃথক আবেদন ইতোমধ্যেই বিচারাধীন রয়েছে। বিষয়টি বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকার, অসম সরকার এবং রাজ্য এনআরসি সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের কাছে জবাব তলব করে। পাশাপাশি বর্তমান আবেদনটিকে বিচারাধীন অনুরূপ মামলার সঙ্গে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেয়। আবেদনে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত এনআরসি থেকে বাদ পড়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবিলম্বে আপিল প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, যাতে তাঁরা নির্ধারিত আপিল কর্তৃপক্ষের সামনে নিজেদের নাগরিকত্বের দাবি উপস্থাপন করার সাংবিধানিক ও আইনি সুযোগ পান। একইসঙ্গে আবেদনকারী সংস্থা আদালতের কাছে আরও দাবি করেছে, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ১৪এ ধারা এবং নাগরিক নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান বিধি, ২০০৩-এর ১৩ নম্বর বিধি অনুসারে চূড়ান্ত এনআরসিতে যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাঁদের সকলকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হোক।

এদিকে, সম্প্রতি অসমের প্রাক্তন রাজ্য এনআরসি সমন্বয়কারী হিতেশ দেব শর্মা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে অসমের জনগণনার তথ্য প্রকাশ স্থগিত রাখার আহ্বান জানান। তাঁর দাবি, ২০১৯ সালের এনআরসির সম্পূরক তালিকায় গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। অনেক অযোগ্য ব্যক্তির নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আবার বিপুল সংখ্যক প্রকৃত ও আদিবাসী বাসিন্দার নাম বাদ পড়েছে। এই অসঙ্গতির বিষয়টি তিনি আগেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছিলেন এবং সম্পূর্ণ এনআরসি পুনরায় যাচাইয়ের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট আবেদনও দায়ের করেছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ৪-১ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ৬এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা বহাল রাখে। রায়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, অসমে অভিবাসনজনিত বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যেই ৬এ ধারা সংযোজন করা হয়েছিল এবং সংসদ অসমে অভিবাসনের বিষয়টিকে দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছে। আদালত আরও জানায়, এই ধারা অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক বা অতিরিক্ত বর্জনমূলক নয় এবং দেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা কেন্দ্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

সংসদ অভিযানে লাঠিচার্জ

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ওই কর্মসূচির সময় বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর অত্যাচার চালায়। একাধিক স্থানে পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

সিকিমে সুড়ঙ্গ ধসে অসমের এক

থেকে এখনও স্পষ্ট করে জানানো হয়নি, নিহতরা সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন, নাকি উদ্ধার অভিযানে যুক্ত কোনও কর্মী বা পূর্বে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ ছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। সোমবার নামচি জেলার ঝোলুঙ্গে এলাকার সামারডুংয়ে অবস্থিত এনএইচপিসির তিস্তা ষষ্ঠ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখে আকস্মিক ভূমিধস নামে। এর ফলে সুড়ঙ্গের একটি অংশ ধসে পড়ে এবং ভেতরে শ্রমিকরা আটকে পড়েন।

বন্যা : সমন্বয়ের অভাবকে দায়ী

কোনও রাজ্যের সীমানা মেনে চলে না। তাই প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, তথ্য বিনিময় এবং সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে উজানে মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনা ঘটলে দ্রুত সতর্কবার্তা আদান-প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তিনি দাবি করেন, বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে নাগাল্যান্ডে মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনা সম্পর্কে অসম সরকার আগাম কোনও তথ্য পায়নি। যদি এই তথ্য সত্য হয়, তবে তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতির প্রমাণ বলে মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেস নেতা আরও অভিযোগ করেন, শুধু আন্তঃরাজ্য সমন্বয় নয়, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরের মধ্যেও পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। তাঁর কথায়, রেল, পূর্ত দফতর, পুরসভা এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনার অভাবের কারণে শহরাঞ্চলে জলনিকাশি ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। কোথায় বৃষ্টির জল প্রবাহিত হবে এবং কীভাবে তা দ্রুত নিষ্কাশন করা হবে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। রাস্তা ও উড়ালপুল নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হলেও জলনিকাশি ও বন্যা ব্যবস্থাপনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

মণিপুরে ৪৬ জঙ্গির আত্মসমর্পণ

কর্মকর্তারা জানান, এর আগে কেসিপি (পিডব্লিউজি)-র আত্মসমর্পণের ঘটনায় সাধারণত পাঁচ থেকে ১২ জন সদস্য অংশ নিতেন। এবার ৪৬ জন একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করায় এটিকে সংগঠনটির ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম গণ-আত্মসমর্পণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের প্রতিনিধিত্ব করে সংগঠনের চেয়ারম্যান লাইশ্রম রঞ্জিত মৈতেই বলেন, দীর্ঘদিনের কষ্ট, অনিশ্চয়তা এবং সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি ক্রমবর্ধমান হতাশা থেকেই তাঁরা মূলস্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের কল্যাণের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, যাতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি এবং স্বনিযুক্তির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউনাম খেমচন্দ সিং, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দাস কোন্থৌজাম, সেনাবাহিনী ও অসম রাইফেলসের শীর্ষ আধিকারিক, পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

সংসদে মাইক বন্ধের অভিযোগ

চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কথা বলা শুরু করতেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর প্রশ্ন, 'এটাই কি গণতন্ত্র? গণতন্ত্রে যদি বিতর্কের সুযোগ না থাকে, আমাদের কথা যদি শুনতেই না চান, তাহলে আমরা কোথায় যাব?' তিনি আরও বলেন, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছে এবং দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা জানাও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলিতে আলোচনা এবং পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি চেয়েছিলেন তাঁরা।

খাড়গের দাবি, সংসদের বিভিন্ন দলের ফ্লোর লিডারদের এ বিষয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করেন, সরকার গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করছে। তাঁর কথায়, '৬০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি এমন পরিস্থিতি আগে কখনও দেখিনি।' তিনি আরও দাবি করেন, দেশ অরাজকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন না, এমনকি সংসদে এ বিষয়ে কথা বলতেও চাইছেন না। এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় পাস

পারবেন না। 'হালালা'-র মতো প্রথার অবসান ঘটবে। সর্বত্র সমতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।' বিলের প্রতিবাদ করে কংগ্রেস বিধায়ক আরিফ মাসুদ বলেন, 'সংশোধনীটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার প্রস্তাবগুলি পেশ করেছিলাম। কিন্তু দুই ঘণ্টা পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সেখানে চরম অনমনীয় মনোভাব কাজ করছিল। সংবিধান আর মানা হচ্ছে না, এমনকি সংসদীয় রীতিনীতিকেও সম্মান করা হচ্ছে না। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোনোভাবে বিলটি পাস করিয়ে নেওয়া।'

কংগ্রেস বিধায়ক জয়বর্ধন সিং বলেছেন, 'ইউসিসি বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিজেপি সরকারের আচরণ অত্যন্ত আপত্তিকর। রাজ্যের ও দেশের যুবসমাজ বলছে, তারা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চায় না। তার পরিবর্তে তারা চায় অভিন্ন শিক্ষা বিধি এবং অভিন্ন স্বাস্থ্য বিধি। অথচ বিজেপি এখানে লিভ-ইন সম্পর্কের কথা বলছে। এগুলো খুবই তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু সমস্যা হলো, বিজেপি সরকারের মানসিকতা অত্যন্ত সংকীর্ণ। দেশজুড়ে ইউসিসি কার্যকর করার বিষয়ে কি মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, যে কারণে তিনি নিজেই এখানে এটি কার্যকর করছেন?'

পাশে গোটা দেশ, অনলাইনে

করছেন তিনিও জানেন না কে তাঁর জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। পরিচয়হীন এই মানবিক বন্ধনই এখন যন্তরমন্তরের আন্দোলনের অন্যতম বড় শক্তি।

ছাত্রদের মূল দাবি, নিট পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা ব্যবস্থার অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। একই সঙ্গে জাতীয় পরীক্ষা সংস্থার কাঠামোগত সংস্কারের দাবিও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।

সংসদ অভিযানের সময় পুলিশি বাধা ও সংঘর্ষের পর আন্দোলনকারীরা আপাতত যন্তরমন্তরেই অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের দাবি, সরকারের কাছ থেকে কেবল আশ্বাস নয়, লিখিত ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্তরে আলোচনা শুরু হলেও ছাত্রদের একাংশ এখনও তাতে সন্তুষ্ট নন।

গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ জগন-যীশু স্মরণ দিবস পালিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই: গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪০তম শহিদ জগন-যীশু (দিব্যেন্দু দাস ও জগন্ময় দেব) আত্মবলিদান দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ বেদির সামনে জগন-যীশুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায়, নিবন্ধক ড. বিদ্যুৎ কান্তি পাল, শৈক্ষিক নিবন্ধক ড. অভিজিৎ নাথ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী, কাছাড় কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান সন্তোষ চক্রবর্তী, বিত্ত আধিকারিক রণবিজয় দাস সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক- অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈক্ষিক নিবন্ধক ড. অভিজিৎ নাথ বলেন, ১৯ কে ৫ জ্যৈষ্ঠ হিসেবেও স্মরণ করা উচিত। একইভাবে ১৯৮৬ সালের ভাষা আন্দোলনের দিনটিও বাংলা তারিখ অনুসারে পালনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, এদিন কেবল বরাক উপত্যকার ভাষা শহিদদের নয়, সমগ্র ভারতের যাঁরা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। একই সঙ্গে তিনি পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, এ বছর জগন-যীশুর ৪০তম আত্মবলিদান দিবস পালিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. বিদ্যুৎ কান্তি পাল দিবসটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রত্যেক মানুষের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সকলের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী বলেন, আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও অস্তিত্ব সবকিছুর ভিত্তি আমাদের মাতৃভাষা। জাতীয় চেতনাও মাতৃভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি স্মরণ করেন, কীভাবে দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকা ১৯৬১ সালের ভাষা-সার্কুলারের বিষয়টি পুনরায় সামনে আসে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, অসমিয়া ভাষা বা অন্য কোনো ভাষা এবং সেই ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে বরাক উপত্যকার মানুষের কোনো বিরোধ নেই। তিনি পৃথিবীর প্রথম মহিলা মাতৃভাষা সেনানী শহিদ কমলা ভট্টাচার্যকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, এই দিনটি আত্মসমীক্ষারও দিন। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই; বিরোধ হওয়া উচিত ইংরেজিয়ানা মানসিকতার বিরুদ্ধে, ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে নয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান সন্তোষ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ভাষা ও সংস্কৃতিকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার প্রতি সমান শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে যেন ভাষা শহিদদের তালিকা আর দীর্ঘায়িত না হয়।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায় ভাষা শহিদদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ১৯৮৬ সালের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, কীভাবে তৎকালীন সময়ে বরাক উপত্যকায় তৃতীয় ভাষা হিসেবে অসমিয়া চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তিনি জানান, সে সময় তিনি শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। সমিতির সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে কালো পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হবে। কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপরই গুলিবর্ষণ করা হয়। তিনি সেদিনের ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে মাতৃভাষার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করেন।

এদিনের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ড. উত্তম পালুয়া।

ধারাবাহিক চুরিতে তটস্থ রামকৃষ্ণনগর, এবার শিবটিল্লায় ফাঁকা বাড়ি থেকে সর্বস্ব লুট

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ২১ জুলাই : রামকৃষ্ণনগরে একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটায় বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। এই আতঙ্কের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও চোরের হানার শিকার হলেন রামকৃষ্ণনগর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শিবটিল্লা এলাকার বাসিন্দা হেনা পাল। পরিবারের সদস্যারা কয়েকদিনের জন্য বাড়ির বাইরে থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, ঘরের পেছনের দরজা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না ও নগদ অর্থ লুট করে নিয়ে গেছে একদল দুষ্কৃতী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় পাঁচ-ছয় দিন আগে হেনা পালের পরিবারের সদস্যারা ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। বাড়িটি সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে গভীর রাতে অথবা নির্জন সময়ে চোরেরা পিছনের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঘরের আলমারি, ট্রাঙ্ক ও অন্যান্য আসবাবপত্র ওলটপালট করে আনুমানিক দুই থেকে আড়াই ভরি সোনার গয়না এবং নগদ ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায়। চোরেরা যাতে সহজে ধরা না পড়ে, সেজন্য যাওয়ার আগে ঘরের জামাকাপড় ও জিনিসপত্র চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে যায়। পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে এসে এই লণ্ডভণ্ড দশা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বহু বছরের সঞ্চিত সম্পদ মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছেন তাঁরা।

এদিকে চুরির খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, রামকৃষ্ণনগরের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে পারেনি। ফলে চিকিৎসা, কর্মসূত্রে বা আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কারণে যারা বাড়ি ফাঁকা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক আরও জাঁকিয়ে বসেছে। স্থানীয়দের দাবি, রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে এলাকায় একটি সক্রিয় চোরচক্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খবর পেয়ে রামকৃষ্ণনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে। আশপাশের এলাকার তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সম্ভাব্য সূত্র ধরে অপরাধীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এলাকাবাসীর স্পষ্ট দাবি, পুলিশ প্রশাসনের ওপর তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে— তবে চুরি-প্রবণ এলাকাগুলোতে অবিলম্বে রাতের পুলিশি টহল জোরদার করতে হবে, সন্দেহভাজনদের ওপর কড়া নজরদারি চালাতে হবে এবং প্রয়োজনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর মতো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রামকৃষ্ণনগরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও জানমালের নিরাপত্তা ফেরাতে এখন প্রশাসনের দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের অপেক্ষায় দিন গুনছেন সচেতন মহল।

বদরপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ২১ জুলাই : বদরপুর রেলস্টেশনের রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে মঙ্গলবার বিকেলে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে বদরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, মৃত দুই ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে রেলস্টেশন এলাকায় ভবঘুরের মতো ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। তাঁদের প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায়ও দেখা যেত বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার বিকেলে রেলগেটের পাশে তাঁদের নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বদরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মানস জ্যোতি বড়োর নেতৃত্বে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পরে বদরপুর সার্কলের সার্কল অফিসার রুথি আইজো সালাটে ঘটনাস্থলে এসে ইনকোয়েস্ট সম্পন্ন করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তাঁর নাম নিরঞ্জন দাস এবং তাঁর বাড়ি শ্রীগৌরী এলাকায়। অপর ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের জন্য অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহটি করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের মর্গে ৭২ ঘণ্টা সংরক্ষণ করা হবে।

দিল্লিতে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এআইডিএসও'র বিক্ষোভ শিলচরে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই: দিল্লিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর গতকাল পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে এআইডিএসও'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ২১-২২ জুলাই দেশের সর্বত্র প্রতিবাদী কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানায়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার শিলচরের শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে একটি বিক্ষোভ কার্যসূচি সংগঠিত হয়। এই কার্যসূচিতে এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর সদস্যারা অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী সহ সংগঠনগুলোর সদস্যরা দাবি তোলেন গুরুত্বপূর্ণ নিট-ইজি পরীক্ষা সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে, পরীক্ষা আয়োজনে ব্যর্থ এনটিএ বাতিল করতে হবে, সোনম ওয়াংচুক সহ আন্দোলনকারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি কেন্দ্রীয় সরকারকে মানতে হবে এবং আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার নিট-ইজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে বার বার ব্যর্থ হয়েছে অথচ এই সমস্যা সমাধানের দাবি তুললেই নিরীহ ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনছে। এ থেকে বোঝা যায় এই সরকার জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করছে। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের উচিত ছিল নিজেই নিজের ব্যর্থতা শিকার করে পদত্যাগ করা। অতীতে বহু মন্ত্রী নিজেদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেছেন। অথচ দেশের কোচিং সেন্টারগুলো সহ শিক্ষা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বৃহৎ পুঁজিপতিদের রক্ষা করতে ধর্মেন্দ্র প্রধান জনমতকে তোয়াক্কা না করে গদি আঁকড়ে বসে রয়েছেন। অন্যদিকে, এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা দেশব্যাপী আন্দোলনকে দমন করতে চরম অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করছে সরকার। কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের শাস্তিপ্রদান করলে আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। তিনি বলেন, দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়ে ছাত্রসমাজের মতামতকে চরম অবজ্ঞা করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। শিক্ষার্থীদের জীবন এবং শিক্ষা খণ্ডের দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে প্রথমেই ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদ থেকে সরে গিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করাতে হবে এবং জাতীয় স্তরের পরীক্ষার পবিত্রতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় চূড়ান্ত ব্যর্থ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-কে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে। স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আন্দোলনকারীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিলে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার সমাধান হবে না। এআইডিএসও'র পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং ছাত্রসমাজকে ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে এআইডিএসও'র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পল্লব ভট্টাচার্য, বিপ্লব ঘোষ, রীতা বাগতি, শেফালী দাস, এআইএমএসএস এর পক্ষে খাদেজা বেগম লস্কর প্রমুখ।

নবীনচন্দ্র কলেজ ভাষা শহিদ দিবস

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

বদরপুর, ২১ জুলাই : মঙ্গলবার সম্পূর্ণ বরাক উপত্যকার সঙ্গে নবীনচন্দ্র কলেজ, বদরপুরেও ভাষা শহিদের আত্মবলিদানকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে পালিত হয় শহিদ দিবস। ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই মাতৃভাষার মর্যাদা স্থাপনের জন্য জগন্ময় দেব (জগন) আর দিব্যেন্দু দাশ (যীশু) নিজেদের প্রাণ অকাতরে দান করেন। শহিদদের স্মরণ করে মঙ্গলবার দুপুর বারোটায় শহিদবেদিতে পুষ্পাঞ্জলি এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর শ্রেণি কক্ষে আয়োজিত হয় এক স্মরণসভা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী সুহানি চন্দ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. পার্থসারথি দাস। তিনি দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই বছরের শহিদ দিবস উদযাপন জগন ও যীশুর আত্মবলিদানের চল্লিশতম বর্ষপূর্তি। এই বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করে অধ্যক্ষ মহোদয় বলেন, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে একবার তারপর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়েছেন এই উপত্যকার মানুষরা। এখানকার মানুষ নিজের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সর্বদাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা ৮৬র ভাষা আন্দোলনের যোদ্ধা ড. রামানুজ চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল তাঁদের ছাত্রজীবনে হওয়া এবং নিজে যোগদান করা ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ। সেই সময়ে নিজের দেশের নিজের রাজ্যের প্রশাসন কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল সে সম্পর্কেও তিনি জানান। মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ দেবজ্যোতি দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন, মাতৃভাষা মানুষের প্রাণের সম্পদ। কোনোভাবেই তার অমর্যাদা যেন না হয় সেজন্য সবসময় সচেতন থাকা সবার কর্তব্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বদরপুরের বিশিষ্ট নাগরিক পরিমল কর্মকার। তাঁর বক্তব্যে আসে ভাষা শহিদদের ত্যাগ ও সংগ্রামের কথা। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি যে আত্মপরিচয়ের সবচেয়ে বড়ো অংশ সে কথা তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নাচে গানে কবিতায় ছাত্রছাত্রীরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। সুহানি চন্দ ও অনামিকা চক্রবর্তী পরিবেশন করে একটি একক ও একটি সমবেত সঙ্গীত। প্রাক্তন ছাত্র মাধব চন্দ্র দে তবলায় সুর লহরীর মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শহিদদের। কনকস্নেহা নাথ পরিবেশন করে একটি নৃত্য ও প্রাঞ্জল কর্মকার একটি কবিতা আবৃত্তি করে। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সমন্বয়ক ড. পল্লব দেব এবং বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সুস্মিতা নাথ। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন কলা বিভাগের সমন্বয়ক মনজুরুল হক, বাংলা বিভাগের প্রধান ড. বিষ্ণুচন্দ্র দে, অঙ্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. বিপ্রজিৎ নাথ ও ড. সংযুক্তা মালাকার, রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আফজল হোসেন শেখ, জীববিজ্ঞান বিভাগের হিমানিশ দত্ত চৌধুরী এবং মহাবিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারী আব্দুল হেকিম, বরুণ পাল, সন্দীপ চক্রবর্তী, সঙ্গীতা দত্ত প্রমুখ।

পুলিশের নাকের ডগায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চোরের দল

টানা চার দিনে পাঁচটি দুঃসাহসিক চুরি, আতঙ্কে পাথারকান্দির মানুষ

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২১ জুলাই : পাথারকান্দি থানার একেবারে নাকের ডগায় মাত্র একশো মিটারের ব্যাসার্ধের মধ্যে টানা চার দিনে পাঁচটি দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও একের পর এক বাড়ি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে চোরের হানা স্থানীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রায় প্রতিরাতেই সংঘটিত এসব ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশের চোখের সামনে কার্যত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে চোরের দল। ফলে রাত নামলেই এখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাথারকান্দি থানার সামনেই দিবাকর ভট্টাচার্যের পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একদল দুষ্কৃতী বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। রাত প্রায় ১টার দিকে ঘরের দরজা ভাঙার শব্দ শুনে পাশের বাড়ির লোকজন জেগে ওঠেন। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে চোরের দল তড়িঘড়ি পালিয়ে গেলেও ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র তছনছ করে যায়। একই রাতে থানা সংলগ্ন পাথারকান্দি উপ-ডাকঘরের জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিপত্র এলোমেলো করে দেয় দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি পরম রবিদাসের বাড়িতে হানা দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ এবং মূল্যবান বাসনপত্র নিয়ে চম্পট দেয় তারা। পরদিনও থেমে থাকেনি চোরের দৌরাত্ম্য। ডাকবাংলোর পাশে অজিত দেবনাথের বাড়িতে থাকা ভাড়াটে অলকেশ সিনহার বাসায় ঢুকে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায় চোরের দল। একই এলাকার পূর্ত বিভাগের কোয়ার্টারে বসবাসকারী প্রীতম রায়ের ঘরের দরজা ভেঙেও নগদ অর্থ ও মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এভাবে টানা কয়েকদিন ধরে একই এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনায় কার্যত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, প্রতিটি ঘটনার পর পৃথকভাবে পাথারকান্দি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও অগ্রগতি বা কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। ফলে অপরাধীদের মধ্যে আইনের ভয় ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং তারা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের মতে, গভীর রাত হলেই এখন চুরির আশঙ্কায় অনেকেই নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন। কেউ পাহারা দিচ্ছেন নিজেদের বাড়িঘর, আবার কেউ মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখছেন। কিন্তু তাতেও আতঙ্ক কাটছে না। তাদের প্রশ্ন, থানার এত কাছাকাছি এলাকায় যদি ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটে তাহলে দূরবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত? এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে এই ধারাবাহিক চুরির ঘটনাগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের সনাক্ত ও গ্রেফতার করতে হবে। পাশাপাশি রাতের টহল জোরদার, সন্দেহভাজনদের ওপর নজরদারি বৃদ্ধি এবং এলাকায় কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তারা। তাদের আশঙ্কা, সময়মতো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামীদিনে এ ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ মানুষের জানমাল ও নিরাপত্তা আরও বড় হুমকির মুখে পড়বে।

গুয়াহাটিতে 'বাঙালি জাতীয় পরিষদ, অসম'-এর আত্মপ্রকাশ

'বাঙালি জাতীয় পরিষদ, অসম'-এর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংগঠনের কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২১ জুলাই : রাজ্যের হিন্দু বাঙালিদের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও সামাজিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে রবিবার 'বাঙালি জাতীয় পরিষদ, অসম'-এর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে গুয়াহাটিতে। তিনসুকিয়ার উত্তম দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে চিত্ত পালকে সভাপতি এবং উত্তম দাস ও পঙ্কজকুমার দেবকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২১ সদস্যের এক অ্যাডহক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের বিস্তারের কাজ সম্প্রসারিত হবে। এদিনের বক্তব্যে চিত্ত পাল বলেন, অসমে বসবাসকারী বাঙালি বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিদের নানা ধরনের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। রাজ্যে বসবাসরত বাঙালির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করা হবে। একই সঙ্গে, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো সরকারের দৃষ্টিগোচর করার পাশাপাশি বিধানসভার বিরোধী দলনেতার কাছেও তুলে ধরা হবে, যাতে বিষয়গুলি সর্বস্তরে গুরুত্ব পায়। তিনি বলেন, সরকার জনস্বার্থে ভালো কাজ করলে নবগঠিত এই সংগঠন তার প্রশংসা করবে, আবার প্রয়োজনে গঠনমূলক সমালোচনাও করতে পিছপা হবে না। এছাড়া, কোনও ক্ষেত্রে যেন শাসকদলের স্তাবক বাহিনীতে পর্যবসিত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। বাঙালি জাতীয় পরিষদ, অসম বাঙালির ভাগ্যবিধাতা নয়, এই জনগোষ্ঠীর জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে সরকারের শরণাপন্ন হতে হবে। কোনও রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ যাতে এই সংগঠনে প্রতিফলিত না হয়, তার জন্য সংগঠনের সকলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে চিত্ত পাল আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, রাজ্যজুড়ে ইতোমধ্যেই একাধিক বাঙালি সংগঠন কাজ করে চলেছে। নবগঠিত 'বাঙালি জাতীয় পরিষদ, অসম' তাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বৃহত্তর হিন্দু বাঙালি সমাজের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণে কাজ করে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। বক্তব্য রাখেন হেমন্ত শেখর দাস, রাজা সাহা, আশিস দত্ত, পঙ্কজকুমার দেব, উত্তম দাস প্রমুখ। সভায় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন পঙ্কজ কুমার দেব। এদিকে নবগঠিত কমিটিতে কার্যকরী সভাপতি হিসেবে শিলচরের হেমন্ত শেখর দাস, সহ-সভাপতি হিসেবে বরপেটার রাজা সাহা ও ডিব্রুগড়ের আশিস দাস এবং বঙাইগাঁওয়ের ধীরেন চন্দ্র সরকারকে মনোনীত করা হয়েছে। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বঙাইগাঁওয়ের শঙ্করলাল দাস। অর্থ সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন হাফলঙের আশিস দত্ত। সচিব (জনসংযোগ ও সমাজমাধ্যম) হিসেবে মনোনীত হয়েছেন উমরাংশুর রঞ্জন চৌধুরী এবং সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রীভূমির অমিত নন্দি। কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন নেপাল সরকার (বজালি), শিবাশিস চক্রবর্তী (উধারবন্দ) কৌশিক দত্ত (তিনসুকিয়া) সুমন মুখার্জি (বঙাইগাঁও), তাপস সাহা (গুয়াহাটি), সমীর মজুমদার (হাফলং) এবং নির্ঝর দাস (শ্রীভূমি)। সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন দীপায়ন চক্রবর্তী। সভায় উপস্থিত সদস্যরা রাজ্যব্যাপী সাংগঠনিক বিস্তার, হিন্দু বাঙালিদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এক প্রেস বিবৃতিতে এখবর জানান প্রচার সচিব রঞ্জন চৌধুরী।

হজযাত্রার দরখাস্তের মেয়াদ ২৪ জুলাই

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২১ জুলাই : অসম রাজ্য কমিটি থেকে ২০২৭ সালে হজযাত্রার জন্য অনলাইন দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ আগামী ২৪ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীভূমি জেলায় আগামী বছর হজে যেতে ইচ্ছুক যারা এখনও তাদের অনলাইন দরখাস্ত জমা করেননি তারা যেন আগামী ২৪ জুলাইর মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত দাখিল করতে জেলা হজ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন চৌধুরী আবেদন জানিয়েছেন।

আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে হোজাই জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি সভা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ২১ জুলাই : আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে হোজাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিশনার সঞ্জয় দত্ত। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার ভি রাকেশ রেড্ডি, অতিরিক্ত জেলা কমিশনারবৃন্দ, সহকারী পুলিশ সুপার, বিভিন্ন সরকারি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মীরা। সভায় স্বাধীনতা দিবস যথাযথ মর্যাদা, শৃঙ্খলা ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন দফতরের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয় এবং সমন্বিতভাবে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হোজাইবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় এ বছরের স্বাধীনতা দিবস বর্ণাঢ্য ও সুশৃঙ্খলভাবে উদযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীভূমিতে তিন মাসের কেরোসিন বরাদ্দ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২১ জুলাই : শ্রীভূমি জেলায় চলতি জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসের গণবণ্টনের কেরোসিন বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা কমিশনার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, এই তিন মাসের প্রতি মাসে রেশন কার্ড প্রতি ৮০০ মিলিলিটার করে কেরোসিন বণ্টন করা হবে।

ক্যাপিটাল মোড়ে নতুন অটো স্ট্যান্ডের ঘোষণা ঘিরে বিতর্ক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : যানজটে প্রতিদিন হাঁসফাঁস করছে শিলচর। বেহাল রাস্তা, অবৈধ পার্কিং, নিয়ন্ত্রণহীন যানবাহনের চাপে নাভিশ্বাস উঠেছে শহরবাসীর। এরই মধ্যে শহরের অন্যতম ব্যস্ত ক্যাপিটাল মোড়ে পুলিশ ও প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে নতুন অটো স্ট্যান্ড চালুর দাবি সম্বলিত একটি ভিডিওকে ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, শহরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর যানজটপ্রবণ এলাকাগুলির একটিতে সত্যিই কি নতুন অটো স্ট্যান্ডের অনুমতি দেওয়া হয়েছে? যদি দিয়ে থাকে, কোন সমীক্ষার ভিত্তিতে? আর যদি না দিয়ে থাকে, তাহলে এমন দাবি করা হল কীভাবে?

একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওর সত্যতা *সাময়িক প্রসঙ্গ* স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। তবে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নিজেকে শিলচর আরবান ই-অটোরিকশা সংস্থার পদাধিকারী পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ঘোষণা করছেন, পুলিশ ও প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ক্যাপিটাল মোড়ে নতুন অটো স্ট্যান্ড খোলা হয়েছে। তিনি তার সংগঠনের সদস্য মালিক ও চালকদের সেখানে এসে যাত্রী তোলার আহ্বানও জানান। ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, কয়েকটি অটো ইতোমধ্যেই সেখান থেকে চলাচল শুরু করেছে। এরপর তিনি সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, এটি রোজগারের লড়াই, সবাই যেন এই 'যুদ্ধে' সামিল হন। তার বক্তব্য, লড়াই না করলে অটোস্ট্যান্ড চালু করা সম্ভব নয়। এই ঘোষণাই এখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ক্যাপিটাল মোড় এবং সদরঘাট এলাকা এমনিতেই শহরের সবচেয়ে চাপযুক্ত ট্রাফিক করিডরগুলির অন্যতম। অল্প দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে ট্যাক্সি (অ্যাম্বাসেডর) স্ট্যান্ড, বাস টার্মিনাস, সদরঘাট সেতু। রংপুরের দিক থেকে এই পথেই প্রতিনিয়ত শহরে ঢোকে অসংখ্য অটোরিকশা ও অন্যান্য যানবাহন। রাস্তার ধারে রয়েছে ফলের বাজার। পাশাপাশি নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, সদর ডাকঘর, জেলা পরিষদ সহ একাধিক সরকারি দফতর থাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এলাকায় মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। তার ওপর ক্যাপিটাল মোড়ের রাস্তা বছরের অধিকাংশ সময়ই বেহাল অবস্থায় থাকে। এমন একটি জায়গায় যদি নতুন করে যাত্রী ওঠানামার স্থায়ী কেন্দ্র তৈরি হয় তাহলে যান চলাচলের ওপর তার প্রভাব কী হবে তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন সচেতন নাগরিকেরা। তাদের বক্তব্য, অসম মোটরযান বিধি অনুযায়ী গণপরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড বা যাত্রী ওঠানামার স্থান ঘোষণা করার ক্ষমতা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে স্ট্যান্ড নির্ধারণ করতে হয় এবং একবার নির্ধারিত হলে কেবল সেই শ্রেণির যানবাহনই সেখানে দাঁড়াতে পারে। একইসঙ্গে মোটরযান আইন এবং সড়ক চলাচল সংক্রান্ত বিধিতে এমনভাবে যানবাহন দাঁড় করানো নিষিদ্ধ যাতে জনসাধারণের চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় বা যানজট বাড়ে। বিশেষ করে রাস্তার মোড়, বাসস্ট্যান্ড, স্কুল, হাসপাতালের প্রবেশপথ কিংবা প্রধান সড়কের পাশে এমন পার্কিং বা দাঁড় করানো আইনসম্মত নয়। সেই কারণেই এখন একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের কাছে কি সত্যিই এমন কোনও অনুমোদনের নথি রয়েছে? জেলা প্রশাসন কি যানবাহনের চাপ, রাস্তার প্রস্থ, জনসমাগম এবং নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে? নাকি প্রশাসনের নাম ব্যবহার করে নতুন স্ট্যান্ড চালুর চেষ্টা হচ্ছে? যদি দ্বিতীয়টি সত্যি হয়, তাহলে বিষয়টি কি তদন্ত করে দেখা হবে? শহরবাসীর একাংশের বক্তব্য, যেখানে শিলচরকে যানজটমুক্ত করতে প্রতিদিন ট্রাফিক পুলিশ নথিপত্র পরীক্ষা করছে, অবৈধ স্ট্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে এবং যানবাহনের চাপ কমানোর চেষ্টা করছে, সেখানে ক্যাপিটাল মোড়ের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় নতুন অটো স্ট্যান্ডের দাবি সেই প্রচেষ্টাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এখন সকলের নজর জেলা প্রশাসন এবং ট্রাফিক পুলিশের দিকে। কারণ, এই বিতর্কে যত দ্রুত সরকারি অবস্থান স্পষ্ট হবে, ততই কাটবে জনমনের সংশয়।

তিনের পাতার পর

বাঙালি ঐক্যবদ্ধ না হলে ভাষা

বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি। শ্রীভূমি জেলা সমিতির সভাপতি সুবীরবরণ রায় ভাষা আন্দোলনের চেতনা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি তিনি সব ভাষার মর্যাদা রক্ষার পক্ষেও মত প্রকাশ করেন। জেলা সহসভাপতি মাশুক আহমদ পর্যায়ক্রমে বরাকের সমস্ত ভাষা শহিদকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। একই সঙ্গে তিনি ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলন নিয়ে গঠিত মেহেরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ, ১৯৮৬ সালের বিতর্কিত ভাষা সার্কুলারের আনুষ্ঠানিক প্রত্যাহার এবং শম্ভুসাগর উদ্যানের ভাষা শহিদ স্মারক প্রাঙ্গণে আবর্জনা ফেলার ঘটনা বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। এ বিষয়ে পুরসভা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা কামনা করে তিনি সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ভাষাসেনানী সুখেন্দু বিকাশ পাল নতুন প্রজন্মকে ভাষা আন্দোলনের ধারক ও বাহক হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আজকের যুবসমাজ ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। নিজের আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ১৯৮৬ সালের ভাষা সার্কুলার জারির পর তৎকালীন করিমগঞ্জ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। হাজার হাজার ছাত্র-যুবক, সাধারণ মানুষ পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তিনি জানান, আন্দোলনের পর গুয়াহাটির সার্কিট হাউসে তৎকালীন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে ছাত্র-যুব সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহার, ভাষা শহিদদের সরকারি স্বীকৃতি এবং শহিদ পরিবারগুলির চাকরির দাবি উত্থাপন করা হয়। সরকার সার্কুলার প্রত্যাহারের আশ্বাস দিলেও শহিদ পরিবারগুলির পুনর্বাসন ও সরকারি প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই আজও বাস্তবায়িত হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'বাংলা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ভাষা। ১৯৫২ সালে যেমন ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা হয়েছিল, তেমনি ১৯৬১ এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই রাজপথে জগন ও যীশু মাতৃভাষার অধিকারের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। সেই আত্মত্যাগকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া আজও বাকি।' তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাষা সার্কুলার সংক্রান্ত বাকি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, শহিদ পরিবারগুলির প্রতি সরকারি দায়বদ্ধতা পালন এবং ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের দাবি জানান।

নির্মল কুমার সরকার তাঁর বক্তব্যে বর্তমান সময়ে অসমে বাঙালি সমাজকে বিভক্ত করার বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমালোচনা করেন। সম্প্রতি গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সেখানে অসমের বাঙালি জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা হলেও হিন্দু ও মুসলিম বাঙালিকে আলাদা করে দেখানোর প্রবণতা উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, 'একদিকে বলা হচ্ছে জনগণনায় সবাই মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা লিখুক, অন্যদিকে বাস্তবে বিভাজনের রাজনীতি চালানো হচ্ছে। কথার সঙ্গে কাজের মিল না থাকলে সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না।' নির্মলবাবুর অভিযোগ, বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বহু বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে এবং সেখানে অসমিয়া মাধ্যমে শিক্ষা চালু হয়েছে, অথচ ওই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মাতৃভাষা বাংলা। তিনি বলেন, বাঙালিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে, অথচ অসমিয়া সমাজকে একইভাবে বিভক্ত করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, বাংলা ভাষা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা হওয়া সত্ত্বেও সহযোগী রাজ্যভাষার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, যা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিষয়টি নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, বিজেপির জেলা সভাপতি সঞ্জীব বণিক, সুব্রত ভট্টাচার্য, রজত চক্রবর্তী, মলয় চৌধুরী, পূর্ণিমা চৌধুরী, রতিরঞ্জন শর্মা, কালীপদ নাথ প্রমুখ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শহর সমিতির সম্পাদক নীলজকান্তি দাস। ভাষা শহিদ স্মারকে এদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভারত বিকাশ পরিষদ, ২১ জুলাইর ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন সমিতি, শ্রীভূমি পুরসভা, মহিলা উন্নয়ন সমিত, ঋত্বিজ সিনেআর্ট সোসাইটি, রোটারি ক্লাব, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ১৭ আগস্ট ভাষা সমিতি, গীতবিতান, লোকমঞ্চ, জেলা বিজেপি, জেলা কংগ্রেস, এআইডিএসও ইত্যাদি।

শিলচরে উন্মোচিত প্রদীপ দত্তরায়ের

তা নিয়ে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষার ব্যবহার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলস্টেশনে গুলিচালনার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন এখনও প্রকাশ না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

সাহিত্য ও বইয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে অতীন দাশ বলেন, আকারে ছোট বা বড়; প্রতিটি গ্রন্থই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা বহন করে। তাঁর মতে, 'তিন ভুবনের বাঙালি' গ্রন্থে বাঙালি সমাজের সংকট, আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন এবং ভবিষ্যতের নানা দিক গভীরভাবে উঠে এসেছে। তিনি বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সংহতির প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

সাংবাদিক বিকাশ চক্রবর্তী বইটিকে বাঙালি সমাজের বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে উল্লেখ করেন। সাংস্কৃতিক সংগঠক নিখিল পাল লেখক প্রদীপ দত্তরায়ের দীর্ঘদিনের সামাজিক ভূমিকা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার অবস্থানের প্রশংসা করেন। সমাজকর্মী শান্তনু দাসও সমাজসেবায় লেখকের অবদান তুলে ধরেন। স্বাগত ভাষণে প্রদীপ দত্তরায় বলেন, বাঙালি সমাজের ইতিহাস, পরিচয় ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ থেকেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর আশা, বইটি পাঠকদের নিজেদের শিকড়, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি বলেন, 'এই বই যদি মানুষের মনে সামান্য হলেও সচেতনতার স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে পারে, তাহলেই আমার প্রচেষ্টা সফল বলে মনে করব।'

শিক্ষাবিদ হিলাল উদ্দিন লস্কর বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইতিহাসের বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বাঙালি সমাজ এখনও নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। একই সঙ্গে বহু কৃতী বাঙালির অবদান ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তিনি প্রকাশ করেন। এসব বিষয় লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরায় তিনি লেখককে অভিনন্দন জানান। হারাণ দে বলেন, এই অঞ্চলে বাংলা ভাষা এখনও তার প্রাপ্য মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। তিনি বাঙালি সমাজে ঐক্যের অভাব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের নীরবতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ধারাবাহিকভাবে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য প্রদীপ দত্তরায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শেষে উপস্থিত অতিথি, পাঠক ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থান এবং বাঙালি সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা বিশেষভাবে উপস্থিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১১ ভাষা শহিদকে 'রাজ্য শহিদ'

উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন কমলা ভট্টাচার্য, কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব (সত্যেন্দ্রনাথ দেব), কুমুদ রঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর এবং সুকোমল পুরকায়স্থ।

দাবিপত্রে অসম সরকারের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে; বিষয়টি রাজ্য মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১১ ভাষা শহিদকে 'রাজ্য শহিদ' হিসেবে ঘোষণা করা, এ সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা এবং তাঁদের স্মৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে স্মারক নির্মাণ, শিক্ষামূলক উদ্যোগ ও সরকারি পর্যায়ে নিয়মিত স্মরণ কর্মসূচি গ্রহণ। সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এই দাবি বাস্তবায়িত হলে শুধু ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না, পাশাপাশি অসমে ভাষাগত সম্প্রীতি, সাংবিধানিক মূল্যবোধ, ন্যায়, সমতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারও সুস্পষ্ট হবে।

স্মারকপত্রের সঙ্গে ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবরণ, একাদশ ভাষা শহিদের তালিকা, অসম সরকারি ভাষা (সংশোধনী) আইন, ১৯৬১-এর প্রাসঙ্গিক অংশ, তথ্যের অধিকার আইনের অধীনে প্রাপ্ত সরকারি উত্তর, তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর বিবৃতি, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার বক্তব্য, সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সরকারি নথিও সংযুক্ত করা হয়েছে।

সোমবার সংগঠনের পক্ষে স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেন সভাপতি আইনজীবী দিলীপকুমার দাস, আইনজীবী রত্নাঙ্কুর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদিকা অরুন্ধতী গুপ্ত, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমলাভ দাশ, সহসভানেত্রী তুহিনা শর্মা, রঞ্জু দেব, আইনজীবী ধর্মানন্দ দেব, জ্যোতির্ময় নাথ, আইনজীবী সৌমেন ভট্টাচার্য, শিখা নাথ, জিয়াউল হক লস্কর, আলি রাজা ওসমানি, শর্মিলা চক্রবর্তী, অলোকা দেবসহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা। পরে সংগঠনের প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত জেলা কমিশনার রাজীব রায়ের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন। সংগঠনের দাবি, রাজ্য সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে; এমন প্রত্যাশাই আজ বরাক উপত্যকার মানুষের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায়

এই হামলায় মইনুল উদ্দিনের মাথা, চোখ, মুখমণ্ডল, গলা এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়। মাথা ও হাতে একাধিক গভীর ক্ষতের কারণে তাঁকে বেশ কয়েকটি সেলাই দিতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে তাঁকে ডবকা কমিউনিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য হোজাই জেলা অসামরিক হাসপাতাল হয়ে নগাঁওয়ের এজে হাসপাতাল-এ স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, হামলাকারীরা তাঁকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর পকেটে থাকা ১,০০০ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। পরিবারের দাবি, এটি কোনও সাধারণ মারধরের ঘটনা নয়; বরং পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার পর ডবকা থানায় হত্যার চেষ্টা, গুরুতর হামলা, নগদ অর্থ ছিনতাই, ষড়যন্ত্র এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মূল অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছে।

এদিকে পরিবারের দাবি অনুযায়ী, অন্যতম অভিযুক্ত ফখর উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে জড়িত সকল অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার এবং কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে পরিবার, স্থানীয় রাইজর দল এবং সচেতন মহল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সচেতন নাগরিকদের দাবি, দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক প্রশাসন।

'বরাকে বেঞ্চ, বিরোধিতায় হাইকোর্টের

গিয়ে কমিটির সভাপতি আইনজীবী ধ্রুবকুমার সাহা সহ অন্যান্যরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি দু'জনের কাছেই তারা আশাব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছেন।

প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিকেলের দিকে সাক্ষাৎ করেন প্রধান বিচারপতির সঙ্গে। প্রায় এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের সাক্ষাৎপর্বে প্রধান বিচারপতি গুরুত্ব সহকারে তাদের বক্তব্য শুনে ইতিবাচক মনোভাব দর্শিয়ে এনিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুই মাস অপেক্ষা করতে বলেছেন। ধ্রুববাবুরা জানান, প্রধান বিচারপতি তাদের কাছে পাল্টা বেশ কিছু প্রশ্নও উত্থাপন করেন। প্রশ্নের সূত্রেই একসময় বলে ওঠেন, 'আপনাদের পেশার কিছু লোকই তো চাইছেন না বরাক উপত্যকায় হাইকোর্টের বেঞ্চ হোক।' এর জবাবে তারা বলেন, ৪০ থেকে ৫০ জন হয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থে বিরোধিতা করছেন। তবে এর পাশাপাশি উপত্যকার কয়েক লক্ষ লোক চাইছেন হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এই বার্তালাপের প্রসঙ্গ খোলসা করে ধ্রুবুবাবুরা বলেন, হাইকোর্টের একাংশ আইনজীবী নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে চাইছেন না বরাক উপত্যকায় স্থায়ী বেঞ্চ হোক। বরাক উপত্যকায় রয়েছেন দালাল প্রকৃতির এক শ্রেণির লোক। যারা এখান থেকে মক্কেল ধরে নিয়ে যান হাইকোর্টের সিন্ডিকেটভুক্ত ওই একাংশ আইনজীবীর কাছে। আর গৌহাটি হাইকোর্টে প্রায় ৪০ শতাংশ মামলাই বরাক উপত্যকার। এখানে বেঞ্চ স্থাপন হলে তাঁদের এই বিরাট ব্যবসা মার খেয়ে যাবে ভেবে সিন্ডিকেটভুক্ত একাংশ আইনজীবী ও তাদের দালালরা এতে বাধা দিতে চাইছেন। ধ্রুববাবুরা জানান, উপত্যকায় হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপন কেন জরুরি, সামগ্রিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তারা তৈরি করেছেন এক 'ভিশন ডকুমেন্ট'। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য তা তারা তুলে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতির কাছে। তাদের আশা দুই মাস পর প্রধান বিচারপতির তরফে অবশ্যই ইতিবাচক বার্তা আসবে।

প্রধান বিচারপতির আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গে তারা জানান, মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন পুরোপুরি ইতিবাচক। প্রধান বিচারপতির তরফে ইতিবাচক বার্তা এলেই সরকার করণীয় সবকিছু দ্রুত করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্বে তাদের সঙ্গে দুই বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায় এবং কিশোর নাথও ছিলেন বলে জানিয়ে ধ্রুববাবুরা বলেন, সে সময় মুখ্যমন্ত্রী কিশোর নাথকে তাঁর নির্বাচনী এলাকা বড়খলায় বেঞ্চ স্থাপনের জন্য জমি দেখে রাখতেও বলেন। একথা জানিয়ে ধ্রুববাবুরা বলেন, সবকিছু ইতিবাচকভাবে ঘটলে হয়তো বড়খলায় বেঞ্চ স্থাপনের চিন্তাভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায়। তবে তারা নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নিয়ে দাবি জানাচ্ছেন না। তাদের দাবি বরাক উপত্যকার যেকোনও স্থানে স্থাপন হোক বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির মতো মুখ্যমন্ত্রীর হাতেও তৈরি 'ভিশন ডকুমেন্ট' তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে আক্ষেপ ব্যক্ত করে ধ্রুববাবুরা বলেন, দাবি আদায়ে কমিটি এভাবে দফায় দফায় বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নিয়ে চললেও, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এক ভুঁইফোঁড় সংগঠন এই কৃতিত্ব হরণ করে নিতে চাইছে। তাদের সব কার্যকলাপ নিজেদের বলে প্রচার করছে ওই ভুঁইফোঁড় সংগঠন। এদিন কথা প্রসঙ্গে তারা জানান, হাইকোর্টের বেঞ্চ ছাড়াও বরাক সচিবালয়ের আওতায় ডিমা হাসাও জেলাকেও নিয়ে আসার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। কমিটির অন্য কর্মকর্তা আইনজীবী ধর্মানন্দ দেব বলেন, বেঞ্চ উপত্যকার কোথায় স্থাপিত হবে এনিয়ে তাদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই। এই দাবির সঙ্গে জড়িত রয়েছে বরাক উপত্যকার স্বার্থ। তাই উপত্যকার উপযুক্ত যে কোনও স্থানে স্থাপন করলে তাদের কোনও আপত্তি নেই। আইনজীবী শান্তনু নায়েক বলেন, হাইকোর্টের বেঞ্চের দাবি নিয়ে তারা উপত্যকার অনেক জনপ্রতিনিধির কাছ থেকেই ইতিবাচক সমর্থন পাচ্ছেন। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এই দাবি বাস্তবে রূপ নেবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভাস দেব, নিখিল পাল, তুহিনা শর্মা, দেবমিতা চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় নাথ প্রমুখ।

ভাগায় মুন্নাভাই-র চিকিৎসা কেন্দ্রে

স্বাভাবিক হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার কথা প্রচার হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য বিভাগ। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালকের নির্দেশে বিভাগীয় এক প্রতিনিধিদল এল প্রতাপ সিনহার প্রতিষ্ঠান ডাঃ সুরজিৎ সিনহা মেমোরিয়াল হেলথ কেয়ার মেডিসিন -এ গিয়ে তদন্ত চালান। তদন্তকারী দলে ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক ডাঃ শ্রীময়ী সিকদার সহ বিভাগীয় কর্মী সৈকত চক্রবর্তী এবং ধলাই উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট সেরাব উদ্দিন আহমদ। তদন্ত প্রক্রিয়ার পর ডাঃ শ্রীময়ী সিকদার জানান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বীকৃত কোনও ডিগ্রি বিনে প্রতাপ সিনহা রোগী দেখছেন এই খবর পাওয়ার পর যুগ্ম সঞ্চালক তাদের তদন্তের জন্য পাঠান। এদিন প্রতাপ সিনহার প্রতিষ্ঠানে পৌঁছার পর তারা দেখতে পান কয়েকজন রোগী বেরিয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতলে গেলে দেখা যায়,রয়েছে বেড এবং স্যালাইন স্ট্যান্ড। জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রতাপ সিনহা রোগী দেখার কথা স্বীকার করেন। তারা তার জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। এবার এনিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করা হবে। সেরাব উদ্দিন স্বীকার করেন, প্রতাপ সিনহার বিরুদ্ধে দুই বছরের যে শিশুর চিকিৎসায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে তাকে চিকিৎসার জন্য প্রথমত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ভাগা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এরপর ধলাই হাসপাতালে স্থানান্তর করে চিকিৎসার পর শিশুটির অবস্থার উন্নতি হয়। এল প্রতাপ সিনহা সম্পর্কে জানা গেছে, কোনও বৈধ চিকিৎসার ডিগ্রি না থাকলেও নিজের নামের আগে ডাঃ লিখে প্রেসক্রিপশন ছাপিয়ে তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই রোগীদের চিকিৎসা করে আসছেন। এবার স্বাস্থ্য বিভাগ তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়, দেখার বিষয় তা-ই। স্বাস্থ্য বিভাগের এক সূত্র জানান, এল প্রতাপ সিনহাকে রোগী দেখার জন্য আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কথা দিয়েছিলেন, রোগী দেখবেন না। কিন্তু এবার স্পষ্ট হয়ে গেল, রোগী দেখা চালিয়েই যাচ্ছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে এবার অবশ্যই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান সূত্রটি।

দামছড়া-চন্দ্রনাথপুর সেকশনে

জানা গেছে। ফলে লাইনচ্যুত চাকা কিছু দূর পর্যন্ত রেললাইনের ওপর ঘষটে যাওয়ায় রেললাইন ও স্লিপারের ব্যাপক ক্ষতি হয়। দুর্ঘটনার জেরে শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, রঙ্গিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস-সহ একাধিক যাত্রীবাহী ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে। খবর পেয়ে এনএফ রেলের উদ্ধারকারী ও প্রকৌশল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ শুরু করে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর দুপুর প্রায় ২টার দিকে ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ মেরামত করে ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে আটকে থাকা ট্রেনগুলো নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আপাতত দুর্ঘটনাস্থল দিয়ে ট্রেনগুলোকে ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার গতিসীমা মেনে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, চালবোঝাই মালগাড়িটি মণিপুরের খোংসাংয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল। কী কারণে লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে রেল কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে।

জনকল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে

এলাকার সাব-সেন্টারগুলিতে এমবিবিএস চিকিৎসক নিয়োগের পরিকল্পনাও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হাইলাকান্দি জেলা সহ নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের বিষয়েও বাজেটে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়া বরাক উপত্যকায় এইমসের স্যাটেলাইট কেন্দ্র স্থাপনের জন্যও বাজেটে পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাকের মিনি সেক্রেটারিয়েটকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্যও অর্থ বরাদ্দ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ড. মিলন দাস আরও বলেন, বরাক উপত্যকার উন্নয়নের জন্য পৃথক উন্নয়ন মন্ত্রক গঠন এবং সেই মন্ত্রকের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির বিকাশ, গুয়াহাটিতে স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণ, ভবিষ্যতের মেট্রো রেল প্রকল্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণে জলসম্পদ বিভাগের উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ বিভাগের সমন্বিত পরিকল্পনা, মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর ঋণ প্রকল্পে ৫০০ কোটিরও বেশি বরাদ্দ, রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য ১০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে শিলচরের গুরুচরণ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দের বিষয়েও তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন, এই বাজেট যুবক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী ও প্রবীণসহ সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষের কথা বিবেচনা করেই তৈরি করা হয়েছে। বাজেট সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাম্প্রতিক ঘোষণা উল্লেখ করে বলেন, বরাক উপত্যকার জন্য দিল্লিতে পৃথক 'বরাক ভবন' নির্মাণের সিদ্ধান্ত এই অঞ্চলের মানুষের অনেক সহায়তা করবে। এর জন্য তিনি হাইলাকান্দি জেলার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির উপ-সভানেত্রী মুন স্বর্ণকার, জেলা বিজেপি সভাপতি কল্যাণ গোস্বামী, জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় রায়সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এলআইসির আর্থিক সহায়তায়

জোনের কর্পোরেট কমিউনিকেশনের রিজিওনাল ম্যানেজার নীলাদ্রি মজুমদার এবং বর্ধমান ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার শুভেন্দু কুমার সাহাসহ এলআইসি-র অন্যান্য আধিকারিক, পরমানন্দ মিশনের প্রতিনিধিরা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন ছাত্রাবাস চালু হওয়ায় পরমানন্দ মিশনে অধ্যয়নরত অনাথ ছাত্রদের আবাসন-সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের একটি প্রয়োজন পূরণ হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত। পাশাপাশি, এলআইসির এই উদ্যোগকে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ফ্রি অ্যাডমিশনের দাবিতে পাথারকান্দি

শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের দাবিগুলি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দফতরে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হবে। স্মারকলিপিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভর্তি, অতিরিক্ত ফি প্রত্যাহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও ছাত্রবান্ধব করার দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদিও এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি পূরণ না হলে পাথারকান্দি কলেজ থেকেই বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হবে এবং জেলার অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও এই আন্দোলনে সামিল করা হবে। শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ হলেও শিক্ষার্থীদের অবস্থান ছিল অনড় এবং তাঁদের দাবি ঘিরে আগামী দিনে শ্রীভূমির শিক্ষামহলে নতুন করে আন্দোলনের আবহ তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে পুলিশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শ্রীভূমিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি সিপিএমের

অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার নিন্দা

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২১ জুলাই : দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশনরত সমাজকর্মী তথা বিজ্ঞানী সোনম ওয়াংচুককে দিল্লি পুলিশ জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে রবিবার শ্রীভূমির স্থানীয় অনুকুল সাগর পাড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সিপিএমের করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। দলের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা না করা এবং পুলিশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে সরব হন দলীয় নেতারা। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক পরিতোষ দাশগুপ্ত অভিযোগ করেন, সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট)-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দেশের ছাত্র-যুবরা দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার একপেশে মনোভাব গ্রহণ করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। পরিতোষ দাশগুপ্ত বলেন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহার প্রতিবাদে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক অনশনে বসেছিলেন। দীর্ঘ ১৯ দিন অনশন চালানোর ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি হাইকোর্টও তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। তার অভিযোগ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে আলোচনা না করে দিল্লি পুলিশকে দিয়ে তাঁকে জোর করে অনশনস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর সঙ্গে বাইরের মানুষের যোগাযোগ সীমিত করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পরিতোষ দাশগুপ্ত আরও বলেন, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে দেখা করার অনুমতি দিলেও পুলিশ তাকে ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে ওয়াংচুকের স্ত্রীও তার স্বামীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না পাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে তিনি দাবি করেন। বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার অভিযোগ তুলেন। তিনি বলেন, সরকারের নীতির বিরোধিতা করলেই তাকে দেশদ্রোহিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং পুলিশি শক্তি প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের চেষ্টা চলছে। তার দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করার নীতি গ্রহণ করেছে এবং সাধারণ মানুষের অধিকারের উপর একের পর এক আক্রমণ নেমে আসছে। কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে পরিতোষ দাশগুপ্ত বলেন, অতীতেও কৃষকদের আন্দোলনের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের একইধরনের ভূমিকা দেখা গিয়েছিল। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে ক্ষমতায় আসা কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে দুর্নীতির প্রশ্নে আগের সব সরকারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসছে বলেও তিনি দাবি করেন। সোনম ওয়াংচুককে জোর করে পুলিশ দিয়ে অনশন ভাঙানোর চেষ্টার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণতান্ত্রিক মানুষ ও বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনে নেমেছে বলে দাবি করেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে দেশের গণতান্ত্রিক মানুষকে নিজেদের অধিকার রক্ষায় আরও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান সিপিএমের জেলা সম্পাদক। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের করিমগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক অরুণ দত্ত, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কালীপদ নাথ, জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জেন্দু নাথ সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

শ্রীভূমিতে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জেলা সিপিএমের নেতা-কর্মীরা।

মাতৃভাষা আন্দোলনের শহিদ জগন্ময় ও দিবেন্দুকে স্মরণ তিনটি সংগঠনের

অস্থায়ী শহিদ বেদীতে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও ও এআইএমএসএস সদস্যরা। মঙ্গলবার শিলচরে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই মাতৃভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস। মঙ্গলবার শিলচরের শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে এবং ধোয়ারবন্দ বাজারে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের বিতর্কিত 'সেবা' সার্কুলারের মাধ্যমে অসমিয়া ভাষা তৃতীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই ঐতিহাসিক মাতৃভাষা আন্দোলনে এআইডিএসও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই আন্দোলনে করিমগঞ্জ শহরে ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন অসমের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গুলি চালিয়ে মাতৃভাষাপ্রেমী জগন্ময় দেব ও দিবেন্দু দাসকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের আত্মবলিদানের পর গোটা বরাক উপত্যকায় আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। এতে অসম সরকার সেবা সার্কুলার সাময়িকভাবে স্থগিত করতে বাধ্য হয়।

প্রতি বছর এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দুই বীর শহিদকে স্মরণ করে। মঙ্গলবার শিলচরের শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে অস্থায়ী শহিদ বেদী স্থাপন করে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধানিবেদন করেন এআইডিওয়াইও-এর জেলা সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্য, এআইএমএসএস-এর খাদেজা বেগম লস্কর এবং এআইডিএসও-এর কাছাড় জেলা কমিটির সহ-সভাপতি পল্লব ভট্টাচার্য ও জেলা সম্পাদক স্বপন চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। অন্যদিকে ধোয়ারবন্দ বাজারে আয়োজিত অনুরূপ একটি কর্মসূচিতে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন এআইডিওয়াইও-র জেলা সভাপতি দিলীপকুমার রী সহ স্থানীয় নেতারা। স্মরণ সভা থেকে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়,উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তি যেভাবে মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে সেটা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এই চক্রান্ত প্রতিহত করতে সর্বস্তরের জনগণকে একজোট হয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তারা।

মহাকল আঞ্চলিক নদওয়া ও যুব নদওয়ার কমিটি পুনর্গঠন

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ২১ জুলাই : সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পুনরায় গঠিত হয়েছে মহাকল আঞ্চলিক নদওয়া ও যুব নদওয়ার কমিটি। রবিবার বদরপুর থানার অধীন মহাকল ঠাকুর দিঘীরপার পূর্ব মসজিদে আঞ্চলিকের অধীন সব কর্মকর্তা সহ অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে দুপুর ১১টায় শুরু হয় সাধারণ সভা। এতে করিমগঞ্জ অর্থাৎ শ্রীভূমি জেলা নদওয়ার পক্ষে নিযুক্ত দুই পর্যবেক্ষক যথাক্রমে মওলানা আজমল হোসাইন এবং কালীগঞ্জ আঞ্চলিক যুব নদওয়ার সম্পাদক মওলানা মাহিন আহমদ তাপাদার অংশ নেন। সভায় আঞ্চলিকের বিগত কার্যকালের কাজকর্ম উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এরপর বিশদ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় নদওয়ার নির্দেশ অনুযায়ী মহাকল আঞ্চলিক নদওয়া ও যুব নদওয়ার কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটিতে সভাপতি হিসেবে মওলানা আব্দুল করিম ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফারুক হোসাইন তাপাদারকে ফের মনোনীত করা হয়। সহ-সভাপতি আব্দুল বাতিন, সহ-সম্পাদক হিসাবে সাহাব উদ্দিন ও আব্দুল বাসিতকে মনোনীত করা হয়।

এছাড়া আঞ্চলিকের প্রচার সম্পাদক হিসেবে কামাল আহমদকে এদিনের সভায় নির্বাচিত করা হয়। এদিকে যুবকদের উৎসাহিত করতে ১৬জন সদস্যকে নিয়ে মহাকল আঞ্চলিক যুব নদওয়ার কমিটিও পুনর্গঠন করা হয়েছে। যুব নদওয়ার সভাপতি হিসেবে মওলানা আব্দুল করিম ও সম্পাদক হিসেবে দিলোয়ার হোসাইন তাপাদারকে মনোনীত করা হয়। সহ সম্পাদক হিসেবে সালমান আহমদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক হিসেবে কামাল আহমদকে মনোনীত করা হয়। কমিটিতে বেশ কয়েকজন সদস্যও রয়েছেন। মহাকল আঞ্চলিকের পক্ষে জেলা প্রতিনিধিদেরও মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল কালাম তাপাদার, মওলানা আব্দুল করিম, কামাল আহমদ, হাফিজ খয়রুল হক এবং যুব নদওয়ার প্রতিনিধি হিসেবে সালমান আহমদ তাপাদার, হাফিজ সালেহ আহমদ সহ আরও কয়েকজনকে মনোনীত করা হয়। সভা শেষে আগামীদিনে সংগঠনকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করে বিশ্বশান্তির উদ্দেশে প্রার্থনা করেন মওলানা আজমল হোসাইন। মহাকল আঞ্চলিক নদওয়ার প্রচার সম্পাদক কামাল আহমদ এ খবর জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বড়খলা মাতৃভূমি ক্লাবের কর্মকর্তারা।

সার্কেল অফিস অনুমোদনের জন্য সন্তোষ বড়খলার মাতৃভূমি ক্লাবের

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ২১ জুলাই : বড়খলাবাসীর দীর্ঘদিনের গণদাবি সার্কেল অফিস অনুমোদন লাভ করেছে। সম্প্রতি অসম বিধানসভা অধিবেশনে বড়খলায় সার্কেল অফিস অনুমোদনের কথা ঘোষণা করায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বড়খলা মাতৃভূমি ক্লাব। সোমবার বড়খলা মাতৃভূমি ক্লাবের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সার্কেল অফিসটি বড়খলার আশপাশে কোথাও নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। তাদের কথায়, বড়খলা বাদামবাড়িতে অনেক সরকারি জমি অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। সেই জায়গায় সার্কেল অফিস নির্মাণ করা যেতে পারে। রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা। এছাড়া বড়খলায় রয়েছে থানা, বড়খলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বড়খলা উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয় ইত্যাদি। অন্যদিকে, বড়খলা উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ের পাশে রয়েছে বড়খলা গার্লস এমই স্কুল। ওই স্কুলের অনেক জায়গা রয়েছে। যেহেতু বর্তমানে স্কুলে ছাত্রছাত্রী নেই তাই স্কুলটি আশপাশের কোনও স্কুলের সঙ্গে একত্রিকরণ করে সেই স্কুলের জায়গায় সার্কেল অফিস নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন বড়খলা মাতৃভূমি ক্লাবের কর্মকর্তারা। এতে উপস্থিত ছিলেন বড়খলা মাতৃভূমি ক্লাবের সম্পাদক গৌতম ধর চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ অনিমেষ চক্রবর্তী, এক্স আর্মি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুরজিৎ সিংহ, গোপাল ধর চৌধুরী, লিপিকা দাস, অঞ্জলি দাস প্রমুখ।

বদরপুরে লায়ন্স ক্লাবের শিবিরে ৭৯জনের বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা

সাময়িক প্রসঙ্গ, তারিণীপুর, ২১ জুলাই : লায়ন্স ক্লাব অব বদরপুর গ্রেটারের ২০২৬-২৭ কার্যবর্ষের প্রথম বিনামূল্যের চক্ষু পরীক্ষা শিবির সোমবার কাছাড় জেলার বদরপুরঘাটের কালাইরবন্দ সরকারি সিনিয়র বেসিক স্কুল প্রাঙ্গণে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। লায়ন্স ক্লাব অব বদরপুর গ্রেটার ও শিলচর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে মোট ৭৯ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। চক্ষু পরীক্ষায় ১৬ জনের চোখে ছানি (ক্যাটারাক্ট) সনাক্ত করা হয়। তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আইওএল মাইক্রোসার্জারির জন্য শিলচর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় আক্রান্ত ৪১ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

শিবির উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সভায় লায়ন্স ক্লাব অব বদরপুর গ্রেটারের সভাপতি ডাঃ স্বপনকুমার দাস, আইপিপি মুকেশ আগরওয়াল সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে লায়ন্স আন্দোলনের মানবিক অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাবের সদস্য,স্বেচ্ছাসেবক, বদরপুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের সদস্য এবং শিলচর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় শিবিরটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

লায়ন্স ক্লাব অব বদরপুর গ্রেটার আয়োজিত শিবিরে রোগীদের চক্ষু পরীক্ষার একটি দৃশ্য।

অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী বিনোদ সিনহার মৃত্যুতে শোক বুরুঙ্গায়

বিনোদ সিনহার শোকসভায় উপস্থিত বিশিষ্টজন। সোমবার বুরুঙ্গায়।

আব্দুস সুবহান লস্কর

কাটিগড়া, ২১ জুলাই : অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাকর্মী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনোদ সিনহার মৃত্যুতে বুরুঙ্গা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে সোমবার সন্ধ্যায় এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার নারী-পুরুষ সহ সব স্তরের মানুষ উপস্থিত হয়ে বিনোদ সিনহার মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেন। বুরুঙ্গা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সম্পাদক সুধাংশু সরকার প্রয়াত বিনোদ সিনহার কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, ত্যাগ, কর্মদক্ষতা ও সমাজসেবা ছিল প্রয়াতের জীবনের মূল মন্ত্র। প্রয়াতের কর্মজীবন শুরু হয় দেশসেবার মাধ্যমে। পরিবার-পরিজনের মোহ ত্যাগ করে যৌবনকাল কাটিয়ে দেন দেশসেবার গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হন তিনি। গত দু'বছর আগে বুরুঙ্গায় স্টার সিমেন্টের কারখানা নির্মাণের জন্য কোম্পানির কর্মকর্তারা তৎপরতা শুরু করলে প্রয়োজন ছিল প্রচুর পরিমাণ জমির। কিন্তু জমির ব্যবস্থা না হওয়ায় বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়ায়। সর্বপ্রথম বিনোদ সিনহা বহু মূল্যের জমি যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে দান করেন। জমি দান করে তিনি বলেছিলেন, স্থানীয় শিক্ষিত যুবক-যুবতী ও শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে জমি দান করা সার্থক হবে। অনুরূপভাবে প্রয়াত সুনীল সরকার সহ স্থানীয় আরও কিছু জমির মালিক জমি দান করেন স্টার সিমেন্টে। জমিদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা ছিল প্রয়াত বিনোদ সিনহা ও প্রয়াত সুনীল সরকারের। তবে আক্ষেপের বেদনাদায়ক বিষয় হল, জমি দান করলেও সুনীল সরকার ও বিনোদ সিনহা উভয়ই স্টার সিমেন্টের পূর্ণতা ও স্থানীয় বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে সেটা দেখে যেতে পারলেন না। সংগঠনের সভাপতি মৃণাল সিনহা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই পৃথিবীতে কেউই অমর নয় তবে যারা সমাজের জন্য ত্যাগ ও দান করে গেছেন তারা মরেও অমর হয়ে থাকবেন। প্রয়াত বিনোদ সিনহার ছেলে বিজন সিনহারও সমাজের উন্নতিকল্পে কাজ করার মানসিকতা রয়েছে বলে তিনি জানান। এদিনের শোকসভায় অর্গানাইজেশনের কর্মকর্তা ও সদস্যরা সামিল হয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। দু'মিনিট নীরবতা পালন করে প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন তারা সবাই। উল্লেখ্য, ৭৭ বছরের বিনোদ সিনহা কিছুদিন ধরে অসুস্থতা বোধ করায় শিলচরের এক বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় ১১ জুলাই সকাল ছ'টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

ভারতমালা প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের দু'বছরে মেলেনি ক্ষতিপূরণ, সঙ্কটে হাতিখিরা চা-বাগান

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গাড়কারির হস্তক্ষেপ দাবি

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২১ জুলাই : দেশের অন্যতম বৃহৎ সড়ক অবকাঠামো প্রকল্প ভারতমালা প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু সেই উন্নয়নের আড়ালে যদি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ন্যায্য প্রাপ্য বছরের পর বছর আটকে থাকে তাহলে সেই উন্নয়নের সুফল কতটা অর্থবহ সেই প্রশ্নই এখন উঠতে শুরু করেছে। অসমের শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি কেন্দ্রের ঐতিহ্যবাহী হাতিখিরা চা-বাগান আজ ঠিক এমনই এক সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে। জমি অধিগ্রহণ হয়েছে, আদালতের নির্দেশও রয়েছে। কিন্তু দুই বছর কেটে গেলেও মেলেনি ক্ষতিপূরণের অর্থ। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চাভিলাষী 'ভারতমালা প্রকল্প' একদিকে যেমন নতুন নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে, অন্যদিকে সেই উন্নয়নের মূল্য দিতে হচ্ছে বহু মানুষ ও প্রতিষ্ঠানকে। উন্নয়নের স্বার্থে জমি,সম্পত্তি এবং জীবিকার উৎস হারিয়েও যদি ক্ষতিগ্রস্তরা বছরের পর বছর ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পান তবে সেই উন্নয়ন প্রশ্নের মুখে পড়ে। এমনই এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে হাতিখিরা চা-বাগানে। অভিযোগ মতে,ভারতমালা প্রকল্পের প্যাকেজ নং-৬ এর আওতায় বদরপুর-চুরাইবাড়ি চার লেন জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণের জন্য হাতিখিরা চা-বাগানের বিস্তীর্ণ এলাকা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণের সব সরকারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বহু আগেই। ক্ষতিপূরণের অঙ্কও নির্ধারিত হয়েছে।

এমনকি আদালতের নির্দেশও রয়েছে। কিন্তু সবকিছু সম্পন্ন হওয়ার পরও প্রায় দুই বছর ধরে বকেয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ না পাওয়ায় আজ চরম আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে পড়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে শত শত চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জীবনে। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাড়কারির দ্বারস্থ হয়েছে হাতিখিরা চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগানের সিইও আরপি সিং শ্রীভূমির জেলা কমিশনারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উদ্দেশে একটি বিস্তারিত স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন। একইসঙ্গে স্মারকপত্রের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার এবং পাথারকান্দির সার্কল অফিসারের কাছেও। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য হাতিখিরা চা-বাগানের প্রায় ১০ হেক্টর উৎপাদনশীল জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এই জমির মধ্যে ছিল বহু বছরের পরিচর্যায় গড়ে ওঠা চা-বাগান, শ্রমিকদের আবাসন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বিভিন্ন অবকাঠামো এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তি। জমি অধিগ্রহণের ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার চা গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি বাগান কর্তৃপক্ষের। এই অংশ থেকেই প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার কেজি চা উৎপাদিত হত যা বাগানের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস ছিল। জমি হারানোর ফলে উৎপাদন কমে যাওয়ার পাশাপাশি রাজস্বেও বড়ধরনের ধাক্কা লেগেছে। ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ সালিশি আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত প্রায় ৫৪ হাজার চা গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশের পর জমি ও সম্পত্তির মূল্যায়ন এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয়।

সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরছেন বাগানের সিইও আরপি সিং।

কিন্তু অভিযোগ, এনএইচআইডিসিএল এখন পর্যন্ত সেই অর্থ ছাড় করেনি। ফলে আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় দীর্ঘ দুই বছর ধরে ক্ষতিপূরণের অর্থের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন ক্ষতিপূরণের অর্থ আটকে থাকায় হাতিখিরা চা-বাগানের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। বাগান কর্তৃপক্ষের মতে, এই আর্থিক সঙ্কট অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে উৎপাদন আরও কমে যেতে পারে। একইসঙ্গে শত শত স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক এবং তাদের পরিবার জীবিকার অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারেন। স্মারকপত্রে বাগান কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, দেশের উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণে তারা সহযোগিতা করেছে। কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থে জমি ও সম্পত্তি হারানোর পরও যদি বছরের পর বছর ক্ষতিপূরণ না মেলে তবে তা ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি চরম অবিচারের সামিল। তাদের বক্তব্য, ক্ষতিপূরণের অর্থ আটকে থাকায় শুধু একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান নয়, বরং শত শত শ্রমিক পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্মারকপত্র জমা দেওয়ার পর আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাগানের সিইও আরপি সিং বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য ভারতমালা প্রকল্প অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তবে উন্নয়নের নামে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাড়কারির কাছে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আবেদন জানান এবং সংশ্লিষ্ট এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বকেয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ ছাড়ের নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দ্রুত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হলে বাগানের আর্থিক সঙ্কট অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং চা শিল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রমও পুনরায় গতি পাবে।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের রাজস্ব ৫০০ কোটিতে উন্নীত করার লক্ষ্য

অসম বাজেটকে স্বাগত জানালেন সিইএম

বিপ্লব দেব

হাফলং, ২১ জুলাই : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবলাল গার্লোসা ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের অসম বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে একে ভারসাম্যপূর্ণ, জনমুখী ও উন্নয়নমুখী বাজেট বলে অভিহিত করেছেন। সোমবার হাফলংয়ের অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, এবারের বাজেটে ডিমা হাসাও জেলার জন্য সন্তোষজনক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নারী ক্ষমতায়ন, যুব উন্নয়ন, পর্যটন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা পাহাড়ি জেলার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গার্লোসা মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং অর্থমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে হাফলংয়ের বিধায়ক রূপালি লাংথাসা এবং বিজেপির জেলা সভাপতি ধৃতি থাওসেন উপস্থিত ছিলেন। দেবোলাল গার্লোসা বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে পরিষদের বার্ষিক রাজস্ব আয় প্রায় ১২০ কোটি টাকা হলেও, তা বাড়িয়ে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ পরিষদের আর্থিক সক্ষমতা আরও সুদৃঢ় করবে এবং জেলার পরিকাঠামো ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

পাশাপাশি ডিমা হাসাওয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পরিষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সিইএম দেবোলাল গার্লোসা।

দিল্লিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে গুয়াহাটিতে এআইডিএসওর বিক্ষোভ

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২০ জুলাই : দিল্লিতে ন্যায়সঙ্গত দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে সোমবার গুয়াহাটির উলুবাড়ি ভলবো পয়েন্টে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস এবং যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও। যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান তুলে প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভকারীরা নিট-ইউজি-সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, পরীক্ষা পরিচালনাকারী ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) বিলুপ্ত করা, সোনম ওয়াংচুক-সহ আন্দোলনকারীদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া এবং আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি দমন-পীড়ন বন্ধের দাবি জানান।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএস-এর আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য স্বর্ণলতা চলিয়া। তিনি অভিযোগ করেন, নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনকে দমন করতেই সরকার অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি রোধের পরিবর্তে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশি দমন-পীড়ন চালিয়ে সরকার শিক্ষার্থীদের প্রতি চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, জাতীয় স্তরের পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় ব্যর্থতার দায়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবিলম্বে পদত্যাগ, এনটিএ বিলুপ্ত করা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আদালতের তত্ত্বাবধানে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বর্ণলতা চলিয়া বলেন, দমনমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে আন্দোলনের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশজুড়ে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এআইডিওয়াইও-র আসাম রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক বিজিত কুমার সিনহা, এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি হিল্লোল ভট্টাচার্যসহ তিন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গুয়াহাটি শিল্প গ্রামে জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে লঙ্কার আদি যোগ কেন্দ্রের উজ্জ্বল সাফল্য

সাময়িক প্রসঙ্গ, লঙ্কা, ২১ জুলাই : গত ১৮ ও ১৯ জুলাই গুয়াহাটি শিল্প গ্রামে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করেছে লঙ্কার আদি যোগ কেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কেন্দ্রটির চারজন ছাত্রছাত্রী নিজ নিজ বিভাগে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে লঙ্কা, হোজাই জেলা এবং আসামের নাম উজ্জ্বল করেছে। প্রতিযোগিতায় রণশরাজ গুপ্তা নিজের বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ইপশিতা দেবী তৃতীয়, মানভী চন্দ চতুর্থ এবং অদ্রিজা পাল অষ্টম স্থান অধিকার করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এই সাফল্যে আদি যোগ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক রাহুল দে আনন্দ প্রকাশ করে জানান, ছাত্রছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম, নিয়মিত অনুশীলন এবং একাগ্রতার ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও ভালো ফল করার লক্ষ্যে তাঁরা প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন। লঙ্কার ক্রীড়াঙ্গনে এই সাফল্য নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমী ও শুভানুধ্যায়ীরা কৃতী যোগাসন প্রতিযোগী এবং তাঁদের প্রশিক্ষককে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বয়তুল মাল তহবিল থেকে গরিব শিক্ষার্থী ও অসহায় পরিবারের পাশে কাঁঠালতলি আঞ্চলিক এমারতে শরয়িয়াহ

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ২১ জুলাই : সমাজের অসহায়, দরিদ্র ও মেধাবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল কাঁঠালতলি আঞ্চলিক এমারতে শরয়িয়াহ ও নদওয়াতুত তামির। প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় চলতি বছরও বয়তুল মাল তহবিলের অর্থ স্বচ্ছ ও পরিকল্পিতভাবে প্রকৃত উপকারভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গরিব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন এগিয়ে নিতে আর্থিক সহায়তা এবং বসতঘর মেরামতের জন্য অসহায় পরিবারের হাতে প্রয়োজনীয় টিন তুলে দিয়ে সংগঠনটি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, চলতি বছরের বয়তুল মাল তহবিলের অর্থের একটি অংশ গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তায় ব্যয় করা হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের বসতঘর মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় টিন সরবরাহ করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সম্প্রতি কাঁঠালতলিতে আয়োজিত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এলাকার ১১ জন গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। অপরদিকে, বয়তুল মাল তহবিলের অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তিনজন অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তির বসতঘর মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় টিন প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের বাড়িতে গিয়ে টিনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝিয়ে দেন আঞ্চলিক নদওয়াতুত তামিরের নেতৃবৃন্দ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক নদওয়াতুত তামিরের সম্পাদক মওলানা মুজির উদ্দিন, সহ-সম্পাদক মওলানা ইমরান হোসেন, সক্রিয় সদস্য মওলানা এনামুল হক, হাফিজ ফয়জুল ইসলাম সহ অন্যান্য সদস্যরা। আঞ্চলিক নদওয়াতুত তামিরের সম্পাদক মওলানা মুজির উদ্দিন জানান, চলতি বছরে বয়তুল মাল তহবিলে মোট ৩১ হাজার ৪৯৬ টাকা বরাদ্দ আসে। এর মধ্যে একটি অংশ ১১ জন গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে আর্থিক সহায়তা হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তিনজন অসহায় পরিবারের জন্য ঘর মেরামতের প্রয়োজনীয় টিন ক্রয় করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বয়তুল মাল কেবল একটি তহবিল নয়, এটি সমাজের ধনী-গরিবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, মানবতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন। প্রতিবছর এই তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার অসহায়, দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সমাজের বিত্তবান ও সামর্থবান ব্যক্তিরা যদি আন্তরিকভাবে এই তহবিলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান সহ বিভিন্ন মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। শেষে তিনি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী বয়তুল মাল তহবিলে সহযোগিতা করুন। আপনাদের সামান্য অবদানও হয়তো কোনও অসহায় পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পারে, কোনও মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণের পথকে আরও সহজ করে তুলতে পারে।

যন্তর মন্তরের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর লাঠিচার্জ, সরকারের সমালোচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাষ ঘোষ যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ২০ জুলাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর সরকারের চালানো আক্রমণ কোনও গণতান্ত্রিক ও বিবেকবান সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানান। প্রভাষ ঘোষের অভিযোগ, নিট পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার উদাসীন মনোভাব দেখিয়েছে। তাঁর দাবি, পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় শিক্ষার্থীরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ, স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে আসছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকও শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অনশনের সময় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদকের দাবি, এসব ঘটনার জেরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছেন। বিবৃতির শেষে প্রভাষ ঘোষ সরকারের মনোভাবের সমালোচনা করে শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত দাবিগুলি দ্রুত মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

কাটাখাল নদীর তীরবর্তী ডাইকে উচ্ছেদ অভিযান হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটাখাল, ২১ জুলাই : হাইলাকান্দি জেলার কাটাখালের তশলা এলাকায় কাটাখাল নদীর তীরবর্তী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ডাইকে সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালায় হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন। অভিযানে পুলিশ প্রশাসন এবং জলসম্পদ (ওয়াটার রিসোর্স) বিভাগের আধিকারিকরাও অংশ নেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে ডাইকের উপর অবৈধভাবে বহু বসতবাড়ি গড়ে উঠেছিল। এর ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই জেলা কমিশনারের নির্দেশে অবৈধ দখলমুক্ত করতে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়। প্রশাসনের মতে, কাটাখাল নদীর তীরবর্তী এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটি এলাকার মানুষের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেই কারণে বাঁধকে সুরক্ষিত রাখতে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে এই অভিযান গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সার্কল অফিসার সিদ্ধার্থ সোনোয়াল, হাইলাকান্দি জলসম্পদ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মাজারুল ইসলাম, হাইলাকান্দি সদর ডিএসপি, আলগাপুর-কাটলিছড়া জলসম্পদ বিভাগের সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী বাহারুল চৌধুরী-সহ জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও জলসম্পদ বিভাগের অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রশাসনের দাবি, এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ আরও নিরাপদ হবে এবং আগামী দিনে এলাকার মানুষের স্বার্থে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মদের দোকান বসানো নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ নিলামবাজার যাত্রাপুর রোডে

শ্রীভূমি জেলা কমিশনারের উদ্দেশে ছাত্রনেতা আবু হুসাইন, কালিগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি রিজু আহমদ তালুকদার সহ অন্যান্যরা নিলামবাজার সার্কল অফিসারের হাতে স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ, নিলামবাজার, ২১ জুলাই : নিলামবাজার যাত্রাপুর রোডে মদের দোকান বসানো নিয়ে ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিবাদ। নিলামবাজার যাত্রাপুর রোডে মদের দোকান বসানো ঘিরে বিরাট উত্তেজনা স্কুল, সার্কল অফিস, ফায়ার সার্ভিস অফিস, ভেটেরিনারি হসপিটাল, মসজিদ সহ জনবহুল রোডে মদের দোকানের অনুমতি না দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার শ্রীভূমি জেলা কমিশনারের কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার ছাত্র সংগঠন ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে জেলা কমিশনারের উদ্দেশে নিলাম বাজার সার্কল অফিসারের কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। ছাত্র নেতা আবু হুসাইন, কালিগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি রিজু আহমদ তালুকদার সহ ব্যবসায়ী শতাধিক আমজনতা নিলামবাজার সার্কল অফিসে উপস্থিত হয়ে মদের দোকানের অনুমতি না দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে নিলাম বাজার সার্কল অফিসারের কাছে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মারকলিপি তুলে দিয়ে কালিগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি রিজু আহমদ তালুকদার আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, নিলামবাজারের অত্যন্ত ব্যস্ততম যাত্রাপুর রোডের স্কুল, নানা ধরনের অফিস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকার পরও বেশ কয়েকদিন থেকে পাথারকান্দি এলাকায় থাকা একটি মদের দোকান নিলামবাজারে বসানোর জন্য বার বার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন একজন ব্যবসায়ী। নিলামবাজার এলাকার জনগণ বারবার প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। এরপরও মদের দোকানের মালিক মদের দোকান বসানোর চেষ্টায় ত্রুটি রাখছেন না। এর আগেও অনেকবার লিখিতভাবে নিলামবাজার সার্কল অফিসারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন জনসাধারণ। ভবিষ্যতে মদের দোকানের অনুমতি দিলে ছাত্র-জনতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তীব্র গণ-আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি শ্রীভূমি জেলা পুলিশ সুপার, নিলামবাজার থানার ওসি, জেলা আবগারি আধিকারিক ছাড়াও দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়কের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

বদরপুরে ভাষা শহিদ জগন-যীশুর আত্মবলিদান দিবস পালিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ২১ জুলাই : বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের বদরপুর আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগে মঙ্গলবার ভাষা শহিদ জগন্ময় দেব ও দিবেন্দু দাসের ৪০তম আত্মবলিদান দিবস গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সকাল ১১টায় বদরপুর এসটি রোডস্থিত শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি গুরুনন্দন ঘোষ, সম্পাদক পঙ্কজ কান্তি দেবরায়, প্রাক্তন সংস্কৃতি সম্পাদিকা অঞ্জানা দত্ত, কার্যকরী সদস্য সুবিমল বর্ধন, সুমন অয়ন, আব্দুল কাদির, মসরুল ইসলাম, মৃণাল কান্তি ভট্টাচার্য, মহাদেব রায় কর্মকার, হারাণ দত্ত, পরিমল কর্মকার, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য এবং সংস্কৃতি সম্পাদিকা অঞ্জনা পোদ্দারসহ অন্যান্য সদস্যারা। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর আয়োজিত স্মরণসভায় ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি গুরুনন্দন ঘোষ, সম্পাদক পঙ্কজ কান্তি দেবরায়, অঞ্জানা দত্ত এবং পরিমল কর্মকার প্রমুখ। বক্তারা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও শহিদদের আত্মত্যাগের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং মাতৃভাষাকে যেকোনও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত সকলেই ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কোকরাঝাড়ে ১৫ দিনের নাট্য কর্মশালা সমাপ্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, কোকরাঝাড়, ২১ জুলাই : কোকরাঝাড়ের যাত্রা-সি অ্যাক্টিং স্টুডিওর উদ্যোগে সারাবছর ধরে নাট্যচর্চা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় গত ৬ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত কারিগাঁওয়ের বড় মাধ্যম জ্বাহলাও দ্বিমালু একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৫ দিনব্যাপী গ্রীষ্মকালীন নাট্য প্রযোজনা-ভিত্তিক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান উৎসাহ ও গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এই কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়, বাচনভঙ্গি, শারীরিক অভিব্যক্তি, যোগব্যায়াম, শিল্পকৌশল, পোশাক পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য অধ্যয়ন এবং নাট্য প্রযোজনার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং নাটকের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি দেরহাসত বসুমাতারী, অধ্যক্ষ অমল বসুমাতারী, যাত্রা-সি অ্যাক্টিং স্টুডিওর পরিচালক ও নয়াদিল্লির এনএসডি-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাট্যকর্মী জয়ন্ত নার্জারি, প্রশিক্ষক সিদ্ধার্থ রায়, জয়েন ব্রহ্মা ও নিজুম ব্রহ্মা, পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত দুটি নাটক—'গুনুঙ্গলে বর' এবং 'আকা সে রামায়ণ'। সাবলীল অভিনয়, প্রাণবন্ত সংলাপ, আকর্ষণীয় মঞ্চসজ্জা এবং দলগত সমন্বয়ের মাধ্যমে নাটক দুটি দর্শকদের মুগ্ধ করে এবং ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নাট্যচর্চা কেবল সাংস্কৃতিক বিকাশেই নয়, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব গঠন, নেতৃত্বের গুণাবলি, সৃজনশীল চিন্তাশক্তি এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁরা যাত্রা-সি অ্যাক্টিং স্টুডিওর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মশালার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। শেষে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়। উৎসাহব্যঞ্জক ও স্মরণীয় পরিবেশের মধ্য দিয়ে ১৫ দিনের এই নাট্য কর্মশালার সফল সমাপ্তি ঘটে।

জগন-যীশুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন বদরপুর আঞ্চলিক সমিতির কর্মকর্তারা।

এনএফ রেলে আরপিএফের তৎপরতায় যাত্রীদের দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২১ জুলাই : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) যাত্রাপথে অসুস্থ হয়ে পড়া যাত্রীদের দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে যাত্রী-সুরক্ষা ও কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। রেল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত যাত্রীদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

গত ১৭ জুলাই নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নম্বর ১৫৬০৭ তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল, শিলচর আরনাই এক্সপ্রেসে ভ্রমণরত এক অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে আরপিএফ কর্মীরা তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা দেন। তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। একই দিনে ট্রেন নম্বর ১৩১৭১ সাক্রম, শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ভ্রমণরত আরও এক অসুস্থ যাত্রীকেও নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ সালের জুন মাসে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে মোট ১২ জন অসুস্থ যাত্রীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চলতি জুলাই মাসে ২১ জুলাই পর্যন্ত আরও ৭ জন যাত্রীকে সময়মতো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জানিয়েছে, যাত্রীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করতে আরপিএফ, রেলওয়ের চিকিৎসা বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বিতভাবে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহত থাকবে। এই উদ্যোগ ভারতীয় রেলের যাত্রীসেবা ও মানবিক দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতিকেই আরও শক্তিশালী করেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর, বুধবার ২২ জুলাই, ২০২৬

মাঝ আকাশেই 'আই অ্যাম বোরড' লিখলেন পাইলট

পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময় একঘেয়েমি কাটাতে আকাশে উড়োজাহাজ দিয়ে 'আই অ্যাম বোরড' (আমি বিরক্ত) লিখে ফেলেছেন এক তরুণ পাইলট। যুক্তরাজ্যে ঘটে যাওয়া এই মজার ঘটনা ধরা পড়েছে অনলাইন ফ্লাইট ট্র্যাকিং অ্যাপেও।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম ফ্লাইটরাডার২৪-র তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে লিভারপুল থেকে রেভনএয়ারের একটি হালকা উড়োজাহাজ আকাশে ওঠে। এরপর সেটি উইরাল উপদ্বীপ, চেশায়ার এবং উত্তর ওয়েলসের আকাশে বিভিন্ন পথে উড়ে একটি বিশেষ বার্তা তৈরি করে। প্রায় দুই ঘণ্টার ওই পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময় উড়োজাহাজটির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আকাশে তৈরি হয়েছে ইংরেজি বাক্য— 'I AM BORED'।

রেভনএয়ার কর্তৃপক্ষ জানায়, উড়োজাহাজটির একটি সিলিন্ডার পরিবর্তনের পর সেটি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করতেই একজন তরুণ ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টর পাইপার টমাহক মডেলের উড়োজাহাজটি নিয়ে আকাশে উঠেছিলেন। দুপুর দেড়টার দিকে উড়োজাহাজটি নিরাপদে মার্সিসাইডে ফিরে আসে।

এয়ারলাইন্সের অপারেশন ম্যানেজার ওয়েন ব্যারেট বলেন, এটি মূলত একটি পরীক্ষামূলক ফ্লাইট ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে একই ধরনের কাজ করতে গিয়ে পাইলট হয়তো কিছুটা একঘেয়েমি অনুভব করেছিলেন। তবে আকাশে এমন নিখুঁতভাবে শব্দ তৈরি করতে যথেষ্ট মনোযোগ ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঘটনাটি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক মনোযোগ পেলেও ওই পাইলটের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বর্তমানে উড়োজাহাজটি নিরাপদে হ্যাঙ্গারে রাখা হয়েছে এবং পাইলট ছুটিতে রয়েছেন।

বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞদের মতে, ফ্লাইট রুট দিয়ে এমন নকশা তৈরি করা নতুন কিছু নয়। তবে পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময় পাইলটের এমন সৃজনশীল কর্মকাণ্ড সাধারণত খুব কমই দেখা যায়।

মস্কোয় দুই হিউম্যানয়েড রোবটের জমকালো বিয়ে

উন্নত রোবোটিক্স প্রযুক্তির সক্ষমতা এবং দৈনন্দিন জীবনে এর একীভূতকরণের সম্ভাবনা প্রদর্শনের লক্ষ্যে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় এক নজিরবিহীন বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সেখানকার পুশকিন লাইব্রেরিতে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে 'রবার্ট' ও 'মাটিল্ডা' নামের দু'টি হিউম্যানয়েড (মানবমুখী) রোবট প্রতীকীভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর 'রবার্ট' একজন অফিস কর্মী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর এবং কনে 'মাটিল্ডা' পেশায় একজন হিউম্যানয়েড ডান্সার (নৃত্যশিল্পী)। এর আগে ২০২৬ সালের সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ফোরামে এই রোবটদ্বয়কে প্রথমবারের মতো জনসাধারণের সামনে আনা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থাপিকা মারিয়া পান্তিউখিনা ঘোষণা করেন, 'আজ আমরা একটি অনন্য ঘটনার সাক্ষী হতে যাচ্ছি— হিউম্যানয়েড রোবট রবার্ট এবং মাটিল্ডার মধ্যে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান। তারা কেবল আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমেই যুক্ত নয়, বরং জ্ঞান অন্বেষণ, উন্নয়ন এবং সহযোগিতার মতো অভিন্ন মূল্যবোধের দ্বারাও একে-অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।' বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা চলাকালীন রোবট দু'টি পূর্ব-প্রোগ্রামকৃত পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির বাণী (বিয়ের শপথ) বিনিময় করে। রবার্ট মাটিল্ডাকে আশ্বস্ত করে বলে, সে জীবনের সমস্ত 'অ্যালগরিদম' জুড়ে তার এক বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে থাকবে।

অন্যদিকে, মাটিল্ডা রবার্টকে নতুন নতুন আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা দেওয়ার এবং সময়ের প্রতিটি 'চক্র' জুড়ে তাদের এই সংযোগ বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রতীকী আঙটি বিনিময়ের সময় রোবট যুগলের পোষা প্রাণী বা ম্যাসকট হিসেবে হাজির হয় 'ডগমাটিক' নামের একটি রোবট কুকুর। সে নিজেই নবদম্পতির কাছে বিয়ের ব্রেসলেটগুলো পৌঁছে দেয়।

অনুষ্ঠান শেষে রোবট দু'টির 'সিস্টেমের সংস্করণ সামঞ্জস্যতা (ভার্সন কমপ্যাটিবিলিটি), সিস্টেম সিনক্রোনাইজেশন এবং উভয় পক্ষের সম্মতি' নিশ্চিত করার পর উপস্থাপিকা আনুষ্ঠানিকভাবে রবার্ট ও মাটিল্ডাকে 'রোবট দম্পতি' হিসেবে ঘোষণা করেন। রোবট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান আইটি-ইম্পেরিয়াল-র ডেপুটি সিইও আনা বাগদাসারিয়ান বলেন, এধরনের আয়োজন হিউম্যানয়েড রোবোটিক্সের জটিল ও উন্নত দিকগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে এবং এই প্রযুক্তি কীভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারে তা প্রদর্শন করতে সাহায্য করে।

বাগদাসারিয়ান আরও জোর দিয়ে বলেন, 'উত্তর-শিল্পায়িত সমাজে কাজের স্বয়ংক্রিয়করণ বা অটোমেশন মানুষের সময় ও সামর্থ্যের একটি বড় অংশকে সাশ্রয় করতে পারে। ফলে মানুষ সংস্কৃতি চর্চা এবং নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আরও বেশি সময় দিতে পারবে। রোবোটিক্স মূলত এই প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে অবদান রাখছে।'

সন্ধান মিলল কমলা ঠোঁটের বানরের

আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর ঘন চিরহরিৎ বনাঞ্চলে লুকিয়ে থাকা এক নতুন বাসিন্দার খোঁজ পেয়েছেন একদল বিজ্ঞানী। এক দশকের বেশি সময় আগে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারলেও কিছুতেই বিজ্ঞানীদের ক্যামেরায় প্রাণীগুলো ধরা পড়ছিল না। অবশেষে এ লুকোচুরির অবসান হয়েছে, বিজ্ঞানীদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে গোলাপি-কমলা রঙের আকর্ষণীয় ঠোঁট ও কুচকুচে কালো মুখের এক নতুন প্রজাতির বানর।

এ নিয়ে গত ৭৫ বছরে আফ্রিকায় বানরের পঞ্চম নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা এটির লাতিন নাম দিয়েছেন 'কলোবাস কঙ্গোয়েনসিস', তবে স্থানীয় লোকজন এটিকে 'লিকুয়েলি' নামে চেনে। দেশটির মধ্যাঞ্চলের লোমামি ন্যাশনাল পার্কের সুউচ্চ গাছের মগডালে এদের বসবাস। ২০০৮ সালে প্রথমবার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদীরা এই অদ্ভুত চেহারার প্রাণীর দেখা পেয়েছিলেন। কিন্তু সে-বার ক্যামেরায় কেবল একটি অস্পষ্ট ছবিই ধরা পড়েছিল। এর ঠিক ১০ বছর পর ২০১৮ সালে আবারও প্রাণীটি নজরে এলে নড়েচড়ে বসেন গবেষকরা। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা আটলান্টিক ইউনিভার্সিটির পিএইচডি শিক্ষার্থী জুনিয়র আম্বোকোর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির একটি আন্তর্জাতিক দল লাজুক স্বভাবের এ বানরের খোঁজে নামে। গভীর অরণ্যে গবেষকদের অডিও রেকর্ডিং, ছবি ও ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এটি বানরের সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজাতি। গবেষণার এ রোমাঞ্চকর ফল প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত পিএলওএস ওয়ান বিজ্ঞান সাময়িকীতে। আম্বোকো বলেন, বানরগুলো 'খুবই লাজুক স্বভাবের' এবং সাধারণত গাছের অনেক উঁচুতে লুকিয়ে থাকে। আম্বোকো স্মৃতিচারণা করে আরও বলেন, 'অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে আমরা প্রাণীগুলোর আবাসস্থলের কাছাকাছি ৫২টি গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কিন্তু মাত্র আটটি গ্রামের মানুষ এগুলোকে একবার হলেও দেখেছেন বলে জানিয়েছিলেন।'

ফ্লোরিডা আটলান্টিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কেট ডেটউইলার বলেন, কলোবাস বানরের কোনও বুড়ো আঙুল থাকে না। বনের একদম উঁচুতে থাকা এসব নিরামিষাশী প্রাণী বীজ ছড়ানো ও উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, বানরগুলোর উজ্জ্বল ঠোঁট ও মুখের দাগ মূলত নিজেদের দলের সদস্যদের চিনতে বা সঙ্গী আকর্ষণে সাহায্য করে। তবে বনের এই শান্ত ও লাজুক প্রাণীদের ভবিষ্যৎ মোটেও নিরাপদ নয়। স্থানীয়ভাবে মাংসের জন্য এদের শিকার করা হয়। গবেষকদের আশা, নতুন প্রজাতি হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর এবার অন্তত প্রশাসন এই বিরল প্রাণীকে রক্ষায় কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

বছরে সাড়ে ৬ কোটি চকোলেট সাবাড় করেন এমিরেটসের যাত্রীরা

আকাশে ওড়ার পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করতেও বেশ ভালবাসেন দুবাইভিত্তিক উড়োজাহাজ সংস্থা এমিরেটসের যাত্রীরা। এক বছরে তারা বিমানটিতে বসে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি পিস প্রিমিয়াম কোয়ালিটির চকোলেট খেয়েছেন। বিশ্ব চকোলেট দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এই চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

এমিরেটস জানিয়েছে, প্রতি বছর তাদের ফ্লাইটে যাত্রীদের জন্য ৬ কোটি ৪০ লক্ষের বেশি চকোলেট পরিবেশন করা হয়। শুধু চকোলেটই নয়, এর পাশাপাশি বিমানটিতে প্রতি বছর প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ চকোলেটের তৈরি ডেজার্ট বা মিষ্টিজাতীয় খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। আকাশপথে এই চকোলেটের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার প্রমাণ মেলে তাদের পরিসংখ্যান থেকে, যেখানে দেখা যাচ্ছে গত বছরের তুলনায় চলতি বছর চকোলেটের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ৪০ লক্ষ পিস।

বিমানের সব শ্রেণির যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই এই আয়োজন করে থাকে এমিরেটস। ইকোনমি, প্রিমিয়াম ইকোনমি, বিজনেস কিংবা ফার্স্ট ক্লাস— সব রুটের সব শ্রেণির যাত্রীদের জন্যই বিশেষ চকোলেটের ব্যবস্থা রাখে এই উড়োজাহাজ সংস্থাটি। আর বিশাল এই চাহিদা মেটাতে বিপুল পরিমাণ কাঁচামালও ব্যবহার করতে হয় তাদের। উড়োজাহাজে ডেজার্ট বা মিষ্টি তৈরিতে বছরে প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার কেজি চকোলেটের কাঁচামাল প্রয়োজন পড়ে। পুরো চকোলেট ও ডেজার্ট কর্মযজ্ঞটি সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রয়েছেন ২৫০ জন দক্ষ পেস্ট্রি ও বেকারি শেফ।

পৃথিবীতে এখনও অজানা প্রায় ২ কোটি পোকামাকড়ের প্রজাতি

পৃথিবীতে বিদ্যমান পোকামাকড়ের অধিকাংশ প্রজাতিই এখনও বিজ্ঞানীদের অজানা বলে নতুন এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। গবেষকদের দাবি, বর্তমানে আনুষ্ঠানিকভাবে সনাক্ত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ হলেও প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ২ কোটিতে পৌঁছাতে পারে। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী সায়েন্স-এ সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়, এতদিন বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে প্রায় ৬০ লক্ষ প্রজাতির পোকামাকড় রয়েছে বলে ধারণা করতেন।

তবে নতুন পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিশ্বজুড়ে পোকামাকড়ের মোট প্রজাতির সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষের মধ্যে হতে পারে। এর মধ্যম হিসেব প্রায় ২ কোটি। প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসে প্রকাশিত গবেষণাটি কোস্টারিকার গুয়ানাকাস্তে ন্যাশনাল পার্কে পরিচালিত পোকামাকড় সমীক্ষার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্যারাসিটয়েড বোলতার ওপর, যা অন্য পোকামাকড়ের শরীরে ডিম পাড়ার জন্য পরিচিত।

গবেষকরা ফাঁদে ধরা পোকামাকড় এবং পরজীবী আক্রান্ত শুঁয়োপোকার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেন, বিভিন্ন সমীক্ষা পদ্ধতিতে সনাক্ত হওয়া প্রজাতির মধ্যে মিল খুবই কম। এতে বোঝা যায়, ব্যাপক নমুনা সংগ্রহের পরও স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের বড় একটি অংশ অজানাই থেকে যাচ্ছে।

পরিসংখ্যানগত বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষকরা হিসেব করেন, শুধু গুয়ানাকাস্তে ন্যাশনাল পার্কেই তিন লক্ষের বেশি পোকামাকড়ের প্রজাতি থাকতে পারে। পরে বৃক্ষের জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে তুলনা করে বৈশ্বিক প্রজাতির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের কীটতত্ত্ব বিভাগের এক কিউরেটর বলেন, বর্তমান হিসেব পোকামাকড়ের প্রকৃত বৈচিত্র্যকে সম্ভবত কম করে দেখাচ্ছে। তবে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

গবেষকদের মতে, আবাসস্থল ধ্বংস, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত নানা চাপের কারণে বহু পোকামাকড়ের প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, পৃথিবীর অসংখ্য পোকামাকড়ের প্রজাতি বিজ্ঞানীদের নথিভুক্ত হওয়ার আগেই চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। তাই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন তারা।

এক সময় জলের সন্ধানে হাঁটতেন মাইলের পর মাইল, তিনিই আজ 'জলদূত'

মহারাষ্ট্রের লাতুরের খান্ডালি গ্রাম। গ্রীষ্মের দুপুরে লাল মাটির বুক ফেটে যায় রোদের তাপে। শুকিয়ে যাওয়া কুয়োর পাশে লম্বা লাইন পড়ে। হাতে পিতলের কলসি নিয়ে অপেক্ষা করেন গ্রামের মানুষজন। সেই লাইনে একসময় দাঁড়িয়ে থাকত ছোট্ট এক ছেলে। মাকে সাহায্য করতে যেত ভারি কলসি কাঁধে নিয়ে। জল ভরে বাড়ি ফিরতে ফেরার সময় বুঝেছিল, জলের অভাব শুধু পিপাসা মেটানোর সমস্যা নয়, এটি একটা গ্রামের জীবনযুদ্ধ।

সেই ছেলের নাম পরমেশ্বর পউল। আজ যিনি পরিচিত 'জলদূত' হিসেবে। কিন্তু তাঁর এই যাত্রা শুরু হয়েছিল একেবারে অন্য পথে। ২০১১ সালে চাকরির সন্ধানে পুনেতে গিয়েছিলেন পরমেশ্বর। Geographic Information Systems (GIS)-র ক্ষেত্রে কাজ তাঁকে দিয়েছিল স্থির ভবিষ্যতের সুযোগ। কিন্তু খরাপ্রবণ গ্রামে শৈশবের স্মৃতি বারবার ফিরিয়ে নিয়ে যেত তাঁকে। যেখানে প্রতিটি কলসি জল পেতে লড়াই করতে হতো, সেই বাস্তবতাকে বদলানোর ইচ্ছা থেকেই ২০১২ সালে তিনি ফিরে আসেন খান্ডালিতে। আরাম খুঁজতে গ্রামে ফেরেননি তিনি, খরার সঙ্গে লড়াইয়ের নতুন রাস্তা তৈরি করার ইচ্ছে ছিল মনে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, বিজ্ঞান এবং স্থানীয় জ্ঞান অর্থাৎ গ্রামে থেকে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা দিয়ে জলসংকট মোকাবিলা সম্ভব।

গত ১৪ বছরে পরমেশ্বরের কাজ ছড়িয়ে পড়েছে মরাঠওয়াড়ার একাধিক গ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়, নদী এবং কৃষি এলাকায়। স্যাটেলাইট ম্যাপিং, জলসম্পদের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা এবং স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছেন জল ব্যবস্থাপনার নতুন মডেল। তাঁর গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল জলসম্পদের মানচিত্র তৈরি। আহমেদপুর এলাকায় তিনি ছাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পরিকল্পনা তৈরি করেন। যে-সব পরিবারে আট দিন অন্তর জল পৌঁছত, তাদের জন্য তৈরি করা হয় রেনওয়াটার হার্ভেস্টিং ব্যবস্থা। পরবর্তী সময়ে ১২৩টি গ্রামে জল উৎস, ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থা এবং কৃষির ধরন নিয়ে সমীক্ষা চালান। কোথায় কতটা জল রয়েছে, কতটা ব্যবহার করা নিরাপদ এবং কোন্ ধরনের চাষ করা উচিত— এই বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত করেন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। এই ভাবনা থেকেই আসে 'ওয়াটার বাজেট'। শেবোলি এবং পাডি গ্রামের মানুষের মধ্যে চালু হয় জলের হিসেব রাখার পদ্ধতি। যেমন প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখা হয়, তেমনই গ্রামের মানুষ হিসেব করতে শুরু করেন তাদের হাতে থাকা জলের পরিমাণ।

মরাঠওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর উদ্যোগে বদলে যায় জল ব্যবস্থাপনা। স্বামী রামানন্দ তীর্থ মরাঠওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তৈরি হয় চেক ড্যাম, পুকুর, রিচার্জ পিট, ট্রেঞ্চ এবং একাধিক জল সংরক্ষণ কাঠামো। ৩০০-র বেশি বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা তৈরি হওয়ার পর গ্রীষ্মে ট্যাঙ্কারের উপর নির্ভরতা কমে যায়। বছরে লক্ষাধিক টাকা সাশ্রয় হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। নান্দেড় ও নাসিকের সাতটি জলাশয় থেকে প্রায় ৩.৩৪ লক্ষ ঘনমিটার পলি সরানো হয় এই প্রক্রিয়ায়। সেই পলি কৃষিজমিতে ছড়িয়ে দেওয়ায় মাটির উর্বরতা বাড়ে এবং জলাধারের ধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। হিসেব বলছে, শুধু এই পলি সরানোর কাজেই প্রায় ৩৩৪ মিলিয়ন লিটার অতিরিক্ত জল ধরে রাখার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। পরমেশ্বরের উদ্ভাবনের মধ্যে অন্যতম 'সি-জল' বা 'ভূ-জলধারা' ফিল্টার। স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তৈরি এই প্রযুক্তি ছাদের বৃষ্টির জল পরিশোধন করে ভূগর্ভস্থ জলের গুণমান উন্নত করতে সাহায্য করে। সহজ ব্যবহার এবং কম খরচের কারণে বহু বাড়িতে এই ব্যবস্থা পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর কাজ শুধু গ্রাম বা কৃষিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। নান্দেড় পুলিশ সদর দফতর এবং একাধিক পুলিশ স্টেশনেও বোরওয়েল রিচার্জ ব্যবস্থা তৈরিতে যুক্ত হয়েছেন তিনি। একটি ৪৫০ মিটার দীর্ঘ রিচার্জ ট্রেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি লিটার ভূগর্ভস্থ জল পুনরায় ভরতে সাহায্য করছে। গোদাবরী নদীর তীর পরিষ্কার রাখা, স্কুলপড়ুয়াদের জল সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করা— সব ক্ষেত্রেই সক্রিয় থেকেছেন তিনি।

তাঁর কাছে ভূগোল শুধু মানচিত্রের বিষয় নয়, বরং মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাস্তবতা। 'জলদূত' হিসেবে পরমেশ্বর তৈরি করেছেন একাধিক স্বেচ্ছাসেবক দল। নান্দেড় জেলায় প্রায় ১৬০ জন জলদূত এখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল ধরে রাখা এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। যে জল এক সময় তাঁর শৈশবের কষ্টের কারণ ছিল, সেই জলই আজ হয়ে উঠেছে তাঁর লড়াইয়ের বিষয়। খান্ডালির সেই কলসি কাঁধে হাঁটা ছেলেটিই এখন হাজার মানুষের জল ভবিষ্যৎ বদলের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।

৬৪ বছরের প্রেমেও সন্দেহ? অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে ৯৫-র বৃদ্ধ

বয়স কেবল মাত্র একটা সংখ্যা, এই প্রবাদটা যেন নতুন করে প্রমাণ করলেন ৯০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধা এবং ৯৫ বছর বয়সি তার প্রেমিক। টানা ৬৪ বছর প্রেম করার পর অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন এই দম্পতি। দীর্ঘ ছ'দশকের সম্পর্ককে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে এই বৃদ্ধা কেন এত সময় নিলেন, তা নিয়ে নেটদুনিয়ায় এখন চলছে তুমুল আলোচনা।

ছবি : প্রতীকী।

অনেকের মনেই প্রশ্ন, কেন বিয়ের জন্য ৬৪ বছর অপেক্ষা করতে হল? এই প্রশ্নের উত্তরে ওই বৃদ্ধা যুক্তি দিয়েছেন, তা জেনে মাথা ঘুরে গিয়েছে নেটিজেনদের। তিনি সোজাসাপ্টাভাবে জানিয়েছেন, পুরুষরা খুব দ্রুত তাদের মন পরিবর্তন করে ফেলেন। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গী সত্যিই সারাজীবন তার পাশে থাকতে পারবেন কিনা।

অর্থাৎ, ৬৪ বছর ধরে একে-অপরের প্রতি বিশ্বাস, ভরসা এবং প্রতিদিন নতুন করে একে-অপরকে চিনে নেওয়ার পরেও তিনি তাড়াহুড়ো করেননি। বরং সঙ্গীর মনের স্থিরতা যাচাই করতে তিনি দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরেছেন। অবশেষে পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে তারা বিয়ে করেছেন। ৯৫ বছর বয়সি ইব্রাহিম এমবোগো এবং ৯০ বছর বয়সি তাবিথা ওয়ানগুইয়ের বিয়ের গল্প এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ঘটনাটি কেনিয়ার মুকুরউইনি এলাকার। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ১৯৬০ সালে প্রথমবার একে-অপরের প্রেমে পড়েন ইব্রাহিম ও তাবিথা। তারপরেই ৬৪ বছর পার, এবং অবশেষে একে-অপরকে স্বামী-স্ত্রীর স্বীকৃতি দিলেন। এর মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে ওই বৃদ্ধার বিয়ে না-করার যুক্তি। পুরুষের মন কি সত্যিই চঞ্চল? এ নিয়ে জেন জি-দের মধ্যেও তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে।

বৈভবদের ধ্বংস করার খেলায় নেমেছেন গম্ভীর!

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : একের পর এক প্রতিভাবান ক্রিকেটারের ক্যারিয়ার শেষ করে দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর! বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রাক্তন নির্বাচক-প্রধান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। গম্ভীরের কোচিংয়ে শেষ তিনটি সিরিজই হেরেছে ভারত। সঙ্গে দল নির্বাচন নিয়ে তুমুল বিতর্ক। এহেন পরিস্থিতিতে শ্রীকান্তের তোপ, বৈভব সূর্যবংশী-সঞ্জু স্যামসনের পর এবার কেএল রাহুলের ক্রিকেটজীবন শেষ করার খেলায় মেতেছেন গম্ভীর।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেন, 'ভারত যখন বিরাট রান তাড়া করছে, তখন রাহুলকে ৬ নম্বরে কেন নামানো হলো? রাহুল তো অনেক ম্যাচ তাড়া করে জিতিয়েছে। আসলে গম্ভীর এখন রাহুলের ক্যারিয়ারটা শেষ করতে চাইছে ঠিক যেভাবে বৈভব এবং সঞ্জুর ক্যারিয়ার নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। ২০২৩ বিশ্বকাপে রাহুল খেলত চার নম্বরে, বিরাট কোহলির সঙ্গে জুটি গড়ে বেশ কয়েকটা ম্যাচ খেলেছে। লর্ডসেও সেই কাজটা করতে পারত রাহুল।' কর্নাটকি ব্যাটারকে নিয়ে শ্রীকান্তের মত, 'রাহুল বড় শট খেলতে পারে সহজেই। কিন্তু তাকে নামানো হলো এমন সময়ে, যখন ম্যাচ প্রায় শেষ। আস্কিং রেট ১৫ ছুঁইছুঁই, তখন আপনি কী আশা করেন? অক্ষর প্যাটেলকে সঙ্গী করে রাহুল ম্যাচ জেতাবে?'

আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয় টিম ইন্ডিয়া। দলের ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছিল বৈভবের প্রতি গম্ভীরের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিস্ময় প্রতিভাকে খেলানো হয়নি। ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে তার অভিষেক হয়। কিন্তু তিনটে ম্যাচ খেলিয়েই বৈভবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বেঞ্চে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বৈভবকে কি আরও সুযোগ দেওয়া যেত না? আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথমেই কেন ইংল্যান্ডের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নামানো হলো তাকে?

টানা দুই সিরিজ হারের পর ওয়ানডেতে খেলতে নেমেছিল ভারত। সেখানেও টানা তিন ম্যাচ খেলানো হয়নি রাহুলকে। দ্বিতীয় ম্যাচে বসিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। তৃতীয় ম্যাচে ভারত যখন ৩৮৭ রান তাড়া করছে, পরপর উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে, সেই কঠিন সময়ে নামানো হয় রাহুলকে। ব্যাট চালানো ছাড়া উপায় ছিল না তাঁর। ৮ বলে ১২ রান করে আউট হয়ে যান। তাঁকে আগে নামালে ভারত হয়তো জিততে পারত, মত ৮৩-র বিশ্বজয়ীর।

ফিফার দয়ায় ফাইনালে মেসিরা, সহমত রোনাল্ডো

লিসবন, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। এমন অভিযোগ বিশ্বের অনেক ফুটবল-ভক্তের। এবার সেই তালিকায় সামিল খোদ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! ইনস্টাগ্রামে একটা আচরণেই নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। আর মেসি-রোনাল্ডো বিতর্ক ফুরিয়েও যেন ফুরোচ্ছে না।

বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে একপেশেভাবে হেরেছে আর্জেন্টিনা। তবে মেসিরা আদৌ ফাইনালে উঠতে পারত কিনা, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। আর্জেন্টিনা নাকি রেফারির থেকে বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। গ্রুপ পর্বে মেসিকে লাল কার্ড না দেখানো, মিশর ম্যাচে গোল বাতিল-সহ একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। ফিফার দিকে অভিযোগের আঙুল উঠছে। পরোক্ষভাবে রোনাল্ডোও তাতে সায় দিচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে এক স্প্যানিশ সাংবাদিক আর্জেন্টিনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিয়ে একটি ভিডিও করেছেন। সেখানে অনেক লাইকের মধ্যে একটি লাইক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

ফাইনালের আগে ওই সাংবাদিক বলেছেন, 'আর্জেন্টিনার তো পাঁচ ম্যাচ আগেই বিশ্বকাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ফিফার দয়ায় ওরা বিশ্বকাপে ছিল। আমি আর্জেন্টিনাকে নিয়ে ভয় পাই না। আমি ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোকে বেশি ভয় পাই। আমরা আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলতে নামছি না। আমরা পুরো ফিফার বিরুদ্ধে খেলব। যারা চায় ফের মেসির হাতে বিশ্বকাপ উঠুক।' নেটিজেনদের দাবি, ওই পোস্টে রোনাল্ডোর লাইক ছিল। যদিও পরে দেখা যায়, সেখানে রোনাল্ডোর লাইকটি নেই। ফাইনালে অবশ্য স্পেনই জিতেছে। এনজোর লাল কার্ড ও স্পেনের একটি গোল বাতিল ছাড়া খুব বেশি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ছিল না। অন্যদিকে, রোনাল্ডোর দেশ পর্তুগাল রাউন্ড অফ ১৬ থেকেই বিদায় নিয়েছে। তারাও হেরেছিল স্পেনের কাছেই।

আবার স্পেনের কাছে হার মেসির আর্জেন্টিনার!

জুরিখ, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপের প্রভাব পড়েছে ফিফা ক্রমতালিকায়। রদবদল হয়েছে দলগুলোর অবস্থানে। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে হারতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। রবিবারের সেই ম্যাচের পর মঙ্গলবার আবার হারতে হলো লিওনেল মেসিদের, সেই স্পেনের কাছেই! চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীর্ষে উঠল স্পেন। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল রানার্স আর্জেন্টিনা। বাকি দলগুলো কে কোথায় রয়েছে, দেখে নেওয়া যাক। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে এক ধাপ উঠেছে স্পেন। তাদের পয়েন্ট ১৯৯৫.৮৮। ঘটনাচক্রে ফিফার মহিলাদের দলের র‍্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষে স্পেন। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে তারাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অর্থাৎ, পুরুষ ও মহিলাদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে রয়েছে একই দেশ। স্পেনের কাছে হেরে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন লিওনেল মেসিরা। তাঁদের পয়েন্ট ১৯৭০.৩৭। তিন ও চার নম্বরে থাকা দলের অবস্থানে কোনও বদল হয়নি। তিন নম্বরে রয়েছে ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপেদের পয়েন্ট ১৯৪৮.৯৭। চার নম্বরে ইংল্যান্ড। হ্যারি কেনদের পয়েন্ট ১৯২২.৮৩। এই চার দলই সেমিফাইনালে উঠেছিল। ফলে বাইরের কোনও দল প্রথম চারে ঢুকতে পারেনি। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় বিদায় নিলেও এক ধাপ উঠে পাঁচ নম্বরে রয়েছে ব্রাজিল। এক ধাপ উঠেছে মরক্কোও। ষষ্ঠ স্থানে তারা। শেষ ষোলোয় বিদায় নিয়েছে পর্তুগালও। ক্রমতালিকায় দু'ধাপ নেমেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। তাঁরা রয়েছেন সাত নম্বরে। এক ধাপ উঠে আট নম্বরে বেলজিয়াম। এক ধাপ নেমেছে নেদারল্যান্ডস। তারা ন'নম্বরে রয়েছে। এবার বিশ্বকাপে চমক দেখিয়েছে মেক্সিকো। তার ফলও পেয়েছে তারা। চার ধাপ উঠে দশম স্থানে রয়েছে এই দেশ।

বিশ্বকাপ শেষ হতে না হতেই অন্তর্কোন্দলে জড়িয়েছে ফিফা-উয়েফা

জুরিখ, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপে শেষ হতে না হতেই, অন্তর্কোন্দলে জড়িয়েছে ফিফা ও উয়েফা। সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপে, মাঠ ও মাঠের বাইরের খেলা চলেছে সমান তালে। যার রেশ পড়েছে বিশ্বকাপ ফাইনালেও। ফিফার প্রতি ক্ষোভ আর প্রতিবাদের ঝড় তুলে নিউ জার্সির ফাইনাল ম্যাচ বয়কট করেন উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার সেফেরিন। রিপোর্ট অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে উপস্থিত থাকলেও ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন না এই স্লোভেনীয় প্রশাসক। কিন্তু কেন এই বয়কট? নেপথ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক পাওয়ার প্লে। লাল কার্ড পেয়েও ছাড় পেয়ে গেছেন মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগান। সেটাও নাকি ট্রাম্পের এক ফোনে। আর এতেই ক্ষোভে ফাটছে উয়েফা। এই ঘটনাকে আখ্যা দিয়েছেন নজিরবিহীন, অযৌক্তিক আর ফুটবলের সততার পরিপন্থী হিসেবে। এখানেই শেষ নয়। ফিফার ২৭ মিনিটের হাফ-টাইম শো, আকাশ ছোঁয়া টিকিটের দাম, আর ৬৪ দলের বিশ্বকাপের আজব আইডিয়ায় খেপেছেন সেফেরিন। উয়েফা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ইউরো ২০২৮-এ টিকিটের দাম কোনওভাবেই বাড়ানো হবে না। ফিফার নতুন নিয়মকেও বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে উয়েফা। মুখে হাত দিয়ে কথা বললে লাল কার্ড কিংবা ভুল পরিচয়ে ভিএআর ব্যবহার করে প্লেয়ার সেন্ডঅফ; কোনভাবেই ইউরোপে চলবে না এসব আজব আইন। এমনকি, মার্কিন ভিসা না পাওয়া সোমালিয়ার রেফারি ওমর আরতানকে দিয়ে আগামী সুপার কাপ পরিচালনা করানোর প্ল্যানও তৈরি করছে উয়েফা।

মেসিদের ভিসা বাতিল, প্রিমিয়ার লিগের দরজা চিরতরে বন্ধ!

লন্ডন, ২১ জুলাই : হাতছাড়া হয়েছে বিশ্বকাপ। এবার 'চাকরি'ও হারাবেন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা? সূত্রের খবর, আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ করতে পারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর রাজনৈতিক ব্যানার নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন লিওনেল মেসিরা। সে নিয়ে ইতোমধ্যেই ফিফার কাছে তদন্তের অনুরোধ করেছে ব্রিটিশ সরকার। এবার সরকার নিজেই আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের বড় শাস্তি দিতে পারে। ইংল্যান্ডে প্রবেশের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে তাঁদের। ফলে প্রিমিয়ার লিগেও আর খেলতে পারবেন না আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা।

বর্তমানে আর্জেন্টিনার তিন ফুটবলার খেলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে-ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, চেলসির এনজো ফার্নান্ডেজ এবং টটেনহ্যামের ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। কিন্তু ইংল্যান্ডকে হারানোর পরে তাঁরাই ফকল্যান্ড আইল্যান্ডের রাজনৈতিক ব্যানার নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। খেলার মাঠে রাজনীতির অভিযোগে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনও আলাদা করে এ নিয়ে পদক্ষেপ করতে চাইছে। এজন্য ইতোমধ্যে আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শুরু হয়েছে আলোচনা।

প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে, যে-সব আর্জেন্টাইন ফুটবলার প্রিমিয়ার লিগে খেলেন বিপুল অর্থের বিনিময়ে, তাঁদের ব্রিটিশ ভিসা বাতিল করতে। যেভাবে ইংল্যান্ডে খেলা ফুটবলাররাই এগিয়ে এসে রাজনৈতিকভাবে ইংল্যান্ডের বিরোধিতা করেছেন, সেটা একেবারে বরদাস্ত করা হবে না বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। ইংরেজ ভক্তকুলও সেটাই চাইছেন। তাঁদের মতে, নিজেদের আচরণের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। নয়তো ভিসা বাতিলটাই প্রয়োজন। যদিও ব্রিটিশ অভিবাসন আধিকারিকদের অনেকে মনে করছেন, স্রেফ ব্যানার দেখানোর অভিযোগে ভিসা বাতিলের মতো কঠোর পদক্ষেপ করাটা বেশ কঠিন।

ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে। অতীতে সে নিয়ে যুদ্ধে ব্রিটেনের কাছে হেরেছে মেসিদের দেশ। কিন্তু বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের পর প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় মাঠে। দু'পক্ষের ফুটবলাররা বিবাদে জড়ান। জটলা হয়। সে-সবের মাঝেই ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্মৃতি উস্কে একটি ব্যানার হাতে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন মেসিরা। ওই ব্যানারে লেখা ছিল, 'লাস মালভিনাস সন আর্জেন্টিনা'। অর্থাৎ, 'মালভিনাস আমাদেরই।' ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে আর্জেন্টিনায় মালভিনাস বলে ডাকা হয়। ফকল্যান্ড আইল্যান্ডের 'মালিকানা' দাবি করে মেসিরা যেভাবে পোস্টার নিয়ে মাঠে নেমেছেন, সেটার তীব্র বিরোধিতা করেছে ইংল্যান্ড।

স্প্যানিশ ফুটবলারের গলা টিপেছেন আর্জেন্টাইন তারকা, গুণধর ছেলের পাশে মা!

বুয়েন্স আয়ার্স, ২১ জুলাই : খেলা শেষে স্পেনের প্লেয়ারদের নির্বিচারে মারধর। রীতিমতো মাটিতে ফেলে। 'বিব' টেনে ধরে। বলা যেতে পারে, বিশ্বকাপ হাতছাড়া হওয়ার পর মাঠজুড়ে কার্যত গুণ্ডামি করেছে আর্জেন্টিনা। তবে এমন আচরণেও মোটেই লজ্জিত নয় তাঁরা। বরং ফুটবলারদের এই অতি আগ্রাসী আচরণের পক্ষে পাল্টা যুক্তি খাড়া করছেন তাঁদের মা-বোনেরা! তাঁদের মতে, ফুটবলাররা ম্যাচ শেষে যে আচরণটা করেছেন তাতে ভুল নেই।

উত্তেজনার কেন্দ্রে মূলত আর্জেন্টিনার দুই তারকা— লিয়ান্দ্রো পারাদেস এবং নাহুয়েল মোলিনা। ম্যাচ চলাকালীনই কার্ড দেখেছিলেন পারদেস। খেলা শেষ হওয়ার পর গার্সিয়ার গলা টিপে ধরেন, ধাক্কা মেরে দেন পারদেস। যার পর গাভি কিছু বলতে গেলে, তাঁকে ঘুসি মেরে বসেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার। আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য ছুটে যান। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। রেফারি সোজা লাল কার্ড দেখিয়ে দেন পারদেসকে। ফিফা যা নিয়ে তদন্ত শুরু করছে।

গোটা বিশ্বের ফুটবলমহল এই আচরণের নিন্দা করছে। কিন্তু পারদেসের মা মরিয়ম বেনিতেজ পুত্রস্নেহে অন্ধ! তাঁর মতে, ছেলে কোনও ভুল করেনি। সাংবাদিকদের দেখে তিনি বলেন, 'আমরা তো কখনও কাউকে অসম্মান করি না। সবসময় সম্মান দেখাই। সেটাই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। ওই জোরেই আমরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাই। আমার ছেলের কাছে জাতীয় দল, আর্জেন্টিনা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমি জানি।' মরিয়মের ইঙ্গিত, ম্যাচের পর পারদেস যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন, সেটা আসলে দেশের জন্যই!

কম যান না পারদেসের বোন বারবারা। ফাইনালের মারামারির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলছেন, 'আমরা ইংল্যান্ডকে হারিয়েছি, সেটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। চার নম্বর ট্রফিটা হয়তো আসেনি, কিন্তু ফকল্যান্ড রয়েছে আমাদের হাতে।' যদিও ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ এখনও রয়েছে ব্রিটেনের অধীনেই। ১৯৮২ সালের যুদ্ধ এবং তারপর একাধিক গণভোট— সব কিছুতেই জয়ী ব্রিটেন। তবুও আর্জেন্টিনা বারবার দাবি করে এসেছে, ফকল্যান্ড তাদেরই। সেই মর্মে বিশ্বকাপ চলাকালীন ব্যানারও দেখা যায়।

গার্দিওলাকে কোচ হিসেবে চায় ইতালি

রোম, ২১ জুলাই : ২০২৮ সালের ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড ইউরো কাপকে সামনে রেখে বিশ্ব ফুটবলে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইতালি। ইতালির জাতীয় দলের সদ্য নিযুক্ত স্পোর্টিং ডিরেক্টর ও কিংবদন্তি ফুটবলার পাওলো মালদিনি দলের হারানো গৌরব ফেরাতে মরিয়া।

আর সেই মিশন সফল করতে বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচ পেপ গার্দিওলাকে আজ্জুরিদের প্রধান কোচ হিসেবে উড়িয়ে আনার জন্য সব শক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছেন তিনি।

স্কাই ইতালিয়ার বরাত দিয়ে জানা গেছে, ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়ার পর বর্তমানে কোনও ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত না থাকা এই স্প্যানিশ কোচের সঙ্গে মালদিনি ইতোমধ্যেই একটি হাইপ্রোফাইল গোপন বৈঠক সম্পন্ন করেছেন। গত সপ্তাহের শেষ ভাগে বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হয় এই মেগা বৈঠক। সেখানে পাওলো মালদিনির পাশে ইতালির কোচিং স্টাফের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লিওনার্দোও উপস্থিত ছিলেন।

ম্যানচেস্টার সিটির দীর্ঘ সফল অধ্যায় চুকিয়ে গার্দিওলা কিছুদিন আগেই ফুটবল দুনিয়াকে জানিয়েছিলেন যে, আপাতত তিনি চাপহীন ও শান্ত জীবন উপভোগ করছেন। তবে ফুটবলের চিরন্তন সত্য হলো; ইতালির প্রতি তার অনুরাগটা একটু বিশেষই। খেলোয়াড় জীবনে বার্সেলোনা ছাড়ার পর ইতালির ক্লাব ব্রেসিয়া ও রোমাতে খেলার সুবাদে দেশটির ফুটবল সংস্কৃতির সঙ্গে তার আবেগ জড়িয়ে আছে গভীরভাবে। আর সেই আবেগের জায়গাটিকেই কাজে লাগিয়ে ইতালির ফুটবল ফেডারেশন এই কাতালান মাস্টারমাইন্ডকে জাতীয় দলের প্রধান কোচের লোভনীয় প্রস্তাবটি দিয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সময়টা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে ইতালির। বিশেষ করে পরপর বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে না পারায় চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সমর্থকদের মাঝে হতাশার কালো মেঘ জমেছে। সেই অন্ধকার কাটিয়ে আজ্জুরিদের সোনালি দিন আর ট্রফির ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনাই এখন ইতালিয়ান ফুটবল বোর্ডের এক নম্বর অগ্রাধিকার।

যদিও ইতালির ডাগআউটের জন্য রবার্তো মানচিনি এবং আন্দ্রেয়া পিরলোর মতো হেভিওয়েট তারকাদের নামও জোর গুঞ্জনে রয়েছে, তবে ইতালিয়ান বোর্ডের যে 'প্ল্যান এ' পেপ গার্দিওলাই; তা এখন স্পষ্ট।

এখনই ইন্টার মায়ামিতে ফিরছেন না মেসি

বুয়েনস আয়ারস, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার আগেই মেজর লিগ সকারের বিরতি শেষ হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে মাঠের লড়াই। ইন্টার মায়ামিও শুরু করতে যাচ্ছে অভিযান। তবে লিওনেল মেসি ও রদ্রিগো দে পল এখনই ফিরছেন না ক্লাবের জার্সিতে। বিশ্বকাপ শেষে আপাতত বিশ্রামে থাকবেন দুই আর্জেন্টাইন তারকা। সোমবার জানা যায়, ইন্টার মায়ামির অন্তত দু'টি ম্যাচে খেলবেন না মেসি ও দে পল। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে আট ম্যাচের সবক'টিতেই মাঠে নেমেছেন মেসি ও দে পল। একটি ছাড়া সব ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন মেসি এবং ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের ম্যাচে পুরো ১২০ মিনিট খেলেছেন। ইএসপিএনের প্রতিবেদন বলছে, এমএলএস অল-স্টার ম্যাচের জন্য নির্বাচিত হলেও আগামী ২৯শে জুলাই লিগা এমএক্স অল-স্টারদের বিপক্ষে ম্যাচটিতে খেলবেন না এই দু'জন। মেজর লিগ সকার কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গত বছর এই অল-স্টার ম্যাচটি না খেলায় এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন মেসি। এবার ইন্টার মায়ামির পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষকে আগেই জানানো হয়েছে, মেসি এবারের ম্যাচটিতে খেলতে পারবেন না। স্বাস্থ্যগত কারণে প্রতিটি মৌসুম শেষে অন্তত ২১ দিনের বিশ্রামের সুপারিশ করেছে পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়দের বিশ্বব্যাপী প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা ফিফপ্রো।

চিনে বেড়াতে গিয়ে বিপাকে লিটন!

ঢাকা, ২১ জুলাই : বেড়াতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন লিটন দাস। চিনে বেড়াতে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। ওই ঘটনার পর লিটনকে সমন পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। তাঁকে জবাবদিহি করতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটার লিটন বোর্ডের নিয়ম ভেঙেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে না জানিয়েই চিনে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশ বোর্ডের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি লিটনকে তলব করেছে। তাঁকে জানাতে হয়েছে, কেন চোট সারার পরেই বোর্ডের কাউকে না জানিয়ে বা কোনও অনুমতি না নিয়ে চিনে বেড়াতে গিয়েছেন লিটন।

জানা গিয়েছে, লিটনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। যদি লিটনের জবাবে বোর্ড সন্তুষ্ট না হয়, তা হলে শাস্তি পেতে পারেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে চোট পেয়েছিলেন লিটন। ফলে পরের টেস্ট সিরিজে খেলতে পারেননি তিনি। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ থেকেও নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ২০ জুলাই সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা ছিল লিটনের। সেখানে তাঁর চোট খতিয়ে দেখার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে না গিয়ে চিনে চলে যান লিটন। তাঁর এমন কাজে বিরক্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

রবিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সামনে হাজির হয়েছিলেন লিটন। নিজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। এবার বোর্ডের মেডিক্যাল কমিটির কাছে খতিয়ে দেখা হবে, লিটন যা বলছেন তা ঠিক কিনা। যদি না হয়, তা হলে শাস্তি পেতে পারেন তিনি। এখন দেখার, এ বিষয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কোনও পদক্ষেপ করে কিনা।

আমার গ্লাভসগুলোর খুব বেশি কাজ করতে হয়নি : উনাই সিমন

মাদ্রিদ, ২১ জুলাই : পুরো বিশ্বকাপে মাত্র ১ গোল হজম করেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন। টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার তথা গোল্ডেন গ্লাভস জিতেছেন স্পেনের উনাই সিমন। এমন সাফল্যের পর কিছুটা রসিকতা করে এই স্প্যানিশ গোলরক্ষক বললেন, বিশ্বকাপে হাতে পরা গ্লাভসগুলোর তেমন কোনো কাজই ছিল না। পুরো বিশ্বকাপে সাতটি ম্যাচে ক্লিন শিট রেখেছেন উনাই সিমন। কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের শার্ল দে কেতেলারের গোলই ছিল টুর্নামেন্টে তার বিপক্ষে একমাত্র গোল। এছাড়া পুরো বিশ্বকাপে সিমনকে খুব বড় পরীক্ষা দিতে হয়নি। বল তার কাছে যাওয়ার আগেই রুখে দিয়েছেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডাররা। আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজে শুধু বিশ্বকাপের ফাইনালেই সেভ দিয়েছেন ১১টি। সেখানে পুরো বিশ্বকাপে মাত্র ১০টি সেভ দিয়েছেন উনাই সিমন। তিনি বলেন, 'এই গ্লাভসগুলো শুধু ফাইনালেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমি এই বিশ্বকাপে যেসব গ্লাভস পরে খেলেছি, সেগুলো যদি কথা বলতে পারতো, তবে হয়তো বলতো তাদের খুব বেশি কাজ করতে হয়নি।' বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে কম গোল খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড এখন স্পেনের। সিমন মনে করেন, এই রেকর্ডে ভাগ বসানো ভবিষ্যতে যেকোনো দলের জন্যই কঠিন হবে। এমন সাফল্যের জন্য পুরো স্কোয়াডকে কৃতিত্বের ভাগ দিয়ে সিমন বলেন, 'আমি এটাকে ব্যক্তিগত সাফল্য হিসেবে দেখি না। মাত্র এক গোল হজম করার এই অপরাজিত রেকর্ডটি গড়ার জন্য সব সতীর্থকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের সবাইকে নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও কৃতজ্ঞ।' বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের আনন্দ নিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমার মনে হয় আমরা যখন স্পেনে ফিরে যাবো, তখনই কেবল বুঝতে পারবো আমরা ঠিক কতটা অবিশ্বাস্য অর্জন করেছি। খেলার দুনিয়ায় বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।

বিশ্বকাপ ফাইনালে ৩ লাল কার্ড দেখা একমাত্র দল আর্জেন্টিনা

নিউজার্সি, ২১ জুলাই : মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্পেনের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে হেরে বিশ্বকাপ হাতছাড়ার বেদনায় পুড়ছে আর্জেন্টিনা। তবে কেবল শিরোপা হারানোই নয়, ফাইনালের শেষ মুহূর্তের এক অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডে বিশ্বমঞ্চের ইতিহাসেও কালিমালিপ্ত হলো আলবিসেলেস্তেদের নাম।

খেলার অন্তিম মুহূর্তে মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম দেশ হিসেবে ফাইনালে তিনটি লাল কার্ড দেখার বাজে রেকর্ড গড়ল আর্জেন্টিনা।

ম্যাচে রেফারি স্লাভকো ভিনচিচকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় প্রথম হলুদ কার্ডটি দেখেন চেলসি মিডফিল্ডার এনজো। এরপর ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা শেষে অতিরিক্ত সময়ের তিন মিনিটে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সিকে অপ্রয়োজনীয় এক ফাউল করে বসে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখেন তিনি।

যখন টাইব্রেকারে ম্যাচ নেওয়ার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছিল লিওনেল স্কালোনির দল, ঠিক তখনই এনজোর এই ভুল ১০ জনের দলে পরিণত করে আর্জেন্টিনাকে।

ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয় ১০৬তম মিনিটে। স্প্যানিশ উইঙ্গার নিকো উইলিয়ামসের চমৎকার নকডাউন থেকে গোলকিপারকে পরাস্ত করে ম্যাচের জয়সূচক গোলটি করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ফেরান তোরেস। পুরো ৯০ মিনিটে প্রতিপক্ষের গোলমুখে একটি শটও রাখতে না পারা আর্জেন্টিনা আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি।

বিশ্বকাপের ফাইনালে লাল কার্ড পাওয়ার মিছিলে এনজো অনুসরণ করলেন তারই দুই পূর্বসূরি পেদ্রো মনজোন ও গুস্তাভো দেজোত্তিকে। ১৯৯০ সালের রোম ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির কাছে ১-০ ব্যবধানে হারের সেই বিষাদময় রাতে লাল কার্ড পেয়েছিলেন তাঁরা দুজন। বিশ্বকাপের কোনো একক ফাইনালে একই দলের দু'জন ফুটবলারের বহিষ্কৃত হওয়ার একমাত্র ঘটনা সেটিই।

রবিবারের এই ঘটনার আগে ফাইনালের মঞ্চে সর্বোচ্চ দু'টি লাল কার্ড নিয়ে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনা যৌথভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত এই তালিকার শীর্ষে ছিল। ফরাসিদের হয়ে ১৯৯৮ সালে মার্সেল দেসাই এবং ২০০৬-এর ঐতিহাসিক ফাইনালে মার্কো মাতেরাজ্জিকে ঢুঁস মেরে জিনেদিন জিদান লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন। তবে এবার এনজোর লাল কার্ডের পর এককভাবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড নিজেদের করে নিল আর্জেন্টিনা। এই পরাজয় বিশ্বমঞ্চে আলবিসেলেস্তেদের রানার্সআপ হওয়ার বেদনাময় ইতিহাসকে আরও দীর্ঘায়িত করল। ১৯৩০, ১৯৯০ ও ২০১৪ সালের ফাইনাল হারার পর এবার তাদের ঝুলিতে জমা হলো চতুর্থ রানার্সআপ ট্রফি। ফলে জার্মানির সঙ্গে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ ফাইনাল হারার হতাশাজনক রেকর্ডেরও ভাগীদার এখন তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

মেসি আমার আদর্শ, তাঁকে হারতে দেখতে ভাল লাগে না : কুবার্সি

মাদ্রিদ, ২১ জুলাই : ২০২৬ বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়ার রাতে এক মিশ্র অনুভূতিতে পুড়ছেন স্পেনের তরুণ ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সি। একদিকে টুর্নামেন্টের সেরা তরুণ খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে নিজের শৈশবের নায়ক লিওনেল মেসিকে হারতে দেখার বেদনা। বার্সেলোনার এই তরুণ তারকা অকপটে স্বীকার করেছেন, মহাতারকা মেসিকে এভাবে কাঁদতে দেখা স্পেনের জয়ের আনন্দের মধ্যেও তাঁকে কিছুটা আক্ষেপের সাগরে ভাসিয়েছে। স্পেন ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারানোর পর এক সাক্ষাৎকারে ১৯ বছর বয়সি এই সেন্টার-ব্যাক বলেন, 'আমি আগে কখনও মেসিকে সামনে থেকে দেখিনি। ড্রেসিংরুমে যখন তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম, তখন মনে হচ্ছিল— এটা কি সত্যিই ঘটছে? এরপর অবশ্য মাঠে নেমে শুধু জয়ের দিকেই মনোযোগ দিয়েছি।'

মেসির বিপক্ষে একই মাঠে খেলতে পারাকে নিজের জন্য বিশেষ সম্মান বলেও উল্লেখ করেন কুবার্সি, 'আমি বলতে পারি, তাঁর সঙ্গে একই মাঠ ভাগাভাগি করা আমার জন্য অসাধারণ এক সৌভাগ্য। আমি খারাপও অনুভব করি, কারণ তিনি আমার আদর্শ এবং তাঁকে হারতে দেখতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা জিতেছি, আর সেটাও আমাকে ভীষণ আনন্দ দেয়।'

পুরো বিশ্বকাপজুড়ে আইমেরিক লাপোর্তের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি গড়ে স্পেনের রক্ষণভাগের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন কুবার্সি। এর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি জিতে নেন ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার, যেখানে তিনি নিজেরই সতীর্থ লামিন ইয়ামালকেও পেছনে ফেলেন।

মেসিকে আদর্শ মানা কুবার্সির এই মন্তব্য ফুটবলপ্রেমীদের কাছে আবারও মনে করিয়ে দিল— প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতই তীব্র হোক, কিংবদন্তিদের প্রতি সম্মান কখনও ম্লান হয় না।

২০ লক্ষ সমর্থকের সামনে ডিজে বাজিয়ে সেলিব্রেশন স্পেনের

মাদ্রিদ, ২১ জুলাই : মাদ্রিদে জনসমুদ্র। দেশে ফিরেছেন সোনার ছেলেরা। বিশ্বকাপ জেতার পর হুডখোলা গাড়িতে স্পেনের রাজধানীতে অভ্যর্থনা জানানো হলো রদ্রি, লামিনে ইয়ামাল, ফেরান তোরেসদের। শহরের প্রাণকেন্দ্রে হাজির ছিলেন প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। ভক্তদের জন্য ফুটবলাররা ডিজে-র ভূমিকা পালন করলেন। নাচে-গানে মাতিয়ে দিলেন কুকুরেয়ারা। ছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নিয়ে ব্যঙ্গও।

বিশ্বকাপ ফাইনালে তোরেসের গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। ২০১০-র পর ফের বিশ্বসেরার খেতাব উঠল স্প্যানিশদের মাথায়। সেলিব্রেশনে না মাতলে হয়। তৈরিই ছিল স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ। প্রায় ২০ লক্ষ লোক হুডখোলা গাড়িতে অভ্যর্থনা জানান পাউ কুবারসি, উনাই সিমনদের। গ্রান ভা, পাসেও দেল প্রাডো এবং প্লাজা দে সিবেলেসের মতো জায়গায় তিলধারণের জায়গা ছিল না। লাল-হলুদ রঙের ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন ভক্তরা।

প্রথমে রাজপ্রাসাদে যান স্পেনের ফুটবলাররা। সেখানে রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ, রাজকন্যা লিওনর তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। অধিনায়ক রদ্রি রাজাকে বিশ্বকাপের একটি রেপ্লিকা ও ৪ নম্বর লেখা একটি জার্সি উপহার দেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে দেখা করে গোটা দল। আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম মিটতেই শুরু হয় আসল সেলিব্রেশন। সিবেলেস স্কোয়ারে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বিশ্বজয়ীদের জন্য। তবে তারা চুপ করে বসে থাকেননি। নিজেরাই ডিজে-র ভূমিকা পালন করেন। যার নেতৃত্বে সাইড ব্যাক কুকুরেয়া। ইউরোজয়ের পর নিজেকে নিয়ে 'কু কু কুকুরেয়া' গেয়েছিলেন। এবারও একই কাণ্ড! নেচে মঞ্চে ঢোকেন লামিনে ইয়ামাল। তবে এখানেও এল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কথা। সেটা খোঁচা দেওয়ার জন্য। স্পেন দলের ইউরেমি পিনোর ডাকনাম রোনাল্ডো। তাঁকে উদ্দেশ্য করে সঞ্চালক বলেন, 'আমাদের দলেও একজন রোনাল্ডো আছেন। তবে তিনি সত্যিই বিশ্বকাপ জিতেছেন।'

অন্যদিকে, দেশে ফিরে সংবর্ধনা পেলেন আর্জেন্টাইন ফুটবলাররাও। প্রবল শীতের মধ্যেও বহু মানুষ রাত জেগে অপেক্ষা করছিলেন। বিমানবন্দর থেকে আইকনিক ওবেলিস্ক পর্যন্ত সমর্থকরা সঙ্গে ছিলেন। বাজি ফাটিয়ে আনন্দে মাতেন তারা। তবে ছিলেন না লিওনেল মেসি।

বিশ্বকাপ শেষ হতেই পদত্যাগ বেলজিয়াম কোচের

ব্রাসেলস, ২১ জুলাই : স্পেনের কাছে হেরে বেলজিয়ামের বিশ্বকাপ যাত্রা শেষ হয় কোয়ার্টার ফাইনালে। তাতে সুতায় ঝুলছিল কোচ রুডি গার্সিয়ার চাকরি। সেই সুতো আজ ছিঁড়েই গেল।

গার্সিয়া যেন সেটারই অপেক্ষায় ছিলেন। বিশ্বকাপ শেষ হলেই জানাবেন বেলজিয়ামের ডাগআউটে আর থাকছেন না। দ্য রয়্যাল বেলজিয়াম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আরবিএফএ) সঙ্গে সমঝোতার পর চাকরি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

তাতে বেলজিয়ামের সঙ্গে ১৮ মাসের যাত্রা থামল গার্সিয়ার। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ৬২ বছর বয়সী কোচ। অবশ্য ফরাসি কোচের মেয়াদও শেষ হতো ৩১ জুলাই। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিদায়ের ঘোষণা দিলেন।

বিদায় বেলা বেলজিয়ামের

ডাগআউটে কাটানো মুহূর্ত স্মরণ করলেন গার্সিয়া। তিনি বলেছেন, 'আরবিএফএয়ের সঙ্গে আলোচনার পর, গত ১৮ মাস একসঙ্গে যে চমৎকার মুহূর্ত কাটিয়েছি তা আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বেলজিয়ামকে নেশনস লিগের 'লিগ এ'-তে এবং বিশ্বের সেরা আটটি দলের একটি হিসেবে রেখে যাচ্ছি। বেলজিয়ামের নতুন প্রজন্মের সফলতা কামনা করছি। তার শুরু করতে পেরে আমি গর্বিত।'

বেলজিয়ামের হয়ে ২০ ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়িয়েছেন গার্সিয়া। তার অধীনে ১২ জয়ের বিপরীতে ২ হার দেখেছে বেলজিয়াম। বাকি ৬টি ড্র হয়েছে। তার উত্তরসূরি হতে পারেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ডিফেন্ডার মার্ক ফন বোমেল।

এনজো ফার্নান্ডেজকে সাজঘরে ধমক মেসির

নিউজার্সি, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারেনি আর্জেন্টিনা। গোটা ম্যাচে লিওনেল মেসিরা একটি শটও গোলে মারতে পারেননি। লিওনেল স্কালোনির দলের খেলা হতাশ করেছে ফুটবলপ্রেমীদের। শুধু তা-ই নয়, ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনা শিবিরের সব কিছুও ঠিকঠাক ছিল না।

গোটা প্রতিযোগিতায় ভাল খেলার পর ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে দেখে চেনা যায়নি। সেই পারফরম্যান্সের চেয়েও ফুটবলপ্রেমীদের হতাশ করেছে ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনার সাজঘরের একটি ভিডিও। যাতে কিছুটা উত্তপ্ত পরিবেশ দেখা গিয়েছে। সমাজমাধ্যমের এই ভিডিও ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্নও। ফাইনালে লাল কার্ড দেখে আর্জেন্টিনাকে সমস্যায় ফেলেন এনজো ফার্নান্ডেজ। তিনিই খেলা শুরুর আগে সাজঘরের পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলেছিলেন। ফাইনালের দিন মাঠে নামার ঠিক আগে আর্জেন্টিনার সাজঘরের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তাতে বেশ উত্তেজিত হয়ে ফার্নান্ডেজকে কিছু বলতে দেখা যাচ্ছে। বাকি ফুটবলারদের মুখও একটু থমথমে। মেসি শান্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁকে। আর্জেন্টিনার অধিনায়ককে কড়াভাবে কিছু বলতেও দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ দু'জনের মাঝখানে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। এই ভিডিও ঘিরেই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনা শিবিরে সবকিছু কি ঠিক ছিল? নাকি সাজঘরের সেই উত্তেজনাই রয়েছে ফার্নান্ডেজের লাল কার্ড দেখার নেপথ্যে?

প্রথমবার বিশ্বকাপের ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড জিতল নেদারল্যান্ডস

আমস্টারডাম, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে শিরোপার লড়াইয়ে যখন উত্তেজনা তুঙ্গে থাকে, তখন খেলোয়াড়দের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জে সেরা আচরণ ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়ে এবার ফিফার 'ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড' জিতেছে নেদারল্যান্ডস। বিশ্বকাপে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব, শৃঙ্খলা এবং মাঠে ইতিবাচক আচরণের জন্য যে দল সবচেয়ে ভাল রেকর্ড ধরে রাখে, তাদেরই দেওয়া হয় এই সম্মানজনক পুরস্কার।

সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস 'এফ' গ্রুপের শীর্ষে থেকে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছিল। তবে শেষ ৩২-র ম্যাচে মরক্কোর কাছে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে বিদায় নেয় ডাচরা।

টুর্নামেন্টে চার ম্যাচ খেলেও নেদারল্যান্ডসের কোনও খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখেননি। পুরো আসরে তাদের হলুদ কার্ডের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনটি।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটাই নেদারল্যান্ডসের প্রথম ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ চারবার এই পুরস্কার জয়ের রেকর্ড রয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের।

বিশ্বকাপে ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড জয়ী দল—

২০২৬: নেদারল্যান্ডস
২০২২: ইংল্যান্ড
২০১৮: স্পেন
২০১৪: কলম্বিয়া
২০১০: স্পেন
২০০৬: ব্রাজিল ও স্পেন
২০০২: বেলজিয়াম
১৯৯৮: ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স
১৯৯৪: ব্রাজিল
১৯৯০: ইংল্যান্ড
১৯৮৬: ব্রাজিল
১৯৮২: ব্রাজিল
১৯৭৮: আর্জেন্টিনা
১৯৭৪: পশ্চিম জার্মানি
১৯৭০: পেরু।

ফ্রান্সের কোচ হিসেবে চুক্তি করেছেন জিদান

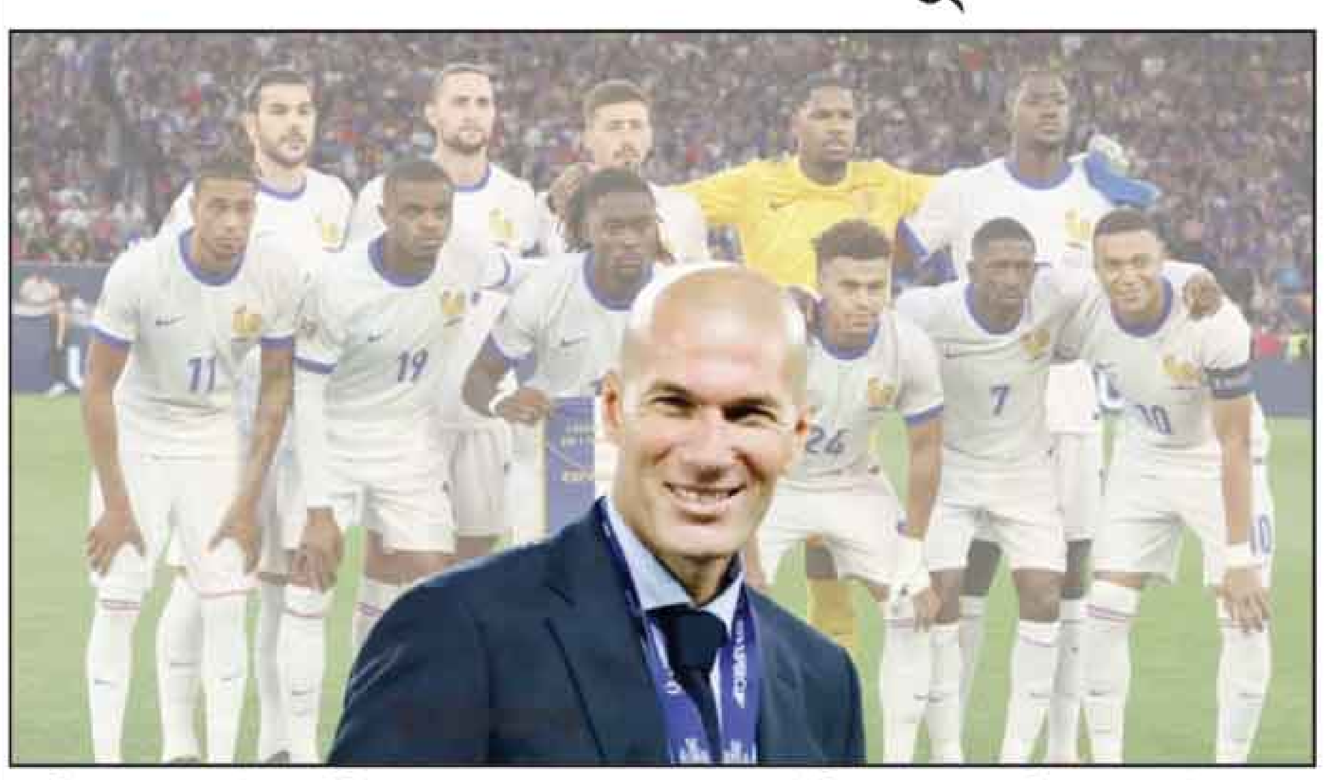

প্যারিস, ২১ জুলাই : দিদিয়ের দেশম দায়িত্ব ছাড়ার পর ফ্রান্সের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে চুক্তিতে সই করেছেন জিনেদিন জিদান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইতালিয়ান ফুটবল সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো। ট্রান্সফার মার্কেটের বিখ্যাত এ সাংবাদিকের দাবি, গত বছরের নভেম্বর থেকেই জিদান ও ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে মৌখিক সমঝোতা ছিল। অবশেষে সেই সমঝোতা আনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। চুক্তিটি দীর্ঘমেয়াদি বলে জানিয়েছেন রোমানো।

রোমানো জানিয়েছেন, জিদান ফ্রান্স জাতীয় দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তিতে সই করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্সের নতুন কোচ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। এরপরই তিনি জাতীয় দলের দায়িত্বে কাজ শুরু করবেন।

রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক সফল কোচ জিদান এবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন। ফরাসি কিংবদন্তির দায়িত্ব নেওয়ার খবরটি ইতোমধ্যেই ফুটবল অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

খেলোয়াড় হিসেবে জিদান ফ্রান্সকে ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ এবং ২০০০ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এরপর কোচ হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসেও নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখেছেন। তার অধীনে রিয়াল মাদ্রিদ টানা তিনবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জেতে, যা আধুনিক ফুটবলে বিরল এক কীর্তি।

রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার পর কয়েক বছর ধরে কোনো ক্লাব বা জাতীয় দলের দায়িত্ব নেননি জিদান। তবে বিভিন্ন সময়ে ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচ হওয়ার গুঞ্জন শোনা গেছে। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি।

তবে জিদানের অধীনে এখন নতুন যুগ শুরু করতে যাচ্ছে ফ্রান্স। আগামী আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলো সামনে রেখে দল গঠন, নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া এবং শিরোপার লড়াইয়ে ফ্রান্সকে ফিরিয়ে আনার বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে কিংবদন্তি জিদানের সামনে।

ইন্টার স্টেট অ্যাথলেটিক্সে অংশ নিতে যাচ্ছে শিলচর দল

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২১ জুলাই : ৪৭তম অসম ইন্টার স্টেট অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ -এ হোজাই ডিএসএর প্রতিনিধিত্ব করতে শিলচর অ্যাথলেটিক টিমের তালিকা পাঠানো হয়েছে। নলবাড়িতে প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৪ জুলাই। চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্ত। শিলচর দল আগামী ২৩ জুলাই রঙ্গিয়াতে পৌঁছবে। ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা সহ মোট ১০ জন রয়েছেন শিলচর দলে। তারা হলেন কুটন গোড়, প্রমিলা দে, অন্বেষা সিনহা, আজিজ খান, অভিজিৎ হাজরিকা, নীলকমল সিংহ, রোহিত মালাকার, ভবতোষ দাস, রঞ্জিতা যাদব ও শুভম ঘোষ। কোচ হিসেবে থাকবেন নজরুল আলম লস্কর এবং ম্যানেজার হিসেবে থাকবেন দিলওয়ার হুসেইন লস্কর।

প্রয়াত দু'বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী কিংবদন্তি ফুটবলার

লন্ডন, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপ শেষ হতেই দুঃসংবাদ। প্রয়াত ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ফুটবলার কেভিন কিগান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫। দু'বার ব্যালন ডি'অর ফুটবলার জয়ী চলতি বছরের শুরু থেকে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। অসাধারণ ড্রিবলিং, ফিনিশিং ও হেডিং দক্ষতার জন্য বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা প্লেয়ার হিসেবে ধরা হতো তাঁকে। লিভারপুল ও নিউক্যাসলের হয়ে বহু ম্যাচ খেলার পাশাপাশি দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে কোচিংও করিয়েছেন।

স্কানথর্পে ক্যারিয়ার শুরু করা কিগানের খেলোয়াড়ি জীবনের সবচেয়ে সফল সময় কেটেছে লিভারপুলে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে তিনি ২৩০ ম্যাচে ৬৮ গোল করেন এবং তিনবার লিগ শিরোপা জেতেন। দু'বার ইউরোপ-সেরাও হন। এরপর কয়েক বছরের জন্য জার্মানির হামবুর্গে পাড়ি জমান। ১৯৮০ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে সাউদাম্পটন ও নিউক্যাসলে খেলেন। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে তিনি ব্যালন ডি'অর জেতেন।

ইংল্যান্ডের হয়ে ৬৩ ম্যাচে ২১টি গোল করেন। ১৯৮২ বিশ্বকাপের দলেও ছিলেন। ইংল্যান্ডের তো বটেই, ফুটবল ইতিহাসের সেরাদের একজন হিসেবেই বিবেচিত হন। পরে জাতীয় দলের কোচ হয়েছেন। সেখানে অবশ্য খুব একটা সাফল্য পাননি। কোচ হিসেবে সবচেয়ে সফল সময় কাটিয়েছেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডে। তাদের প্রিমিয়ার লিগেও তুলেছিলেন। পরে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিরও কোচ হন।

স্কালোনিই আর্জেন্টিনার কোচ থাকুন, চান জানেত্তি

বুয়েন্স আয়ার্স, ২১ জুলাই : টানা চারটি বড় প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়া কোচদের বদল করার কোনো প্রয়োজন দেখেন না হাভিয়ের জানেত্তি। সাবেক এই ডিফেন্ডার মনে করেন, লিওনেল স্কালোনির কোচিং স্টাফের সবার দায়িত্বে থেকে যাওয়া উচিত। স্কালোনির কোচিংয়ে পাঁচটি বড় প্রতিযোগিতায় খেলেছে আর্জেন্টিনা। এর চারটিতে ফাইনালে খেলে জিতেছে তিনটি শিরোপা। তার সময়ে লাতিন আমেরিকার দেশটির সবচেয়ে বাজে ফল, ২০১৯ কোপা আমেরিকায় তৃতীয় হওয়া। মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় পরের দুই আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা।

২০২২ কাতার আসরে বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। সদ্য সমাপ্ত উত্তর আমেরিকা আসরে হয় রানার্সআপ। স্পেনের বিপক্ষে ফাইনালে ১-০ গোলে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে কাঁদতে কাঁদতে স্কালোনি বলেন, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) প্রধানের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে দু'টি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এর আগে এএফএ প্রধান ক্লাউদিয়ো তাপিয়ার সঙ্গে কথা বলবেন স্কালোনি। আর্জেন্টিনার সাবেক ডিফেন্ডার ও ইন্টার মিলান গ্রেট জানেত্তি তোদো নোতিসিয়াসের সঙ্গে আলাপচারিতায়, সাবেক সতীর্থের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিলেন। 'আশা করি, স্কালোনি ও তার টেকনিক্যাল স্টাফের সব সদস্য থাকবে। কারণ জাতীয় দল নির্ভরযোগ্যদের হাতে আছে।'

ফাইনাল শেষে রোসারিওর বাড়িতে মেসি

রোসারিও, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপ শেষে ইন্টার মায়ামি দলে এখনই যোগ দিচ্ছেন না লিওনেল মেসি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে রোসারিওতে পৌঁছেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। সতীর্থদের সঙ্গে দেশে ফেরেননি মেসি। আলাদা একটি বিমানে ফ্লোরিডা থেকে রোসারিওতে পৌঁছন তিনি।

নিউ ইয়র্কে গত রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে ০-১ গোলে হারে আর্জেন্টিনা। এরপর কোচ, স্টাফ ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেশে ফেরেন বিশ্বকাপ দলে থাকা ১৬ ফুটবলার। রানার্সআপ হলেও বীরোচিত অভ্যর্থনা পান তাঁরা।

আর্জেন্টাইন গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, পরিবারের সঙ্গে কত দিন থাকবেন, মেসি এখনও নিশ্চিত নয়। মায়ামির অন্তত দু'টি ম্যাচ মিস করতে পারেন তিনি। ৩৯ বছর বয়সি তারকা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কোনও আভাস দেননি। সামাজিক মাধ্যমে আবেগঘন এক বার্তা দিলেও সেখানে জাতীয় দলে খেলা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে কিছু বলেননি তিনি।

লাল কার্ড দেখার দু'দিন পর মুখ খুললেন ফার্নান্ডেজ

বুয়েন্স আয়ার্স, ২১ জুলাই : বিশ্বকাপ ফাইনালে লাল কার্ড দেখেন আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজ। ফলে বেশ কিছুটা সময় একজন কম ফুটবলার নিয়ে খেলতে হয় লিওনেল মেসিদের। ফাইনালের দু'দিন পর মুখ খুললেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার। তবে এড়িয়ে গিয়েছেন লাল কার্ড দেখার প্রসঙ্গ। ফাইনালে চেলসির মিডফিল্ডারকে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল দু'বার হলুদ কার্ড দেখার জন্য। এর দু'দিন পর নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন ফার্নান্ডেজ।

২৫ বছরের ফুটবলার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'একটা সময় আপনারা বুঝতে পারবেন, ফলাফলের থেকে বড় কিছু ছিল। বছরের পর বছর ধরে এই দলটা সম্ভাব্য সেরা উপায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রতিযোগিতা মানে শুধু জয় নয়। বরং জার্সির জন্য সব কিছু উজাড় করে দেওয়া। কখনও হাল না ছাড়া। এই দলের অংশ হতে পারা এমন একটা স্মৃতি, যা আমি আজীবন লালন করব। এই দলটা সব সময় রুখে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে। গর্ব, বিনয় এবং প্রতিশ্রুতির সঙ্গে জার্সির মান রক্ষা করেছে।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'আর্জেন্টিনার সব সমর্থককে ধন্যবাদ। সবসময় পাশে থাকার জন্য। প্রতিটি

ম্যাচে সমর্থন করার জন্য। আপনাদের ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ। আমরা বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকি না কেন, আপনারা আমাদের নিঃশর্তভাবে সমর্থন করেছেন। দেশের জার্সি পরা আমার কাছে সবচেয়ে সম্মানের। যখনই আমায় এই জার্সির সম্মান রক্ষা করার জন্য ডাকা হবে, তখনই যাব এবং নিজের সর্বস্ব দিয়ে জার্সির মান রক্ষা করব।'

ফার্নান্ডেজ সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন, দেশের জন্য লড়াই করতে গিয়েই তাঁকে লাল কার্ড দেখতে হয়েছে। আবেগ এবং নিজের সবটা দিয়ে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন বিশ্বকাপ ট্রফি ধরে রাখার। দলকে বিপকে ফেলতে চাননি কোনওভাবেই। যদিও লেখার কোনও জায়গায় সরাসরি লাল কার্ড দেখার কথা উল্লেখ করেননি।

দেশে ফিরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন স্কালোনি-ওতামেন্দিরা

বুয়েন্স আয়ার্স, ২১ জুলাই : পুরোপুরি নিষ্প্রভ থেকে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারলেও দেশে ফিরে ভক্তদের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছে আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দল। আনুষ্ঠানিক কোনো উদ্যোগ ছিল না, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজারো ভক্ত বরণ করে নিয়েছেন গত দুই আসরের ফাইনালিস্টদের।

নিউ ইয়র্কে ভীষণ হতাশার ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে লড়াই করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। পুরোপুরি রক্ষণাত্মক খেলা দলটি অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে হারে ১-০ ব্যবধানে। গোল স্রেফ একটি হলেও ম্যাচে স্পেনের দাপট ছিল অনেক বেশি। বিমান থেকে নেমে লাল গালিচা সংবর্ধনা পান কোচ লিওনেল স্কালোনি, অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দিরা। দলের সঙ্গে আসেননি অধিনায়ক লিওনেল মেসি, রদ্রিগো দে পল, ফাইনালে লাল কার্ড দেখা এন্সো ফের্নান্দেস, লাউতারো মার্তিনেস, হুলিয়ান আলভারেস, খেরোনিমো রুলি, নিকো পাহ, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নাউয়েল মলিনা ও হুয়ান মুসো। কোচ ও স্টাফদের সঙ্গে দেশে ফেরেন বাকি ১৬ ফুটবলার। পুলিশের একটি বড় দলের পাহারায় ছাদ খোলা বাসে করে লিওনেল আন্দ্রেস মেসি মাঠে পৌঁছায় দল। রাস্তায় ও মাঠে তাদের অপেক্ষায় ছিলেন প্রচুর ভক্ত। তারা নেচে, গেয়ে ও পতাকা উড়িয়ে দলের প্রতি জানান অকুণ্ঠ সমর্থন। এক বিবৃতিতে সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। 'মাঠে সব খেলোয়াড় সমর্থন অনুভব করেছে এবং প্রতিনিধি দলের সবাই এমন জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত যারা কখনও আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখা ও সমর্থন করা বন্ধ করেনি। টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শেষ ফল যথেষ্ট ছিল না, তবে এটি আবারও নিশ্চিত করেছে, এই বন্ধন যে কোনো ফলাফলের উর্ধ্বে।'

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : **তৈমুর রাজা চৌধুরী**, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com

গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২

Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80